বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার । ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School
Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283
(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

TARGET POINT STUDY CIRCLE — Estd 2014 — P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET) AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার । ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার । ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার । ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, চৈতন্য ভক্ত হিসেবে এসেছি

মায়াপুরে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্বে শান শাহের

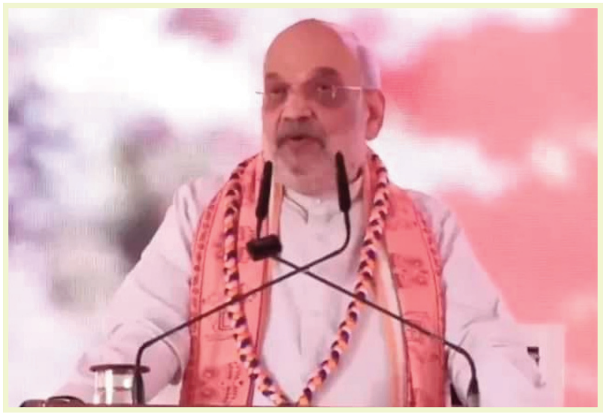

নয়া জামানা ,মায়াপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে রাজ্য সফরে এসে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে বিশেষ সময় কাটালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। তবে এদিন তাঁর কণ্ঠে রাজনীতির চেয়েও বেশি শোনা গেল আধ্যাত্মিকতার সুর। শাহ স্পষ্ট জানান, তিনি এখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং চৈতন্য মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে আশীর্বাদ নিতে এসেছেন।অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে হরে কৃষ্ণ ধ্বনি তুলে শাহ বলেন, বহুদিন ধরেই এই পুণ্যভূমিতে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বারবার সফর পিছিয়ে যাচ্ছিল। আজ এখানে এসে আমি প্রকৃত মানসিক শান্তি অনুভব করছি।এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাঠানো বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তাও ভক্তদের কাছে পৌঁছে দেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, মোদীজি অন্তর থেকে সকল ভক্তকে হরে কৃষ্ণ অভিবাদন জানায়। মহাপ্রভুর ভাবধারায় নিজের চেতনা জাগ্রত করার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য বলেও মন্তব্য করেন।গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার অন্যতম পথপ্রদর্শক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের এই ১২৫তম জন্মোৎসব ঘিরে মায়াপুরে ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়।

আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই শাহ তাঁর সফরের লক্ষ্যকে অরাজনৈতিক প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সফরের নেপথ্যে গভীর কৌশলগত সমীকরণ রয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে মায়াপুরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া এবং নিজেকে চৈতন্যভক্ত হিসেবে তুলে ধরা আসলে হিন্দুত্বের পাশাপাশি বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবেগকে স্পর্শ করার চেষ্টা। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ভোটারদের সমর্থন নিশ্চিত করতেই শাহের এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গোবিন্দভোগ সহ ৩ চালকে স্বীকৃতি রাষ্ট্রসংঘের, উচ্ছ্বসিত মমতা

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ বিশ্ব আঙিনায় ফের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেল বাংলা।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে চলা রাজ্যের পথপ্রদর্শক মাটির সৃষ্টি প্রকল্পকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করল রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। একই সঙ্গে বাংলার তিনটি ঐতিহ্যবাহী সুগন্ধি চাল; গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি এবং কনকচুরকে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার এই জোড়া স্বীকৃতির কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে বাংলার কৃষক সমাজকে এই গৌরব উৎসর্গ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।নবান্ন সূত্রে খবর, রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেলের পক্ষ থেকে এই স্বীকৃতির শংসাপত্র রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত গর্বের সাথে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, এই আন্তর্জাতিক স্তরের প্রশংসাপত্র বাংলার কাজের এক বিশাল স্বীকৃতি। আমি এই গৌরব গ্রামবাংলার মানুষ ও কৃষক ভাই-বোনদের উৎসর্গ করছি।২০২০ সালে পশ্চিমাঞ্চলের রুক্ষ ও অনুর্বর জমিকে উর্বর করার লক্ষ্য নিয়ে মাটির সৃষ্টি প্রকল্প শুরু করে রাজ্য সরকার। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা ঝাড়গ্রামের মতো এলাকায় যেখানে একফসলি চাষও অনিশ্চিত ছিল, সেখানে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ও পুকুর খননের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে সেই রুক্ষ ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও ফলের ফলন হচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে এবং পরিবারের আয় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।অন্যদিকে, বাংলার নিজস্ব সম্পদ গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি ও কনকচুর চালের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রাজ্যের খাদ্য সংস্কৃতিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্বীকৃতি বিশ্ব বাজারে বাংলার চালের কদর বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের এই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগই আজ বিশ্ব দরবারে সমাদৃত।

বিডিও-দের পদোন্নতিতে নবান্নের সিলমোহর

পাঁচ বছরেই এবার এসডিও, বিধি বদলাল রাজ্য

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের জন্য বড়সড় পদোন্নতির দরজা খুলে দিল নবান্ন। এখন থেকে মাত্র পাঁচ বছর সন্তোষজনক ভাবে কাজ করলেই ডব্লিউবিসিএস (এগ্ জ্িকিউটিভ) অফিসাররা মহকুমা শাসক বা এসডিও হওয়ার সুযোগ পাবেন। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ সংকেত মেলার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বুধবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার। সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাজ্যপাল এই সংশোধনীতে সিলমোহর দিয়েছেন। এদিন নবান্নের কর্মিবিনিয়োগ ও প্রশাসনিক দফতর থেকে বিধি সংশোধনের বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খ বর, প্রশাসনিক স্তরে স্থবিরতা কাটাতে এবং অফিসারদের মনোবল বাড়াতেই এই মাস্টারস্ট্রোক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।এ দিনের সিদ্ধান্তের নির্যাস হল, কোনও ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) আধিকারিক টানা পাঁচ বছর সন্তোষজনক ভাবে কাজ করলেই তিনি মহকুমা শাসক বা এসডিও পদের জন্য বিবেচিত হতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, সংশোধনী অনুযায়ী, কোনও ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসার টানা পাঁচ বছর সন্তোষজনক ভাবে কাজ করলে, তাঁকে এসডিএম বা এসডিও পদে পোস্টিংয়ের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এই পাঁচ বছরের মেয়াদের মধ্যে দুই বছরের প্রবেশনাল পিরিয়ড এবং বিডিও হিসেবে কাজের সময়কালও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে পদোন্নতি দিলেই হবে না, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শূন্যপদ এবং সরকারি প্রয়োজনের ওপর পুরো বিষয়টি নির্ভর করবে।নবান্নে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবেশী বিহারের প্রশাসনিক কাঠামোর উদাহরণ টেনে আক্ষেপ দূর করার বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর শক্তিবৃদ্ধি এবং আধিকারিকদের মনোবল বাড়াতেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতদিন অভিযোগ ছিল যে, বিহার বা অন্যান্য রাজ্যে পদোন্নতির গতি বাংলার তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে এসডিও পদের সংখ্যা কম থাকায় যোগ্য অফিসারদের বছরের পর বছর বিডিও পদেই আটকে থাকতে হতো। নবান্নের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সেই জট কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে। সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল এই বিশেষ সংশোধনীতে অনুমোদন দিয়েছেন।শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিস নয়, সমপর্যায়ের ৯টি স্টেট কনস্টিটিউটেড সার্ভিসের ক্ষেত্রেও ২০ শতাংশ অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর ফলে ডব্লিউবিসিএস-এর পাশাপাশি অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের আধিকারিকদেরও পদোন্নতির সুযোগ বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৪৬টি সরকারি দফতরকে চিহ্নিত করে পদমর্যাদা ও বেতনের অসঙ্গতি দূর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রথমবার সমস্ত রাজ্য ক্যাডার সার্ভিসের 'ক্যাডার শিডিউল' সামগ্রিক ভাবে আপডেট করা হল। পুলিশ সার্ভিসের পদোন্নতির কাঠামোর সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যেই এই বদল আনা হয়েছে।প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যে বর্তমানে ২৩টি জেলা থাকায় মহকুমার সংখ্যাও সীমিত। সেই কারণেই পদোন্নতির সুযোগ কম ছিল। তবে ভবিষ্যতে জেলার সংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অফিসারদের রাস্তা পরিষ্কার রাখতে চাইছেন। যদিও আধিকারিকদের একাংশের মতে, ভোটের আগে এই ঘোষণা আসলে অফিসারদের মন পাওয়ারই চেষ্টা। তবে কারণ যাই হোক, বছরের পর বছর একই পদে আটকে থাকা বিডিও-দের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। তরুণ আমলারা এখন থেকে আরও দ্রুত উচ্চতর প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর সুযোগ পাবেন।

বর্ষবরণে চীনে বাজির দোকানে

ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত অন্তত ১২

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আনন্দের মাঝেই মৃত্যুমিছিল চিনে। বুধবার দুপুরে হুবেই প্রদেশের ঝেংজি শহরে একটি বাজির দোকানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে এটি চিনে দ্বিতীয় বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ ঝেংজি শহরের একটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত বাজির দোকানে আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে সংলগ্ন এলাকা কেঁপে ওঠে এবং মুহূর্তের মধ্যে দোকানটিতে দাউদাউ করে আগুন লেগে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বিস্তীর্ণ আকাশ, যা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দৃশ্যমান ছিল।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। বেশ কয়েক ঘণ্টার নিরলস প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে ১২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।চিনে বর্তমানে স্প্রিং উৎসব বা বসন্ত উৎসব চলছে। গত মঙ্গলবারই ধুমধাম করে পালিত হয়েছে চৈনিক নববর্ষ। এই উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ হল আতশবাজি, যার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থায়ী ও স্থায়ী বাজির দোকান গড়ে উঠেছে। এই আনন্দ উদযাপনের মাঝেই এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।উল্লেখ্য, গত রবিবারও পূর্ব জিয়াংশু প্রদেশে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আট জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ঝেংজির এই ঘটনা প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। দোকানে পর্যাপ্ত অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না, বা কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে এই অঘটন কি না, তা খ তিয়ে দেখছে চিনা পুলিশ।

জয়ের ধারা বজায় রেখে সুপার এইটে ভারত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে অপরাজেয় তকমা ধরে রাখল মেন ইন ব্লু। বুধবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ১৭ রানে হারাল ভারত ।ম্যাচটি স্রেফ নিয়মরক্ষার হলেও, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কড়া টক্কর দিয়ে মাঠ ছাড়ল ডাচ ব্রিগেড। শিবম দুবের বিধ্বংসী ব্যাটিং এবং বরুণ চক্রবর্তীর ঘূর্ণি জাদুতে ভর করে জয় ছিনিয়ে নিলেও ভারতের ফিল্ডিং ও টপ-অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই গেল ।টসে জিতে এদিন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তবে শুরুটা ছিল হতাশাজনক। ওপেনার অভিষেক শর্মা এদিনও রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ হন। ফর্মে থাকা ঈশান কিষানকেও দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরান ডাচ বোলার আরিয়ান দত্ত। সূর্য ও তিলক বর্মা দ্রুত ফিরলে ১১০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। সেখান থেকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে রুখে দাঁড়ান শিবম দুবে। ৩১ বলে ৬৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে দুশোর কাছা কাছি পৌঁছে দেন তিনি। হার্দিক পাণ্ডিয়ার ৩০ রানের ক্যামিও সত্ত্বেও নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০০-র গণ্ডি টপকাতে পারেনি ভারত ।জবাবে ১৯৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মন্থর শুরু করেন নেদারল্যান্ডসের দুই ওপেনার মাইকেল লেভিট ও ম্যাক্স ও ডিড। ডাচরা জয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত মরিয়া চেষ্টা চালালেও বরুণ চক্রবর্তীর স্পিন বিষে নীল হয় তাদের মিডল অর্ডার। বরুণ মাত্র ১৪ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। যদিও ওয়াশিংটন সুন্দর ও পার্টটাইম স্পিনার অভিষেক শর্মা এদিন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। ভারতীয় ফিল্ডারদের ঢিলেঢালা মানসিকতার সুযোগ নিয়ে হারের ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে আনে ডাচরা ।সুপার এইটের লড়াই শুরু হওয়ার আগে ভারতের জন্য এই ম্যাচটি ছিল একটি সতর্কবার্তা।

চিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল ভারতে

কুনোয় ৩ শাবকের জন্ম দিল জেমিনি

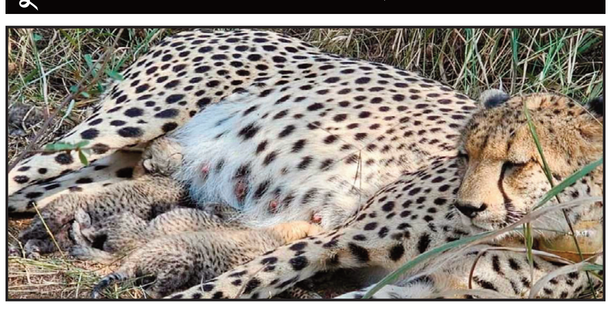

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাফল্যের নতুন পালক যুক্ত হল ।মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা চিতা জেমিনি তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই আনন্দের খবরটি প্রকাশ করেন। জেমিনি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শাবক প্রসব করল। নতুন এই তিন সদস্যকে নিয়ে কুনোর জঙ্গলে জন্ম নেওয়া মোট শাবকের সংখ্যা দাঁড়াল ৯-এ ।সুসংবাদ জানিয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র বলেন, কুনো এবং ভারতের জন্য এটা একটা গর্বের মুহূর্ত। আশা করা যায় গামিনী এবং তার সন্তানেরা শক্তিশালী হবে এবং দেশের চিতা প্রকল্পকে জোরদার করবে ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ২০২২ সালে শুরু হওয়া প্রজেক্ট চিতার মাধ্যমে ভারতে বিলুপ্তপ্রায় চিতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০২২-২৩ সালের মধ্যে নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মোট ২০টি চিতা ভারতে আনা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিনদেশি পরিবেশে মাত্র ৪০ শতাংশ চিতার বেঁচে থাকা স্বাভাবিক ধরা হলেও, ভারতে সেই গড় হারের চেয়ে অনেক বেশি চিতা সাফল্যের সাথে টিকে আছে।

ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি ভারতের বন্য পরিবেশকে চিতাদের নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে প্রমাণ করছে ।সাফল্যের মাঝেও বেশ কিছু প্রতিকূলতা এই প্রকল্পকে বিদ্ধ করেছে। গত কয়েক বছরে আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণে বেশ কিছু পূর্ণবয়স্ক চিতা ও শাবকের মৃত্যু বন দপ্তরকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। বিশেষ করে গত ডিসেম্বরে একটি ১০ মাস বয়সী চিতার মৃত্যু এবং জঙ্গলে ছাড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অঘটন ঘটার ঘটনায় প্রকল্পের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

সম্পাদকীয়

নাগরিকত্বই সন্দেহের লক্ষ্যে

ভারতের সংবিধান সভায় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নে একাধিক বার বিতর্ক হয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তী গভীর অস্থিরতা, উদ্বাস্তু স্রোত ও সীমান্ত সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে সংবিধান প্রণেতাদের কয়েক জন নাগরিকত্বের শর্ত কঠোর করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এই অবস্থানের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এই প্রেক্ষিতে, ১০ অগস্ট ১৯৪৯, এক বক্তৃতায় জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, ভারত যেন এমন রাষ্ট্রে পরিণত না-হয়, যেখানে নাগরিকত্বকেই সন্দেহের চোখে দেখা হবে।নেহরুর যুক্তি ছিল, অতিরিক্ত কঠোর আইন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রকেই ক্ষুণ্ণ করবে। আম্বেডকর নাগরিকত্ব প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা নির্ধারণের উপর জোর দেন। বলেন, নাগরিকত্ব কোনও শর্তাধীন সুবিধা নয়, বরং এক মৌলিক অধিকার, যেখানে রাষ্ট্রের সংযম অপরিহার্য।বর্তমানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় 'তথ্যগত অসঙ্গতি'-র নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাজিরা দিতে ও নথিপত্র দাখিল করতে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে এই উদ্যোগকে আর নিছক একটি নিরীহ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় না। বাস্তবে এর মাধ্যমে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব; যা সংবিধানস্বীকৃত রাজনৈতিক অধিকার; ক্রমশ নথিনির্ভর প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব পড়েছে সেই জনগোষ্ঠীগুলির উপর, যাঁদের জীবন বাস্তবতা বরাবরই অনানুষ্ঠানিক।

বিশেষত, পরিযায়ী শ্রমিক, গ্রামের দরিদ্র, বস্তিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। জন্মের সার্টিফিকেট, জমির দলিল, পাসপোর্ট; এ সব কখনওই তাঁদের জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেনি। ফলে এসআইআর তাঁদের জন্য হয়ে উঠেছে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব হারানোর স্থায়ী ভয়।নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর যুক্তি হিসেবে দেখায় মৃত, স্থানান্তরিত, ভুয়ো বা বিদেশি ভোটার চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া। কিন্তু বিহারের ক্ষেত্রে এই যুক্তিগুলি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণিত হয়নি।

বিহারে, ২০২৫-এর এসআইআর-এ প্রায় ৬৮ লক্ষ নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ে। চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পায় ৭.৪২ কোটি নাম, যা আগের থেকে প্রায় ৪৭ লক্ষ কম। এর জন্য নিয়মিত সংশোধন বা বিশেষ সংশোধন যথেষ্ট ছিল, এসআইআর-এর মতো ব্যাপক, নথিভিত্তিক যাচাইয়ের প্রয়োজন ছিল না। যদি বিদেশি বা ভুয়ো ভোটার খোঁজাই লক্ষ্য হত, তা হলে প্রথম এসআইআর হওয়া উচিত ছিল অসমে। কারণে যেখানে নাগরিকত্ব প্রশ্ন দীর্ঘ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। কিন্তু বর্তমানে অসমে চলছে শুধু বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া।

জীবনী

নিকোলাস কোপার্নিকাস

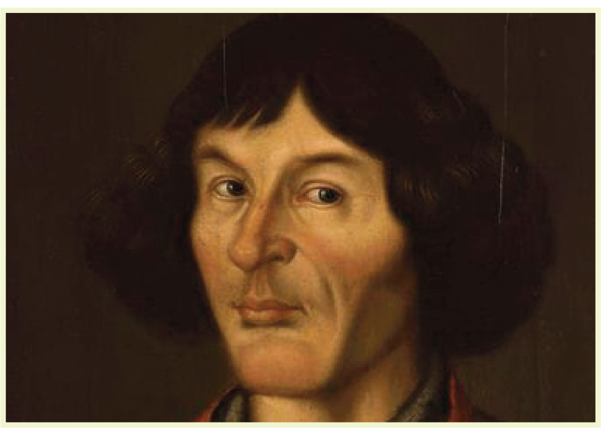

নিকোলাস কোপার্নিকাস ছিলেন মানব ইতিহাসের সেই বিরল বিপ্লবীদের একজন যিনি কেবল কলমের টানে মানুষের হাজার বছরের লালিত বিশ্বাসকে আমূল বদলে দিয়েছিলেন। ১৪৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডের তোরুন শহরে এক সচ্ছল বণিক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। শৈশবেই পিতাকে হারানোর পর তাঁর মামা লুকাস ওয়াজেনরোড, যিনি একজন প্রভাবশালী বিশপ ছিলেন, কোপার্নিকাসের শিক্ষার দায়িত্ব নেন। মামার ছত্রছায়ায় তিনি ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে ইতালিতে গিয়ে তিনি আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গভীর পড়াশোনা করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কোপার্নিকাস একাধারে ছিলেন গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ধ্রুপদী অনুবাদক এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ গির্জা প্রশাসক। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে আছেন মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে দেওয়ার জন্য।

সে সময়কার ইউরোপীয় সমাজ অ্যারিস্টটল এবং টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল, যেখানে মনে করা হতো পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির এবং সূর্যসহ অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র একে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গির্জার ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথেও এই ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তবে কোপার্নিকাস মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করেন যে, এই পুরনো গাণিতিক মডেলে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। দীর্ঘ বছরের নিরলস পর্যবেক্ষণ এবং জটিল গাণিতিক হিসাবের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পৃথিবী নয়, বরং সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই যুগান্তকারী ধারণাকে বলা হয় 'হেলিওসেন্ট্রিজম' বা সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই আবিষ্কার প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে আঘাত করবে, তাই তিনি দীর্ঘকাল তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ১৫১৪ সালের দিকে তিনি তাঁর এই তত্ত্বের সারসংক্ষেপ একটি ছোট পাণ্ডুলিপিতে লিখে বন্ধু মহলে প্রচার করেন যা 'কমেন্টারিওলাস' নামে পরিচিত। তবে তাঁর জীবনের প্রধান কাজ 'ডি রেভোলিউশনিবাস অরবিয়াম কোয়েলেস্টিয়াম' বা 'আকাশীয় গোলকগুলোর আবর্তন সম্পর্কে' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে ১৫৪৩ সালে। লোকশ্রুতি আছে যে, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন তাঁর হাতে নিজের এই অমর গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত কপিটি তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এই তত্ত্ব কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি আবিষ্কার ছিল না এটি ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিশাল বিপ্লব। এর মাধ্যমেই মানুষ প্রথম অনুভব করতে শেখে যে, বিশাল মহাবিশ্বে পৃথিবী কোনো বিশেষ বা অনন্য কেন্দ্র নয় বরং একটি সাধারণ গ্রহ মাত্র। কোপার্নিকাসের এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পরবর্তীকালে গ্যালিলিও গ্যালিলি, জোহানেস কেপলার এবং আইজ্যাক নিউটনের মতো বিজ্ঞানীদের পথ প্রদর্শন করেছিল। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তিনি খুব বেশি স্বীকৃতি পাননি এবং তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল গির্জা তাঁর বইটিকে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল কিন্তু সত্যকে বেশিদিন চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তরটি তিনিই স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন যে, প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ অনেক বেশি শক্তিশালী। নিকোলাস কোপার্নিকাস কেবল একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না তিনি ছিলেন রেনেসাঁ যুগের সেই আলোকবর্তিকা, যিনি মানবজাতিকে অন্ধকারের বৃত্ত থেকে বের করে অসীম মহাকাশের দিকে চোখ মেলতে শিখিয়েছিলেন। আজও যখ ন আমরা সৌরজগতের মানচিত্র দেখি তখন এই মহান পোলিশ মনীষীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

মানভূমের ভূমিপুত্র ও ভারতের বিজ্ঞান সাধনার ধ্রুবতারা

দেবরাজ মাহাতো

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় বিজ্ঞানাকাশে যে ক'টি নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে রসায়ন বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ অন্যতম। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সমসাময়িক এই বিজ্ঞানী কেবল গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং স্বাধীন ভারতের শিল্প ও শিক্ষা নীতি নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মানভূমের (বর্তমান পুরুলিয়া) লাল মাটিতে যাঁর জন্ম, সেই মহীরুহ আজ ইতিহাসের পাতায় অনেকটা অন্তরালেই রয়ে গেছেন।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার ঘরগয়াল গ্রামে হলেও, তাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন মানভূম জেলার পুরুলিয়া শহরে। তাঁর পিতা রামচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন অভ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে তাঁকে বিহারের খনি অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী মানভূমে যাতায়াত করতে হতো। যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং কর্মক্ষেত্রের যোগসূত্র হিসেবে তিনি পুরুলিয়াকেই সাময়িক বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এভাবেই পুরুলিয়ার মাটি ধন্য হয়েছিল এই মহান বিজ্ঞানীর শৈশবের ছোঁয়ায়। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। ১৯০৩ সালে তিনি গিরিডিতে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ছোটনাগপুর বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে বি.এস.সি এবং পরবর্তীতে এম.এস.সি-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন ধন্য হয়েছিল কিংবদন্তি শিক্ষকদের সান্নিধ্যে। তিনি পদার্থবিদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ লাভ করেছিলেন। সহপাঠী হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নীলরতন ধরের মতো দিকপালদের। এমনকি জাতীয় আন্দোলনের দুই মহান নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল রসায়ন শাস্ত্র। 'Strong Electrolyticsó সংক্রান্ত তাঁর কাজ বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয় এবং এর মাধ্যমেই তিনি ডি.এসসি উপাধি ও 'প্রেমচাঁদ রায় স্কলার' লাভ করেন।

প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছিলেন যে, একজন গবেষক ও গাইড হিসেবে প্রফেসর ঘোষ ছিলেন অনন্য। বিশেষ করে ভারতে (আলোক রসায়ন) এবং (শিল্পভিত্তিক গ্যাসীয় বিক্রিয়া) সংক্রান্ত গবেষণার প্রবর্তক হিসেবে তিনি অমর হয়ে আছেন।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের কর্মজীবন ছিল সাফল্যের মুকুটে ঠাসা

১৯১৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু।

১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান।

১৯৩৯ ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স -এর ডিরেক্টর পদে নিযুক্তি।

১৯৫০ আইআইটি খড়্গপুরের প্রথম ডিরেক্টর হিসেবে ভারতের প্রযুক্তিগত শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৯৫৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ পাশাপাশি দেশ গঠনেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হন। জবা কুসুম তেলের কারখানা থেকে শুরু করে রেডিও নির্মাণ শিল্প, কেবল শিল্প এবং ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প নীতি প্রণয়নে তাঁর মেধা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রয়েছে।

জনপ্রিয় শিক্ষক ও সম্মাননা

ছাত্রমহলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি যখন আইআইটি খড়্গপুর ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দিতে যান, তখন তাঁর প্রিয় ছাত্ররা রেললাইনে শুয়ে পড়ে এবং অনশন করে পথ আটকেছিল। এমন বিরল ভালোবাসার উদাহরণ শিক্ষক হিসেবে তাঁর উচ্চতাকে প্রমাণ করে। ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে এবং ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করে।

১৯৫৯ সালে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরুলিয়া তথা মানভূমের এই কৃতী সন্তানের নাম আজ সাধারণের স্মৃতিতে ফিকে হয়ে আসছে। যেহেতু পুরুলিয়া তাঁর জন্মস্থান, তাই স্থানীয় স্তরে তাঁকে স্মরণে রাখা একান্ত জরুরি। পুরুলিয়া সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে স্কলারশিপ সৃষ্টি করা কিংবা জেলায় তাঁর নামাঙ্কিত কোনো উন্নত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। পুরুলিয়া শহরের একটি রাস্তার নাম বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের নামে করার প্রস্তাব উঠেছিল, পুরুলিয়া পৌরসভার পক্ষ থেকে সেই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো তা কার্যকরী হয়নি। অভিজ্ঞ মহলের দাবি অবিলম্বে একটি রাস্তার নামকরণ এই মহান বিজ্ঞানী নামে করা হোক। তবেই আগামী প্রজন্ম এই মহান ভূমিপুত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান আধিকারিক), ড. দয়াময় রায় (গবেষক)

প্রতিশোধমূলক নয়, সুষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক

রাজনীতিতেই গণতন্ত্রের কল্যাণ

সঞ্জয়কুমার দাস

গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়, এটি একটি চলমান সামাজিক চুক্তি। জনগণের মতামত, বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা এবং ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র তার প্রকৃত শক্তি অর্জন করে। কিন্তু যখন রাজনীতি প্রতিযোগিতার বদলে প্রতিশোধের পথে হাঁটে, তখন গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিহাস ও রাজনৈতিক গবেষণা বারবার দেখিয়েছে, প্রতিশোধমূলক রাজনীতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আর সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি গণতন্ত্রকে সুস্থ ও কার্যকর রাখে। প্রতিশোধমূলক রাজনীতি বলতে সাধারণত বোঝায় ক্ষমতায় এসে পূর্ববর্তী শাসক বা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে প্রশাসনিক, আইনি বা সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার প্রবণতা। এতে রাজনৈতিক মতভেদ ব্যক্তিগত শত্রুতায় রূপ নেয়। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই প্রবণতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে 'জয়-পরাজয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে' পরিণত করে, যেখানে নীতি বা জনকল্যাণ নয়, বরং প্রতিপক্ষকে দুর্বল করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে।বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই সত্যকে স্পষ্ট করেছে। যেসব দেশে ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যাপক প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেখানে বিচারব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ফলে জনগণের আস্থা কমেছে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, কারণ বিনিয়োগ ও নীতি-স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। এখানে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে ধ্বংস করার বদলে জনগণের কাছে নিজেদের কর্মসূচি, নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে। ভোটার তখন ভয় বা বিভাজনের ভিত্তিতে নয়, যুক্তি ও কর্মফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বাড়ায় এবং শাসকদের দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করে।রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা বলেন, শক্তিশালী বিরোধী দল গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। বিরোধী দল সরকারকে সমালোচনা করে, ভুল ধরিয়ে দেয় এবং বিকল্প নীতি উপস্থাপন করে। কিন্তু প্রতিশোধমূলক পরিবেশে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে শত্রু হিসেবে দেখা হয়। ফলে সংসদীয় আলোচনা দুর্বল হয় এবং নীতি নির্ধারণ একপাক্ষিক হয়ে পড়ে। বিপরীতে, প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে মতপার্থক্যকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে দেখা হয়।ভারতসহ বহু গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই দুই প্রবণতা একসঙ্গে দেখা যায়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক হলেও, যখন প্রশাসনিক সংস্থা বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্র রাজনৈতিক প্রতিশোধের অভিযোগে বিতর্কিত হয়, তখন গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে

হলে রাজনৈতিক পরিবেশে ন্যায্যতা ও নিরাপত্তার অনুভূতি থাকা জরুরি।সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নীতিনির্ভর আলোচনা। যখন দলগুলো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বা পরিবেশের মতো বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা করে, তখন জনজীবনের বাস্তব সমস্যাগুলো রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। এতে রাজনৈতিক ভাষা শালীন হয় এবং সামাজিক বিভাজন কমে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে সংঘাতমুখী থেকে সহযোগিতামূলক রূপ নেয়।

গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা যায়, সচেতন নাগরিক সমাজ প্রতিশোধমূলক রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। স্বাধীন গণমাধ্যম তথ্য যাচাই করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার তুলে ধরে। একই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও যুক্তিবাদী চিন্তাকে উৎসাহ দেয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রতিহিংসার বদলে প্রতিযোগিতাকে গুরুত্ব দিতে শেখে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত তীব্র হলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল রেখেছে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত থাকলেও সাধারণভাবে নির্বাচনের ফল মেনে নেওয়া এবং প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ক্ষমতা পরিবর্তনের পর পূর্ববর্তী সরকারের সব নীতি বাতিল না করে অনেক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ থাকে এবং গণতন্ত্রের প্রতি নাগরিক আস্থা বজায় থাকে। আবার শ্রীলঙ্কায় বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রশাসনিক বদলি, বিরোধীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করেছে। গবেষকদের মতে, এই ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক সংকট ও জন-আস্থার অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

ভারতবর্ষের চিত্রটি ঠিক কেমন? ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। এখানে নিয়মিত নির্বাচন, বহু রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা পরিবর্তন গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার শাসকদল পরিবর্তন হয়েছে, যা দেখায় ভোটারদের সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

তবে একই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিশোধমূলক প্রবণতার অভিযোগও নতুন নয়। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত, প্রশাসনিক বদলি, রাজনৈতিক মেরুকরণ বা রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত প্রায়ই আলোচনায় আসে। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষই অনেক সময় একে অপরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রতিহিংসায় পরিণত হয়, তখন সংসদীয় আলোচনা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নীতিগত বিতর্কের জায়গা সংকুচিত হয়। এতে সাধারণ মানুষের মনে রাজনীতির প্রতি অনাস্থা তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সবশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের শক্তি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মধ্যে নয়, বরং প্রতিপক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকার করার মধ্যে নিহিত। প্রতিশোধমূলক রাজনীতি সাময়িক রাজনৈতিক লাভ এনে দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষতি করে। অন্যদিকে, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি জনগণের আস্থা বাড়ায়, প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পরিণত করে। তাই গণতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন প্রতিহিংসা নয়, ন্যায়সংগত প্রতিযোগিতা, সহনশীলতা এবং নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চা। এই উপলব্ধিই ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের মূল ভিত্তি।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/19/2026 2:19 AM Page 6

সুপ্রিম কোর্টে ঝুলেই রইল আইপ্যাক শুনানি

ইডিকে হাতিয়ার করছে কেন্দ্র, তোপ রাজ্যের

নয়া জামানা,দিল্লি ও কলকাতা ঃ আইপ্যাক কাণ্ডে ফের স্বস্তি পেল না রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টে আরও একবার পিছিয়ে গেল এই হাই-প্রোফাইল মামলার শুনানি। ইডির আর্জি মেনে আগামী ১৮ মার্চ পরবর্তী দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত। বুধবার বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির শুরুতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা একটি রিজয়েন্ডার দাখিলের জন্য সময় চেয়ে নেন। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত জানিয়েছে, দোলের পর অর্থাৎ ১৮ মার্চ মামলার সারবত্তা খতিয়ে দেখা হবে। এ নিয়ে পরপর তিনবার পিছিয়ে গেল এই মামলার শুনানি। ঘটনার সূত্রপাত গত ৮ জানুয়ারি। কয়লা পাচার মামলার তদন্তে নেমে তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক-এর দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই সময় সেখানে সশরীরে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে বাধা দিয়েছেন এবং জোর করে বেশ কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। অন্যদিকে, রাজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে 'হাতিয়ার' করছে কেন্দ্র। আদালতে পেশ করা হলফনামায় ইডি দাবি করেছে, তল্লাশির দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মৌলিক অধিকার খর্ব করেছেন। ইডির কথায়, মুখ্যমন্ত্রী নিজে তল্লাশির জায়গায় উপস্থিত হয়ে মূল তথ্যপ্রমাণ এবং নথি কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, এর ফলে তদন্তের গোপনীয়তা ও স্বাধীনতা দুই-ই বিঘ্নিত হয়েছে। এমনকি আধিকারিকদের ভয় দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসজি রাজু। পাল্টা যুক্তিতে রাজ্য জানিয়েছে, ইডির দায়ের করা এই মামলার কোনো আইনি ভিত্তি নেই। মুখ্যমন্ত্রী আগেই হলফনামায় জানিয়েছেন যে, তিনি কোনো তদন্তে বাধা দেননি। সেদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ওইসব আমার দলের নথিপত্র। তাতে নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়েছে। সেসব ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি। দলের স্বার্থেই তিনি সেই ফাইলগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ইডির তল্লাশি পদ্ধতিই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এর আগে শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে কোনো রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা শীর্ষ পদাধিকারী হস্তক্ষেপ করতে পারেন কি না, তা অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমার-সহ শীর্ষ আধিকারিকদের নোটিশও পাঠিয়েছিল আদালত। রাজ্য পুলিশের দায়ের করা এফআইআরের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল রেখে সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন ১৮ মার্চ আদালত এই মামলার ভবিষ্যৎ কোন দিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

সুপ্রিম নির্দেশকে উপেক্ষা করছে কমিশন

চ্যাট ফাঁস করে আইনি তোপ অভিষেকের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মাইক্রো অবজার্ভারদের নির্দেশ পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন !এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একাধিক তথ্য-প্রমাণ ও স্ক্রিনশট পেশ করে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুললেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগনের বিরুদ্ধে। তৃণমূল সাংসদের দাবি, মুরুগন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে মাইক্রো অবজার্ভারদের সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছেন। অথচ, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূলের করা একটি মামলায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, কোনোভাবেই হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশিকা পাঠানো যাবে না। যা কিছু জানানোর তা বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইনসম্মতভাবে জানাতে হবে। অভিষেক এদিন মনে করিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা কেবল সহায়ক হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা। তাঁরা নিজেরা কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সেই আইনি সীমা লঙ্ঘন করে হোয়াটসঅ্যাপে সরাসরি নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। অভিষেকের প্রশ্ন, 'কার নির্দেশে এবং কেন এই আইনসম্মত প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? আমি কি নির্বাচন কমিশনকে স্মরণ করিয়ে দেব যে তাঁরা আদালতের নির্দেশ অমান্য করছেন?'

তৃণমূল নেতার অভিযোগের তির আরও গভীরে। তিনি দাবি করেছেন, রোল অবজার্ভারদের লগইন তথ্য ব্যবহার করে কলকাতার একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, রোল অবজার্ভাররা যেখানে রয়েছেন, সেখান থেকে লগইন না করে অন্য কোনো জায়গা থেকে সিস্টেম অ্যাক্সেস করা হচ্ছে। অভিষেক দাবি করেছেন, যদি নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তবে দেখা যাবে লগইন ডিভাইসের টাওয়ার লোকেশন ও আইপি ঠিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোল অবজার্ভারের প্রকৃত অবস্থানের কোনো মিল নেই। অভিষেকের দাবি, দিল্লির রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি করতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এবং তাঁদের ভোটার তালিকায় কারচুপি বা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তৈরি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানান, নির্বাচন কমিশনের বৈধতা আসে জনগণের আস্থা থেকে, রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদ থেকে নয়। কমিশনের কর্মকর্তাদের একাংশ 'দিল্লির জমিদারদের' কথায় কাজ করছেন বলে তোপ দাগেন তিনি। অভিষেক হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখেন, 'আমরা এই সমস্ত কারচুপি ও আদালতের নির্দেশ অবমাননার বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্টের সামনে তুলে ধরব। যাঁরা আইন ভেঙে কাজ করছেন, তাঁদের আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। প্রস্তুত থাকুন!' ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রমাণসহ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তৃণমূলের দাবি, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নামে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে।

জট কাটল রাজ্য পুলিশের নিয়োগে

পুনর্মূল্যায়নের আর্জি খারিজ কোর্টে

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড়সড় আইনি বাধা কাটল। কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থীর শারীরিক মাপজোক বা পিএমটি পুনরায় নেওয়ার আর্জি বুধবার খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, এখন নতুন করে এই সুযোগ দিলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য থমকে যেতে পারে। ফলে হাজার হাজার প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণের পথে নবান্নের বড় জয় এল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, ২০২৪ সালের এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শারীরিক উচ্চতা যাচাইয়ের দিন পরীক্ষাস্থলে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের কথা না শুনেই অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা। যদিও রাজ্যের আইনজীবী বিমল কুমার শাহি আদালতে জানান, আধুনিক 'অটোমেটিক স্টেডিও মিটার'-এর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে সবার উচ্চতা মাপা হয়েছে। প্রায় ৩৯ থেকে ৪৩ হাজার প্রার্থী এই ধাপে বাদ পড়েছেন। এই বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে পুনরায় সুযোগ দিলে বৈষম্য তৈরি হবে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁর নির্দেশে স্পষ্ট জানান, 'এখন যদি কয়েকজনকে আপিলের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই নতুন করে জটিলতা তৈরি হতে পারে।'

নবান্ন দখলে মরিয়া গেরুয়া শিবির

তুরুপের তাস কি নয় 'মহারথী'?

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ভোটের আবহে এবার বাংলায় বড়সড় রাজনৈতিক অভিযানে নামছে বিজেপি। রাজ্যজুড়ে ন'টি পৃথক 'পরিবর্তন যাত্রা'র ডাক দিল গেরুয়া শিবির। যার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটবে আগামী মার্চ মাসে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেগা সমাবেশের মাধ্যমে। মঙ্গলবার বিধাননগরে দলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই রণকৌশল চূড়ান্ত করা হয়েছে। নীলবাড়ির লড়াইয়ে এটাই বিজেপির সবথেকে বড় প্রচার কর্মসূচি হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।বিজেপির পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের ১০টি সাংগঠনিক বিভাগের মধ্যে কলকাতা বাদে বাকি ন'টি বিভাগ থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। প্রতিটি যাত্রা সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে থামবে। মোট ৫,০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করবে এই রথগুলি।

লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রকে এই যাত্রার মাধ্যমে ছোঁয়া যায়। ১ ও ২ মার্চ এই যাত্রাগুলির উদ্বোধন করবেন বিজেপির কেন্দ্রীয় 'মহারথীরা'। ১ মার্চ কোচবিহার দক্ষিণ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, কুলটি, গড়বেতা ও রায়দিঘি থেকে পাঁচটি যাত্রার সূচনা হবে। পরের দিন অর্থাৎ ২ মার্চ ইসলামপুর, হাঁসন, আমতা এবং সন্দেশখালি থেকে বাকি চারটি যাত্রা শুরু হবে।এই যাত্রার উদ্বোধনে দেখা যাবে অমিত শাহ, জেপি নড্ডা, রাজনাথ সিংহ, নিতিন গডকড়ী, স্মৃতি ইরানিদের মতো কেন্দ্রীয় হেভিওয়েট নেতাদের। ৩ ও ৪ মার্চ দোল ও হোলির জন্য বিরতি থাকলেও ১০ মার্চের মধ্যে সবক'টি যাত্রা গন্তব্যে পৌঁছবে। তারপরই ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি। যদিও সমাবেশের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো জানিয়েছেন, 'আমরা চেষ্টা করছি ১৩, ১৪ বা ১৫ মার্চের মধ্যে ব্রিগেড সমাবেশ রাখতে। তবে তারিখ চূড়ান্ত হওয়া নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির উপরে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চূড়ান্ত ভাবে যে তারিখ জানানো হবে, সেই তারিখেই ব্রিগেড সমাবেশ হবে।' এদিন রণকৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি প্রার্থী বাছাই পর্বেও জোর দিয়েছে বিজেপি। সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদব ও বিপ্লব দেবের উপস্থিতিতে জেলা ও বিভাগীয় নেতৃত্বের থেকে লিখিতভাবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চাওয়া হয়েছে। প্রতিটি আসনের জন্য তিনটি করে নাম জমা দিতে বলা হয়েছে। নীচুতলার সংগঠনের মতামত নিয়ে স্বচ্ছভাবে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রীতেশ তিওয়ারিকে এই মেগা কর্মসূচির মুখ্য সমন্বয়ক ও নীলাঞ্জন অধিকারীকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। ফাইল ফটো।

GOLAPGANJ ABASIK MISSION (H.S)
(FOUNDATION & ADVANCE LEVEL)
Govt. Reg. No. : IV- 0901/00079 ● U-DISE CODE : 19060001103
ESTD: 2010
Jinnur Rahaman
NEET (U.G) & IIT JEE MAINS & ADVANCE
B.SC & GNM NURSING
XI-XII SCIENCE
Golden Opportunity
অতি অল্প খরচে অর্থাৎ মাত্র ১৫০০০ টাকায় Science এবং মাত্র ৪৫০০০ টাকায় NEET পড়ার সু-বর্ণ সুযোগ
Residential, Non Residential and Day Hosteler
মাধ্যমিকে ৯০% প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Science Free
উচ্চমাধ্যমিকে ৯০% প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য NEET (U.G) Coaching Free
NEET (U.G)-2025 সর্বচ্চ মার্ক 546
Admission Test For Class XI 25th Feb. 2026 (Wednesday) Time: 12:15 pm
উচ্চমাধ্যমিকে সর্বচ্চ মার্ক 2025 467 (93.4%)
Separate Campus For Boys & Girls
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-হোস্টেল
Boys Campus
Girls Campus
স্থান: গোলাপগঞ্জ, কালিয়াচক, মালদা
7363088619 (H.M) / 7076787287 / 7363055259 / 9593855513
9932294256 / 9547492512 / 7407940331 / 9635487991 / 7047734888

কালিয়াচক আবাসিক মিশন
শিক্ষা,সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক
বিজ্ঞান বিভাগ-২০২৬-২০২৭
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
একাদশ শ্রেণি-(বিজ্ঞান বিভাগ)
Online-Offline ফর্ম পূরণ চলছে।
www.kamission.org
পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
১) মিশনের নিজস্ব ভবন,কালিয়াচক,মালদা-২৫.০২.২০২৬(ছাত্র)
২) মিশনের নিজস্ব ভবন,কালিয়াচক,মালদা- ২৬.০২.২০২৬(ছাত্রী)
৩) মশালদহগনপতরায়(মোদি)হাইস্কুল(উঃমাঃ) কড়িয়ালি,হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা ২২.০২.২০২৬(রবিবার)
৪) চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন, চাঁচল, মালদা। ২২.০২.২০২৬ (রবিবার)
বিঃদ্রঃ-ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি।
Index No,-R1-287
UDISE CODE:19060404807
KALIACHAK ABASIK MISSION
Estd.-2005
Affiliated to : West Bengal Board of Secondary Education (Unaided Private School)
Address:
Vill - Kalikapur Kabiraj Para,
P.O & P.S. - Kaliachak,
Dist. - Malda (W.B),Pin - 732201
BOYS & GIRLS
RESIDENTIAL AND NON - RESIDENTIAL
Office Contact:8348960449
Contact:9734037592,9775808996,9434245926,7797808267
E-mail:kaliachakabasikmission@gmail.com
Website:www.kamission.org

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের হাত ধরে , লক্ষাধিক টাকা ব্যায়ে পাকা রাস্তা নির্মাণ দিনহাটায়

সামির হোসেন ।। নয়া জামানা ।। দিনহাটা

দিনহাটা,২ ব্লকের অন্তর্গত কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নতুন সিসি রাস্তা নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। মঙ্গলবার এই উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

দাসটারি প্রাইমারি স্কুল থেকে কুটিবাড়ি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সিসি রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি রাস্তার পাশে বাউন্ডারি প্রোটেকশন কাজও করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা দূর করতে পরিকল্পিতভাবেই নতুন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি টেকসই সিসি রাস্তার। সেই দাবি পূরণ করতে পেরে সরকার খুশি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা,২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিভাস অধিকারী, কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিঙ্কু রায়, দিনহাটা,২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য, কিশামত দশগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অর্জুন বর্মন সহ পঞ্চায়েত সদস্য, দলীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের উপস্থিতিতে কাজের সূচনা হওয়ায় অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী এই সিসি রাস্তা ও বাউন্ডারি প্রোটেকশন কাজের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৭১ টাকা ৯৮ পয়সা। কাজটি রাজ্য সরকারের অধীনস্থ

ডাব্লিওবিএসআরডিএ-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তার কারণে স্কুল পড়ুয়া, বৃদ্ধ ও রোগীদের চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হত। নতুন সিসি রাস্তা তৈরি হলে দাসটারি প্রাইমারি স্কুলে যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই কুটিবাড়ি ও আশপাশের এলাকার মানুষজন সারা বছর নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারবেন। পাশাপাশি কৃষিজ পণ্য পরিবহন ও জরুরি পরিষেবা পৌঁছনোর ক্ষেত্রেও বড় সুবিধা মিলবে বলে মনে করছেন তাঁরা। এলাকাবাসীদের মতে, এই প্রকল্প শুধু একটি রাস্তা নির্মাণ নয়, বরং কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় গ্রামজুড়ে খুশির হাওয়া বইছে এবং দ্রুত কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

পানীয় জলের সংকটে ক্ষোভে ফুঁসছে ময়নাগুড়ির হাতির বাড়ি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাতির বাড়িতে তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে এলাকায় পাইপলাইন পাতা হলেও এখনও বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের কল বসানো হয়নি। ফলে কেউ জল কিনে, কেউ আয়রনযুক্ত জল বা কুয়োর জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্থানীয়দের ক্ষোভ চরমে উঠেছে। খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মঞ্জু অধিকারী স্বীকার করেছেন, কয়েকশো বাড়িতে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এবং এই পরিষেবা থেকে তিনি নিজেও বঞ্চিত। এলাকার ৭৫ বছরের বৃদ্ধা সন্তেবালা রায় আয়রনযুক্ত জল বালি দিয়ে ছেঁকে পান করছেন বলে জানান। অনিতা রায় বলেন, একমাত্র টিউবওয়েলের জলও আয়রনযুক্ত। পুলিন রায়ের দাবি, জল কেনার সামর্থ্য নেই, তাই কুয়োর জলই ভরসা। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর-এর ময়নাগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ কুমার রায় জানান, সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিএসএফ-এর বিশেষ মহড়া শিলিগুড়িতে

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শহরের গুরুত্বপূর্ণ মহানন্দা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বুধবার সকালে বিশেষ মহড়া চালাল সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)। নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রস্তুতি যাচাই ও সতর্কতা আরও জোরদার করতেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। মহড়া চলাকালীন ব্রিজের নিচে ও আশপাশের এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা তল্লাশি অভিযান চালান। পাশাপাশি যানবাহন ও পথচলতি মানুষের গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি রাখা হয়। সন্দেহজনক কার্যকলাপ চিহ্নিত করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত মোকাবিলার প্রস্তুতিই ছিল এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি করিডোর উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডকে যুক্ত করে। সেই কারণে এই অঞ্চলকে নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করা হয়।

নিয়মিত এমন মহড়ার মাধ্যমে যে কোনও সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার বার্তাই দিয়েছে বিএসএফ।

ফুলবাড়িতে আটক মহিষ বোঝাই ট্রাক, গ্রেপ্তার পাঁচ

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ লাইভস্টক পারমিটের গাড়ি ব্যবহার না করে পণ্যবাহী ট্রাকে অবৈধভাবে মহিষ পরিবহনের অভিযোগে বড়সড় সাফল্য পেল নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ফুলবাড়ি এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে এনজেপি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং।

সেই সময় বিহার থেকে অসমগামী একটি দশ চাকার ট্রাক আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ট্রাক থেকে উদ্ধার হয় ১৮টি মহিষ ও ১৮টি শাবক মহিষ। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয় এমডি ফজরুল হক, এমডি আলী, শাহ আলম, জাভেদ আলি ও আহার আলি; পাঁচজনেরই বাড়ি বিহারে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ট্রাকটি আটক করা হয় এবং উদ্ধার হওয়া মহিষগুলিকে ফুলবাড়ির খোয়ারে রাখা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী লাইভস্টক পারমিট, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা এবং পশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নথি থাকা বাধ্যতামূলক। এই ঘটনায় কোনও নথিই ছিল না। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালত-এ তোলা হয়।

পূর্ত দফতরের জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ ফালাকাটায়

লিপিকা মৈত্র, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত-এর যোগেন্দ্রপুর এলাকায় পূর্ত দফতরের জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণকাজ চলার অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ফালাকাটা, মাদারিহাট সড়ক সংলগ্ন ওই এলাকায় জলনিকাশির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যানেলের উপর মাটি ভরাট করে কংক্রিটের বড় পিলার বসিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে ক্যানেলের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা আসন্ন বর্ষায় পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই ক্যানেল দীর্ঘদিন ধরেই আশপাশের কৃষিজমি ও বসতভিটার জল নামার প্রধান পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্ষাকালে সেচ ও নিকাশি;দু’টি ব্যবস্থাই এই ক্যানেলের উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি ক্যানেলের উপর মাটি ফেলে পথ কার্যত বন্ধ করে উঁচু কংক্রিট পিলার বসানোয় জলপ্রবাহ প্রায় থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে যোগেন্দ্রপুর সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম জলাবদ্ধতার সমস্যায় পড়তে পারে। এ বিষয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং বেআইনি নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, আগেও সতর্ক করা হলেও ফের কাজ শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে পূর্ত দফতরের ভারপ্রাপ্ত বাস্তুকার সঞ্জিত পাল বলেন, নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও কাজ বন্ধ না হওয়ায় আগামী দিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মাণ বন্ধ করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রশাসনিক আশ্বাস মিললেও স্থানীয়দের প্রশ্ন, বারবার সতর্কতার পরও কীভাবে একই জায়গায় ফের নির্মাণ শুরু হল? তাঁদের দাবি, শুধু কাজ বন্ধ নয়;ভবিষ্যতে জলনিকাশি ব্যবস্থায় কোনও রকম বাধা না আসে, তা নিশ্চিত করতে স্থায়ী সমাধান করা হোক। অভিযুক্ত নির্মাণকারী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দোলের আগে রঙের ব্যস্ততা ঃ জোর কদমে আবির তৈরির কাজ শিলিগুড়িতে

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ আর কিছুদিন পরই দোল পূর্ণিমা। বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙের উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে শহরজুড়ে। দোলকে সামনে রেখে আবিরের চাহিদা বাড়তে শুরু করায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আবির প্রস্তুতকারকেরা। শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ছোট ফাঁপড়ি এলাকার একাধিক আবির কারখানায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে জোর কদমে কাজ। কোথাও রং মেশানোর কাজ, কোথাও চালুনি দিয়ে শুকনো আবির ছেঁকে নেওয়া, আবার কোথাও প্যাকেটজাত করার ব্যস্ততা;সব মিলিয়ে কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর এলাকা। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছর আবিরের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

সেই কারণে আগেভাগেই উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। এক কর্তা জানান, সম্পূর্ণ হাতে তৈরি এই আবিরে কোনও ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। প্রাকৃতিক ও ত্বকবান্ধব উপাদান ব্যবহারের জন্যই ক্রেতাদের কাছে এই আবিরের চাহিদা বেশি। জানা গিয়েছে, এখানকার তৈরি আবির শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও সরবরাহ করা হয়। বড় অর্ডার আসায় মৌসুমি কাজের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন বহু স্থানীয় শ্রমিক ও পরিবার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রেতাদের সচেতনতা বাড়ায় কেমিক্যালমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব আবিরের বাজার দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। দোলের আগে সেই চাহিদার রঙিন ছোঁয়াতেই এখন ব্যস্ত শিলিগুড়ির ছোট ফাঁপড়ি এলাকা।

ম্যারি ভিউ চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ ম্যারি ভিউ চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের শিশু শ্রমের কুফল ও ‘গুড টাচ,ব্যাড টাচ’ বিষয়টি সহজভাবে বোঝানো হয়। বক্তারা জানান, শিশু শ্রমের কারণে বহু শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলে। পাশাপাশি শিক্ষার গুরুত্ব ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। ‘গুড টাচ,ব্যাড টাচ’ প্রসঙ্গে শিশুদের

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দ্রুত শিক্ষক বা অভিভাবকদের জানাতে উৎসাহ দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লাল সাহেব ঝা এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এমন শিবির শিশুদের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করতে সহায়ক।

শ্রম দপ্তরের সামাজিক সুরক্ষা শিবিরে মন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভ চা-শ্রমিকদের

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিবিরে মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই বন্ধ রাজা চা বাগানের শ্রমিকদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল।

বুধবার মালবাজার বিডিও কার্যালয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২০-মাল (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উৎকর্ষ খান্ডাল, উত্তরবঙ্গ জোনের অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার মিহির সরকার, পার্থ সরকার, মাল ব্লকের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংগঠিত শ্রমিকরা অংশ নেন। রাজ্য সরকারের তরফে শ্রমিকদের জন্য গৃহীত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প,

স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা কীভাবে সরাসরি শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে;তা নিয়েই আলোচনা চলছিল। ঠিক সেই সময় বিডিও কার্যালয় চত্বর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত বন্ধ রাজা চা বাগান-এর শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

অবিলম্বে বাগান খোলার দাবিতে স্লোগান ওঠে, যার ফলে অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক ছন্দপতন ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভিযোগ শ্রম দপ্তরের কাছে লিখিতভাবে জানানোর পরামর্শ দেন। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা বাবলু মাঝি বলেন, ২৩ জানুয়ারি থেকে মালবাজার শহর লাগোয়া রাজা চা বাগান বন্ধ রয়েছে। কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমিক পরিবারগুলি চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে বাগান খোলার দাবি জানিয়েছি। শ্রমিকদের অভিযোগ, রাজ্যের শ্রম মন্ত্রীর উপস্থিতির খবর পেয়েই তাঁরা দ্রুত বাগান খোলার দাবি জানাতে এসেছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকারি অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সামনে এই বিক্ষোভ বন্ধ চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের আর্থিক অনটন ও দুরবস্থার বাস্তব চিত্রই তুলে ধরেছে।

দিনহাটায় বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে গ্রেপ্তার ওমর ফারুক ব্যাপারী

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল সাহেবগঞ্জ থানা পুলিশ। ধৃতের নাম ওমর ফারুক ব্যাপারী। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া চলাকালীন ওমর ফারুকের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করতে গিয়ে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তদন্তে অভিযোগ ওঠে, নিজেকে ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করতে তিনি ভুয়ো তথ্য ও জাল নথিপত্র ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি দিনহাটা নাগরের বাড়ি এলাকার এক ব্যক্তিকে নিজের বাবা পরিচয় দিয়ে এসআইআর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে আবেদন করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে যাঁকে বাবা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাঁর স্ত্রী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে ওমর ফারুক তাঁদের পুত্র নন। একই সঙ্গে এলাকার দুই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যও জেলাশাসকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান যে

অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশি নাগরিক। প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা শুরু হতেই ওমর ফারুক আত্মগোপনে চলে যান বলে পুলিশের দাবি। এরপর প্রশাসনের তরফে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপের পর পুনরায় তদন্ত জোরদার করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওমর ফারুক ব্যাপারীকে গ্রেফতার করে। যদিও গ্রেফতার হওয়ার পর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধৃত। তাঁর দাবি, স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে বৈদেশিক আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

জলপাইগুড়িতে তালা ভেঙে চুরি মন্দিরে

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ শহর লাগোয়া পাতকাটা কলোনি এলাকায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সর্বজনীন কালী মন্দির-এ তালা ভেঙে বিগ্রহের সোনার গয়না ও নগদ অর্থ লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে মন্দিরের মূল ফটকের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। এরপর বিগ্রহে থাকা সোনার গয়না খুলে নেওয়ার পাশাপাশি ক্যাশ বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয় তারা। সকালে মন্দির খুলতে এসে বিষয়টি নজরে আসে কর্তৃপক্ষের। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা।

মন্দিরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং নিরাপত্তা জোরদারের দাবি উঠেছে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হবে।

ব্যাগ ভর্তি নেশার ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার যুবক

সুস্মিতা রায়, নয়াজামানা, জলপাইগুড়ি ঃ বুধবার সকালে শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যাগ ভর্তি বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট, যা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের বাড়ি শহরের আদরপাড়া এলাকায়। এদিন সকালে তিনি একটি বাইক নিয়ে ডেঙ্গুয়াঝাড় বাজারের কাছে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। এরপরই তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এই নেশা চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং কোথা থেকে ট্যাবলেটগুলি আনা হচ্ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই আরও তথ্য সামনে আসতে পারে।

বিমানে করে মনিপুর থেকে কলকাতায় মাদক পাচার

নয়া জামানা, মালদহ ঃ বিমানে করে মাদক পাচার !জেলা পুলিশ সুপারের দাবী ঘিরে চাঞ্চল্য ।অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে খাওয়ারের কন্টেনারে করে সুন্দর ভাবে প্যাকিং ।এরপর মণিপুর থেকে কলকাতায় বিমানে করে প্রচার হয় ব্রাউন সুগারের 'র' মেটেরিয়াল ।এরপর সেই র মেটেরিয়াল চলে আসতো মালদার কালিয়াচকে ।সেখানেই তৈরি হতো ব্রাউন সুগার। যা ছড়িয়ে দেওয়া হতো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ।কলকাতা থেকে চারজন ও গোয়া থেকে দুজনকে গ্রেপ্তারের করে দাবি মালদা জেলা পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিজাত বিলাশবহুল জীবন যাপন। প্রতিদিন ২লক্ষ ৫০হাজার থেকে ৩লক্ষ টাকা খরচ ডান্স বারে ।এরপর শুরু হয় তদন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদা জেলা পুলিশ কলকাতায় অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করে ।তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কলকাতার একটি আবাসন থেকে আরো দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে বাকি দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্পেসিফিক সোর্সের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে দুই পলাতক ব্রাউন সুগার কারবারি গোয়ায় গেছে ।গোয়া পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ওই দুই মাদক কারবারী কেউ গ্রেফতার করে মালদা জেলা পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,মনিপুর থেকে বিমানে করে মাদক নিয়ে আসা হতো কলকাতায় ।কিভাবে বিমানের ব্যবহার করা হতো সেই বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে পুলিশ।

অগ্নিমূল্যের ফলের বাজার আবহে শুরু পবিত্র রমজান

নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

বছর ঘুরে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস ।মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য এই মাসের মূল পালনীয় কর্তব্য হল রোজা বা সিয়াম সাধনা ।বুধবার পশ্চিম আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখার পর ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা খ ুশিতে মেতে ওঠেন এবং এবং রমজান মাসের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে প্রতিটি মসজিদে শুরু হয় পবিত্র তারাবির নামাজ ।পুরো রমজান মাস জুড়ে বিভিন্ন মসজিদ , মাদ্রাসা ও নানান স্থানে ইফতারের আয়োজন হয়ে থাকে।

সারাদিন রোজার শেষে ইফতার করার জন্য রোজাদার ব্যক্তিরা নানান ফলমূল , তেলেভাজা , মুড়ি, মিষ্টান্ন সহ নানান উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন করে থাকেন ।কিন্তু এবছর রমজান মাসের রোজা শুরু হওয়ার আগের দিন বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেল , ফলমূলের দাম আগের তুলনায় অনেকটা বেশি। রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে যে , বাজারের এই মূল্যবৃদ্ধি , তাও অকপটে স্বীকার করে নিলেন ব্যবসায়ীরা। প্রতিদিনের রোজার শেষে ইফতারের জন্য বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ফলমূলের উপস্থিতি সর্বত্রই দেখা যায় ।এদিন বিভিন্ন বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল , এবছর আপেলের দাম ১৬০ টাকা থেকে ১৮০ টাকা কেজি ।

যদিও এগুলি কাশ্মীরি বা বিদেশি আপেল নয় ।বিদেশি আপেলের দাম ৩৭০ টাকা বা তারও বেশি প্রতি কেজির দাম ।ইফতারের জন্য অপরিহার্য সাধারণ খেজুরের দাম ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা কেজি হলেও আরব দেশের বিখ্যাত খেজুরের দাম কার্যত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

আরবের খেজুর ৪০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি কেজির দামে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাজারে বিক্রি হচ্ছে ।সবুজ আঙ্গুর কেজিপ্রতি ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা , কালো আঙ্গুরের দাম অনেকটা বেশি ২৫০ টাকা কেজি ।বেদানা ১৮০ টাকা , মৌসুম্বি লেবু ৭০ থেকে ১০০ টাকা কেজি ।এছাড়া কাঠ বাদাম (আমন্ড) ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা কেজি ।কমলালেবু ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা প্রতি কেজির দাম।

যদিও সেগুলি মিষ্টি হবে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায় ।অন্যদিকে বিভিন্ন মিষ্টান্ন , সিঙ্গাড়া , নিমকি , তরমুজ , চিনি ইত্যাদির দাম যথেষ্ট বেশি ।ফলে এবছর রোজা পালন , ইফতার ইত্যাদির জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অনেক বেশি খরচ করতে হবে বলাই বাহুল্য ।রমজান মাস উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে বিভিন্ন মসজিদ ও প্রতিটি মুসলিম পরিবারে রোজা ও ইফতারের তালিকা তথা ক্যালেন্ডার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতির (রাবেতা) সম্পাদক মৌলানা মাকসুদ আলী কাসেমী জানালেন , বুধবার পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে , কলকাতা থেকেও চাঁদ দেখার খবর পেয়েছি ।বৃহস্পতিবার প্রথম রোজা।

তিনি আরও জানান , দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্বত্র মসজিদ , মাদ্রাসা ও বিভিন্ন স্থানে একমাস ধরে ইফতার কর্মসূচি পালিত হবে ।দক্ষিণ দিনাজপুর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের জেলা সভাপতি ক্বারী জয়নাল আবেদীন জানালেন , পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখার পর বুধবার থেকে তারাবি নামাজ শুরু হয়েছে ।কলকাতা থেকে হেলাল কমিটিও চাঁদ দেখার খবর জানিয়েছে ।পাশাপাশি ঝাড়খন্ড , বিহার থেকে চাঁদ দেখার খবর পেয়েছি।

অতএব বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হচ্ছে ।এই সময় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিসেবা প্রতিটি এলাকায় যাতে অব্যাহত থাকে এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যাতে যথাযথ থাকে তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

কালিয়াচকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত একাধিক

নয়া জামানা,কালিয়াচক ঃ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ মালদহ জেলার কালিয়াচক এলাকা। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুই কিশোরের,আহত হলেন আরও কয়েকজন ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচক থানা এলাকার বামুনগ্রাম মোসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনগ্রাম পাহাড়পুরে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ট্রাক্টরের। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে ঘটনাস্থলেই বাইক চালকের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আরেক আরোহীকে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকেও মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের নাম ফেরদৌস (১৮) ও ইয়াকুব শেখ (১৪)। আরও একজন আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ট্রাক্টরটি আটক করা হলেও চালক পলাতক ।অন্যদিকে,পাগলা ব্রিজের কাছে জাতীয় সড়কে একটি ট্যাঙ্কারের সঙ্গে আসা দুটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় আরও এক দুর্ঘটনা ঘটে। আহত হন এক ট্রাক্টর চালক। নম্বরবিহীন ট্রাক্টর দুটি পাথর খালি করে ফিরছিল বলে অভিযোগ ।দুই ঘটনাতেই প্রায় দেড় ঘণ্টা যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যুবসাথীর ক্যাম্পে যুবতীর অসুস্থতা

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি ব্লকের কৃষক বাজারে এদিন করঞ্জি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা এক যুবতী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য ছড়ালেও দ্রুত তৎপরতা দেখায় প্রশাসন ও উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, করঞ্জি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই যুবতী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যুব সাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু ও ভূমিহীন সংক্রান্ত ফর্ম পূরণ করতে কৃষক বাজারে আয়োজিত রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে এসেছিলেন। সেখানেই আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান কুশমন্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা।

পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি করিমুল ইসলাম, কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস, করঞ্জি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফরিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। তাঁদের উদ্যোগে অসুস্থ যুবতীকে তড়িঘড়ি কুশমন্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে ।এ বিষয়ে কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ফর্ম পূরণের জন্য আজ করঞ্জি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বহু মানুষ কৃষক বাজারে এসেছিলেন। সেই সময়েই ওই যুবতী অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন কৃষক বাজারে দুয়ারে রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন আইসি তরুণ সাহা, ব্লক সভাপতি করিমুল ইসলাম, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস, নকুল রায় সহ একাধিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক।

প্রার্থীর নাম ছাড়াই বিজেপির দেওয়াল লিখন

নয়া জামানা, মালদা ঃ প্রার্থী ঘোষণা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও পুরাতন মালদার মুচিয়া মহাদেবপুর এলাকায় শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক তৎপরতা। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ মালদা মন্ডল চার এর বিজেপির পক্ষ থেকে মুচিয়া এলাকাজুড়ে জোরকদমে চলছে দেওয়াল লিখনের কাজ। দেওয়াল লিখনে উপস্থিত ছিলেন মুচিয়া অঞ্চল প্রধান পলি দাস,পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ অসিত কুমার সরকার সহ অন্যান্য কর্মিরা।

জানা যায়, সকাল থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা বিভিন্ন গ্রাম ও মোড়ের গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ালে দলের প্রতীক ও স্লোগান লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যদিও এখনও প্রার্থী ঘোষণার বিষয়ে দলীয়ভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবুও আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এই দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। একাংশের মতে, নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। সব মিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণা না হলেও পুরাতন মালদার মুচিয়া মহাদেবপুর এলাকায় দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নির্বাচনী আবহ। আগামী দিনে প্রার্থী ঘোষণার পর এই রাজনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার হবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

১৯০তম শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি পালন

নয়া জামানা, মালদহ ঃ যথাযোগ্য মর্যাদা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে পুরাতন মালদহ শহরে পালিত হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯০তম পুণ্য জন্মতিথি। বুধবার সকাল থেকেই শহরজুড়ে উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে পুরাতন মালদহ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি এলাকায় রামকৃষ্ণ দেবের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের আয়োজন করা হয় ।সকাল ১১টা নাগাদ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদহ পৌরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ভূষণ ঘোষ, কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা এবং প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান নবরঞ্জন সিনহা। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অসংখ্য স্থানীয় বাসিন্দা এই উৎসবে শামিল হন। রামকৃষ্ণ দেবের মূর্তিতে মাল্যদান ও ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি

তাঁর অমর বাণী ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয় ।এদিনের কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে প্রসাদ হিসেবে লাড্ডু তুলে দেওয়া হয়। সকাল থেকেই ভক্তদের আনাগোনা ও জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে বাচামারি এলাকা ।বর্তমান সমাজে রামকৃষ্ণ দেবের সর্বধর্ম সমন্বয় ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সরকারি পুকুর দখল ও দুর্নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নয়া জামানা, হরিরামপুর ঃ বেআইনিভাবে একাধিক সরকারি পুকুর ভোগদখল,ভূমিসংস্কার দপ্তরে জনসাধারনকে অহেতুক হয়রানি ইত্যাদির সুষ্ঠু সমাধান চেয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার দক্ষিন দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিল এন্ড এল আর ও কে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ।এদিন হরিরামপুর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সাজ্জাদুর রহমানের নেতৃত্বে প্রচুর দলীয় কর্মী সমর্থক এই ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেন ।ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান ডেপুটেশনের কপি বিএল এন্ড এল আরও এর হাতে তুলে দিয়ে সাধারন মানুষের স্বার্থে ন্যার্য দাবিগুলি পূরনের জন্য আবেদন জানান ।দাবিগুলি ছিল, হরিরামপুর ব্লকের সমস্ত সরকারি পুকুরের স্বচ্ছ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ,এ যাবৎ কতগুলি পুকুর কত বছরের জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছে এবং কে টেন্ডার দিয়েছে, তা প্রকাশ করা,মহামান্য হাইকোর্টের স্টে অর্ডার সত্বেও ১০ টি সরকারি পুকুর বেআইনিভাবে মাছচাষ চলছে ।এই বিষয়ে অফিসকে আগাম জানানো সত্বেও এই বেআইনি মাছচাষের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,তা জানাতে হবে ।যদি ব্যবস্থা অদ্যাবধি না নেওয়া হয়,তবে অবিলম্বে বেআইনিভাবে যারা মাছ চাষ করছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআই আর করতে হবে ।ব্লকের দুই বিশাল পুকুর মালিয়ান দিঘী এবং গৌড় দিঘী দীর্ঘদিন থেকে কতিপয় ব্যক্তি সরকারি আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখিয়ে বছরের পর বছর মাছ চাষ করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন ।পুকুর দুইটি অবিলম্বে উদ্ধার করার সাথে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

এছাড়া মাটি নিয়ে ট্রাক্টরের অতিরিক্ত এবং দুরন্তগতিতে চলাচলের কারনে সরকারি রাস্তার ভাঙ্গন এবং দুর্ঘটনা রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান বলেন,আমাদের ন্যার্য দাবিগুলি অবিলম্বে বিএল এন্ড এলআর ও পূরন না করলে আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব।

কর্মসংস্থানের আশায় শিবিরে শিক্ষিতদের ভিড়

নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি ব্লকের কৃষক বাজার প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হওয়া দুয়ারে সরকার রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে এদিন দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। বেকার ভাতা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ান অসংখ্য যুবক-যুবতী। উল্লেখযোগ্য বিষয়, আবেদনকারীদের মধ্যে বহুজনই মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেও দীর্ঘদিন ধরে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাননি। উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও চাকরি না পাওয়ার হতাশা নিয়ে তাঁরা ভরসা রেখেছেন সরকারি সহায়তা প্রকল্পের উপর। ফলে কৃষক বাজার চত্বর জুড়ে তৈরি হয় আশাবাদ ও প্রত্যাশায় ভরা এক আবহ ।এই ভিড়ের মধ্যেই ধরা পড়ে এক মানবিক ছবি। কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস নিজে উপস্থিত থেকে বেকার যুবক-যুবতী ও ভূমিহীন মানুষদের ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করেন। লাইনে দাঁড়ানো অনেকেই জানান, জনপ্রতিনিধির এই সরাসরি সহযোগিতা তাঁদের মনে আস্থা ও স্বস্তি জুগিয়েছে ।ক্যাম্প ঘিরে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়ক মনোভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। সরকারি পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ যে বাস্তবেই কার্যকর হচ্ছে, তা এদিনের উপস্থিতি ও উৎসাহই প্রমাণ করেছে। সব মিলিয়ে, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুধু একটি রেজিস্ট্রেশন শিবির নয় এটি হয়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের আশায় পথচলা উচ্চশিক্ষিত বেকারদের নতুন ভরসার ঠিকানা।

নুরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের ওপর হামলা,কড়া বার্তা এসপির

নয়া জামানা,মালদহ ঃ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে আরও কড়া অবস্থান নিল মালদহ জেলা পুলিশ ।বেআইনি মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানালেন মালদহ জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জি ।সোমবার মালদহের মানিকচক থানার নুরপুর ফকিরটোলা এলাকায় নিষিদ্ধ মাদক ব্রাউন সুগারের কারবারিদের ধরতে অভিযানে যায় পুলিশ ।অভিযোগ, অভিযানের সময় মাদক কারবারিরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে পালিয়ে যায় ।এই ঘটনায় একপ্রকার চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তল্লাশি চালায় গোটা এলাকায়। অভিযানে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আটটি মোটরবাইক ।বুধবার মালদহ জেলা পুলিশ সুপার জানান, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

তাঁর কড়া বার্তা,মাদক কারবারে জড়িতদের কোনও সেফগার্ড নেই, আইন অনুযায়ী কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩৬ জন শ্রীঘরে, কিন্তু কাঠগড়ায় সাক্ষী কই ?
বেলডাঙা তদন্তে কালঘাম ছুটছে এনআইএ-র

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আছে, হাতে রয়েছে ধৃত ৩৬ জনের তালিকাও। কিন্তু আদালতে দোষ প্রমাণে তুরুপের তাস 'সাক্ষী' কোথায়? বেলডাঙার সাম্প্রতিক অশান্তির তদন্তে নেমে এখন কার্যত খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন এনআইএ-র আধিকারিকরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ে শাসকদলের নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। কিন্তু সেখানেও মেলেনি আশানুরূপ সহযোগিতা। ফলে গত ৩১ জানুয়ারি থেকে তদন্তভার হাতে নিলেও সাক্ষী-সংকটে আপাতত বেশ 'ফাঁপরে' কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তদন্তের গভীরে যেতে এনআইএ-র প্রতিনিধিরা প্রথমেই হানা দিয়েছিলেন বেলডাঙা থানায়। খতিয়ে দেখা হয়েছে কেস ডায়েরি ও যাবতীয় নথিপত্র। রাজ্য পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে কোনও খামতি খুঁজে পাননি তাঁরা। কেন টানা দু'দিন ধরে ওই এলাকায় তাণ্ডব চলল, এর পিছনে কোনও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা যাচাই করাই এখন গোয়েন্দাদের মূল লক্ষ্য। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত দিল্লির আধিকারিকরা। অকুস্থলে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেও অধিকাংশ গ্রামবাসীই মুখ খুলতে নারাজ।ঘটনার সূত্রপাত গত জানুয়ারি মাসে। ঝাড়খণ্ডে কর্মরত বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের (৩৭) রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এলাকা। ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলে সরব হন পরিজনরা। দেহ গ্রামে ফিরতেই জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে বিধায়ক থেকে শুরু করে শাসকদলের প্রথম সারির নেতারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারকে বুঝিয়ে দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তার পরেও দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব থামেনি। সেই সময়কার মোবাইল ভিডিও এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে বেশ কয়েকজন শাসক নেতাকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনআইএ।তদন্তকারীদের প্রশ্নের জবাবে শাসক নেতারা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেও সাক্ষী জোগাড়ের প্রশ্নে তাঁরা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এনআইএ-র চাপে অস্বস্তিতে এক স্থানীয় নেতা সাফ জানিয়েছেন, তদন্তকারীরা যা যা প্রশ্ন করেছেন, আমি তার সঠিক উত্তর দিয়েছি। তারপরে এই ঘটনার সময় উপস্থিত কয়েকজন সাক্ষীকে জোগাড় করে দেওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়। কিন্তু, আমি সাক্ষী কোথায় পাব? সেটাই তদন্তকারীদের জানিয়ে দিয়েছি। ফলে সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অচলাবস্থায় দাঁড়িয়ে বেলডাঙা কাণ্ডের তদন্ত। ভিডিও ফুটেজে অপরাধীদের মুখ পরিষ্কার থাকলেও আইনি লড়াইয়ে তাঁদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো মানুষের দেখা মিলছে না। সবমিলিয়ে,বেলডাঙার এই পরিস্থিতি এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। মামলার ডায়েরি এবং নথিপত্র হাতে থাকলেও উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে দোষীরা আদৌ শেষ পর্যন্ত সাজা পাবে কি না, তা নিয়ে খোদ তদন্তকারীদের মনেই সংশয় দানা বাঁধছে। আগামী কয়েক দিনে এনআইএ-র পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। গ্রামবাসীর এই নিশ্চুপ অবস্থান এবং নেতাদের উদাসীনতা কি শেষ পর্যন্ত তদন্তের গতিপথ বদলে দেবে? নাকি গোয়েন্দারা অন্য কোনও উপায়ে এই অচলাবস্থা কাটাবেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। ফাইল ফটো ।

মুর্শিদাবাদের নয়া সেনসেশন, খুদে আর্যায়ন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজনীতির আঙিনায় একরত্তি শিশুর ছক্কা! বয়স মাত্র ছয়। হাতে মাইক্রোফোন। পরনে ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি। আর সেই খুদে কণ্ঠেই কড়া রাজনৈতিক তর্জায় সরগরম মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ। দুঁদে রাজনীতিবিদদের মতোই তার তুখোড় ভাষণ দেখে তাজ্জব রাজনৈতিক মহল। শুধু কি ভাষণ? রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে রাজ্য ও দেশের হালচাল নিয়ে সটান সওয়াল করছে সে। জিয়াগঞ্জের এই খুদে আর্যায়ন ঘোষ ওরফে পাপান এখন নেটপাড়ার নয়া সেনসেশন। প্রথম শ্রেণির এই পড়ুয়ার কাণ্ড দেখে খোদ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও মুগ্ধ। স্নেহের আলিঙ্গনে খুদেকে আগলে নিয়ে অধীরের দরাজ সার্টিফিকেট, 'আগামী দিনে কংগ্রেস একটা ভোট অন্তত নিশ্চিত পাবেই।' পারিবারিক আবহাওয়াতেই রাজনীতির পাঠ শুরু আর্যায়নের। জিয়াগঞ্জ শহর কংগ্রেস সভাপতি অনিরুদ্ধ ঘোষ ও মল্লিকা ঘোষের একমাত্র সন্তান সে। বেসরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রটি আর পাঁচটা শিশুর মতো খেলার ছলে দিন কাটায় না।

তার ঝোঁক বরং আবৃত্তি, গল্প আর বক্তৃতায়। দিন কয়েক আগে জিয়াগঞ্জ টাউন কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। বাবার কাছে ছেলের আবদার ছিল একটাই, মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে-ও কিছু বলতে চায়। জেলা স্তরের বড় বড় নেতাদের পাশে বসে সেই সুযোগ পেতেই একেবারে জাত নেতার ঢঙে শুরু হয় তার বক্তব্য। মঞ্চে উঠে আর্যায়ন শুরু করল, 'আমাদের প্রিয় নেতা লোকসভার প্রাক্তন দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। সকল নেতৃত্ববৃন্দ ও সংগ্রামী মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীকে বিপ্লবী শুভেচ্ছা। আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ শহরে। যে মাটি স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের সাক্ষী। এই মুর্শিদাবাদ কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। আজও করবে না।' এখানেই থামেনি সে। দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে তার সাফ কথা, 'আজ দেশের মানুষ ভয়, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি আর বিভাজনের রাজনীতিতে জর্জরিত। সংবিধান আক্রান্ত। অধিকার প্রশ্নের মুখে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থার করুণ চিত্র। স্কুলে শিক্ষক নেই। বই নেই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হাসপাতালে বেড নেই। ডাক্তার নেই। চিকিৎসার অভাবে মানুষ কাঁদছে। এই অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একমাত্র শক্তি যে মানুষের পাশে থেকে লড়াই করেছে।' একরত্তির মুখে দেশের বেহাল দশা আর শিক্ষার অভাব নিয়ে এমন ঝাঁজালো ভাষণ শুনে গোটা প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে ফেটে পড়ে। পাশে বসে থাকা অধীর চৌধুরী এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীও অবাক হয়ে যান। আর্যায়নের ভাষণ শেষ হতেই অধীর চৌধুরী তাকে জড়িয়ে ধরেন। হাতে তুলে দেন ফুলের স্তবক। মজার ছলে অধীর বলেন, 'লালবাগ থেকে একটা ভোট আগামী দিনে পাবে, সেটা আর্যায়নের।' রাজনীতির আগে পড়াশোনাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে খুদেকে অধীরের আশীর্বাদ, 'এখন তোমার লক্ষ্য লেখাপড়া। ভালোভাবে পড়াশোনা করে বড় হও। আদর্শ মানুষ হও।' ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত ঘোষ দম্পতিও। আপাতত রাজনীতির ময়দান থেকে সোশ্যাল মিডিয়া; সর্বত্রই চর্চায় মুর্শিদাবাদের এই 'খুদে কংগ্রেসি'।

কলাবাগানে উদ্ধার প্রতিবন্ধী মহিলার , অর্ধনগ্ন দেহ, ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ রাতে কলাবাগানে পড়েছিল মহিলার অর্ধনগ্ন নিথর দেহ। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার স্বরুপপুর এলাকায় এক শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। বুধবার সকালে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিলেন। ঘণ্টা তিনেক কেটে গেলেও তিনি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিজনরা। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি কলাবাগানে তাঁর দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। মৃতা মহিলা শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় ভাইয়ের বাড়িতেই থাকতেন। ঘটনার বীভৎসতা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। মৃতার বৌদি জানান, আমার ননদ একটু শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় আমাদের বাড়িতেই থাকতো। মঙ্গলবার তাকে কেউ বা কারা কলাবাগানের মধ্যে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। তার পরনের নিচের অংশের পোশাক ছিলো না। এই থেকে আমরা বুঝতে পারছি তাকে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে খুন করা হয়েছে। আমরা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি চাইছি। প্রাথমিক অনুমান, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তনুজাকে। তবে ধর্ষণের বিষয়টি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে। ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

ইদে তিন দিন ছুটির আর্জি অধীরের, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ঘিরে পাল্টা তৃণমূল

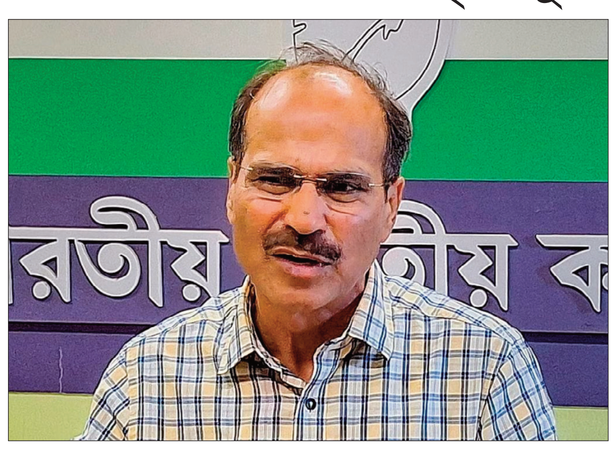

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ইদে ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দুর্গাপুজোর দীর্ঘ ছুটির প্রসঙ্গ টেনে তাঁর আর্জি, ইদ উপলক্ষে অন্তত তিন দিন ছুটি দেওয়া হোক রাজ্যে। লোকসভা ভোটের মুখে অধীরের এই দাবি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অধীর চৌধুরীর দাবি, দুর্গাপুজোর মতো ইদও বড় উৎসব। তাই উৎসবের মেজাজ বজায় রাখতে ইদের আগের দিন, ইদের দিন এবং পরের দিন, এই তিন দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা প্রয়োজন। শুধু ছুটি নয়, রমজান মাসে রেশন বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের দাবিও জানিয়েছেন বহরমপুরের বিদায়ী সাংসদ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'ইদের দিন এতদিন একদিন ছুটি দেওয়া হয়। আমি সেটাই তিনদিন করতে বলছি। যেমন দুর্গাপুজোতে কয়েকদিন ধরে উৎসব পালিত হয়, তেমনই ইদেও কয়েকদিন ধরে উৎসব পালিত হয়। অন্তত যেন তিন দিন দেওয়া হোক।' ভোটের আবহে অধীরের এই চিঠিতে 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি'র গন্ধ পাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার সরাসরি তোপ দেগেছেন অধীরের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, পরিস্থিতি জটিল করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই এই চাল চেলেছে কংগ্রেস। অধীরকে বিঁধে জয়প্রকাশ বলেন, 'এগুলো হচ্ছে আসলে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা। সম্পূর্ণভাবে একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করার চেষ্টা করছেন অধীরবাবু।' তৃণমূল নেতার পাল্টা প্রশ্ন, অধীরবাবু যখন ক্ষমতায় ছিলেন বা এর আগে কেন এই দাবি তোলেননি? ইদ কি এ বছরই প্রথম হচ্ছে? তৃণমূলের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধর্মের মানুষের আবেগকে সম্মান দেন এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। সেখানে অধীরের এই দাবিকে 'ছেদো কথা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন জয়প্রকাশ। ভোটের মুখে এই ছুটি-তর্ক শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।

ট্রেন ইঞ্জিনের ধাক্কায় রক্তাক্ত পথচারী, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা ,সালার ঃ রেললাইন পার হতে গিয়ে ইঞ্জিনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সালার ১ নম্বর রেলগেট এলাকায়। জখম ব্যক্তির নাম আতাউর সেখ (৪৫)। তাঁর আদি বাড়ি শক্তিপুর এলাকায় হলেও দীর্ঘ দিন ধরে তিনি সালারে শ্রমিকের কাজ করতেন। বর্তমানে তিনি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।স্থানীয় সূত্রে খবর, আধার কার্ডের নাম সংশোধন করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন আতাউর।

সালার ১ নম্বর রেলগেটের কাছে লাইন পার হওয়ার সময় আচমকাই একটি ইঞ্জিন চলে আসে। মুহূর্তের অসতর্কতায় ইঞ্জিনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি।

রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে সালার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি,

ঘটনাটি এতটাই

আকস্মিক ছিল যে স্থানীয়রা প্রথমে কিছু বুঝে

উঠতে পারেননি। রেললাইন পারাপারে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ডাকের দীঘিতে বেআইনি মাটি খননের অভিযোগ, তুঙ্গে উত্তেজনা

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ শর্ত ভেঙে মাটি লুটের অভিযোগে রণক্ষেত্র রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের গণকর-মির্জাপুরের 'ডাকের দীঘি'। অভিযোগ, চুক্তির তোয়াক্কা না করেই জলাশয় থেকে দেদার মাটি কাটছে একদল অসাধু চক্র। গত ১৩ অক্টোবর সম্পাদিত লীজ চুক্তি অনুযায়ী ৫ থেকে ৬ ফুটের বেশি গভীর করার নিয়ম নেই।

অথচ সেই সীমা লঙ্ঘন করে লুটের কারবার চলায় ক্ষুব্ধ লীজদাতারা। প্রতিবাদ করায় জুটছে হুমকি। অভিযুক্তদের সাফ কথা, 'যা পারো করোগা'। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে সরজমিন তদন্ত ও কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন

ইকবাল ফাইজিরা। জলাশয় ও আর্থিক ক্ষতি রুখতে এখন পুলিশি হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় ভুক্তভোগীরা।

জমি-জটে হুমায়ুন-পত্নী আনোয়ারা পাল্টা চক্রান্তের অভিযোগ বিধায়কের

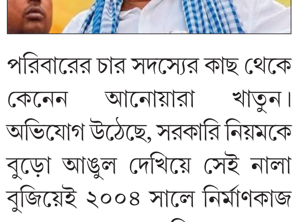

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নালা বুজিয়ে বহুতল নির্মাণের গুরুতর অভিযোগে বিদ্ধ হলেন ভরতপুরের বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন। সরকারি জমি জবরদখলের দায়ে তাঁকে শো-কজ নোটিস ধরিয়েছে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। দীর্ঘ দিন পর কেন হঠাত এই সক্রিয়তা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে তাঁর গর্জন, 'ফের চক্রান্ত' করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সাফ জানিয়েছে, সন্তোষজনক জবাব না পেলে কড়া পদক্ষেপ হিসেবে ওই নির্মাণ ভেঙে ফেলা হতে পারে। প্রশাসনের নজরে এসেছে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর ব্লকের সোমপুকুরিয়া মৌজার ৪৪০২, ৪৪০৩ ও ৪৪০৪ দাগের একটি জমি। রেকর্ড অনুযায়ী, এই জমিটি দীর্ঘকাল ধরে নদীপথের নালা হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। ২০০৩ সালে ওই জমিটি স্থানীয় ঠাকুর পরিবারের চার সদস্যের কাছ থেকে কেনেন আনোয়ারা খাতুন। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই নালা বুজিয়েই ২০০৪ সালে নির্মাণকাজ শুরু করে হুমায়ুন-পরিবার। ২০১০ সালে সেখানে একটি তিনতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। এখন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের দাবি, নালার চরিত্র বদল না করেই সেখানে অবৈধভাবে আবাসন তোলা হয়েছে। কেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা নিয়ে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে হুমায়ুন-পত্নীর কাছে। সম্প্রতি মাদকের মামলায় হুমায়ুনের বেয়াইয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর এই নতুন পদক্ষেপে উত্তপ্ত জেলার রাজনীতি। পাল্টা আক্রমণে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, 'বাড়ি করার সময় থেকে বার বার মিউটেশনের জন্য চেষ্টা করেছি। তখন অফিসারেরা বলেছিল, কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি করুন। এখন তৃণমূল ত্যাগ করায় আমার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে। এর যোগ্য জবাব দেব। আইনি ভাবেই জবাব দেব।' তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার ও শাসকদল সুপরিকল্পিতভাবে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হেনস্থা করার নীল নকশা তৈরি করেছে। স্বামীর সুরে সুর মিলিয়েই আনোয়ারা খাতুন জানান, নিয়ম মেনেই সমস্ত কাজ হয়েছে। তিনি বলেন, 'নিয়ম মেনে কাজ হয়েছে। চিঠির জবাব দেব।' তবে প্রশাসন এই ইস্যুতে একচুল জমি ছাড়তে নারাজ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চিঠির উত্তর পর্যালোচনার পরই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে জেলা কর্তৃপক্ষ। নালার ওপর গড়ে ওঠা সেই সুদৃশ্য অট্টালিকার ভবিষ্যৎ এখন ঝুলে রইল প্রশাসনিক দপ্তরে জমানো লাল ফিতের ফাঁসেই। ফাইল ফটো।

জেউপি নেতাকে হুমকির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভোট-রাজনীতির উত্তাপে ফের তপ্ত মুর্শিদাবাদ। এবার হুমায়ুন কবীরের দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র (জেউপি) অঞ্চল সভাপতিকে হেনস্থা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়ার হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালনগর এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল নেতা আইনুল শেখের দিকে।

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ ভোট-রাজনীতির উত্তাপে ফের তপ্ত মুর্শিদাবাদ। এবার হুমায়ুন কবীরের দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র (জেউপি) অঞ্চল সভাপতিকে হেনস্থা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়ার হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালনগর এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল নেতা আইনুল শেখের দিকে। আক্রান্ত জেউপি নেতা আনিসুর রহমানের দাবি, মঙ্গলবার রাতে বুথ মিটিং সেরে ফেরার পথে তাঁর পথ আটকান হুমাইপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি আইনুল শেখ। তাঁকে মানসিক হেনস্থা করার পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আনিসুর বলেন, 'আইনুল শেখ আমাকে হুমকি দেন যে হুমায়পুর অঞ্চলে কোথাও জনতা উন্নয়ন পার্টির কোন মিটিং মিছিল হবে না। যদি কোন মিটিং মিছিল হয় তবে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সকালে হরিহরপাড়া থানার দ্বারস্থ হয় জনতা উন্নয়ন পার্টি। ব্লক সভাপতি বিজয় শেখের উপস্থিতিতে আনিসুর রহমান লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। তাঁর পাল্টা দাবি, এটি বিরোধীদের চক্রান্ত। আইনুল শেখ জানান, 'আমি কয়েকদিন আগে অঞ্চল সভাপতি হিসেবে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এই সময় বিরোধীরা চক্রান্ত করে আমাকে কালেমালিপ্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মঙ্গলবার ঐরকম কোন ঘটনা আমার অঞ্চলে ঘটেনি। প্রশাসন আছে তারা তদন্ত করুক। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নয়া জামানা

২০২৬-এ উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবে মানুষ, যুবসাথী ক্যাম্প থেকে বিস্ফোরক কাজল শেখ

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকে যুব সাথী প্রকল্পসহ অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। বুধবার দুপুরে বোলপুরে পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করছে। এর বিপরীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে চালু যুব সাথী প্রকল্পে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা উপকৃত হবেন এবং মাসে দেড় হাজার টাকা পাবেন। পাশাপাশি কৃষকরাও বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন এবং সরকারি সাবমারসিবল পরিষেবা বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ মিলছে বলে দাবি করেন তিনি। কাজল শেখ অভিযোগ করেন, কেন্দ্র সরকার বাংলার ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে। তবু রাজ্য সরকার মানুষের পাশে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। যুব সাথী ক্যাম্পে ভিড় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে একইভাবে মানুষ উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেবেন এবং উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবেন।অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবির-এর দল ১১টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণাকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ কাজল শেখ। তাঁর বক্তব্য, যত দলই মাঠে নামুক, শেষ পর্যন্ত বীরভূমে জোড়া ফুলই ফুটবে।

দেশের মঙ্গল কামনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ধর্মীয় সভামঞ্চ থেকে দিলেন একাধিক বার্তা

অঞ্জন শুকুল ।। নয়া জামানা ।। নদীয়া

২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মসূচি নয়, ধর্মীয় কর্মসূচিতে যোগদান দেওয়ার জন্যই বঙ্গ সফরে এলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বুধবার দুপুর দুটো তিরিশ নাগাদ মায়াপুর ইসকনের হেলিপ্যাডে সেনাবাহিনীর চপারে করে নামেন তিনি।

এরপর তাঁর কনভয় পৌঁছে যায় ইসকনের রাধামাধব মন্দিরে। হরিনাম সংকীর্তন এর শব্দ ধ্বনিতে মাতোয়ারা হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দর্শন করেন রাধামাধব কে। পরবর্তীতে পদ্মভবনে গিয়ে ইসকনের কর্তৃপক্ষদের সাথে একত্রিত হন তিনি, এরপর ধর্মীয় মঞ্চে ওঠে সনাতনী ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান উচ্চারণ করতে থাকেন তিনি।

ইসকন কর্তৃপক্ষ জানায় এই প্রথম ইসকনের হেডকোয়ার্টারে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলেন।মূলত ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বরস্বতী মহারাজের ১৫২ তম জন্মজয়ন্তী তিথি উপলক্ষে তার এই ধর্মীয় সমাবেশ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মায়াপুর ইসকনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দিয়ে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় গত দু'দিন ধরে। কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মোড়া ছিল মায়াপুর ইসকন চত্বর। উল্লেখ্য, বারো মাসে তেরো পার্বণ নিয়েই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান লেগে থাকে মায়াপুর ইসকনে। সারা বছর দেশি-বিদেশি ভক্ত সমন্বয়ে যাক জমক হয়ে ওঠে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান। বুধবার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছিল মূল কয়েকটি মন্দির।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই ভাবনা ইসকন কর্তৃপক্ষের। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে উঠে সন্ন্যাসী ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বরসতী মহারাজের জীবন কাহিনী সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য তুলে ধরলেন অমিত শাহ। হরে কৃষ্ণ বলার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন।তাঁর মুখে শোনা গেল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন কাহিনী। মঞ্চে উঠে অমিত শাহ প্রথমে করলেন শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র উচ্চারণ, এরপর গোটা বিশ্বজুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্পর্কে তুলে ধরলেন বেশ কিছু তথ্য। সব মিলিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্ত সমাগমের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মায়াপুর ইসকনে প্রবেশ হতেই তাকে পুষ্প স্তবক এবং ফুল চন্দন পরিয়ে বরণ করে নেন ইসকনের মহারাজেরা। প্রশ্ন উঠছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব একই সাথে মঞ্চে দেখা গেল। এদিন মঞ্চ থেকে রাজনীতিকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলার আগামী দিনের কল্যাণের বার্তাও তুলে ধরেন। তিনি জানান দেশের উন্নতি হোক, সেই কামনা করেই আজকে তিনি ইসকনে। আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে নয়, শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়ে এখানে এসেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মায়াপুরের এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য সহ বিজেপির একাধিক কর্মীরা। বক্তৃতার শেষে তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীকেও মায়াপুরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তিনি আসতে পারলেন না। তবে আজ মায়াপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

গীতাঞ্জলি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন অনুব্রত মণ্ডল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বুধবার বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে সাত দিনব্যাপী গীতাঞ্জলি উৎসব ও হস্ত লোকশিল্প মেলার সমাপ্তি হল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, পরিচালক গৌতম ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে বোলপুর শহরের দুর্গাপুজো কার্নিভাল কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। এদিন উৎসবের মঞ্চ থেকে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, সাত দিন ধরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান হয়েছে। বোলপুরের দুর্গাপুজোর কার্নিভাল খুবই আকর্ষণীয় হয়। তাদের পুরস্কৃত করা নিঃসন্দেহে বড় বিষয়। তিনি আরও বলেন, ধীরে ধীরে বোলপুর শহরের পরিবেশ বদলাচ্ছে এবং একটি ছন্দের মধ্যে শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই পরিবর্তনের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের প্রশ্নে জেলায় কয়লা পাচার প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, আমি জেলা পুলিশ সুপারকে বলার পর নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। আমাকে অনেক গ্রামের মানুষ খবর দিচ্ছে ঝাড়খন্ড থেকে গাড়ি রামপুরহাট হয়ে, মহম্মদ বাজার, রাজনগর হয়ে সিউড়ি, এগারো মাইল হয়ে ঢুকছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরাই পুলিশের হয়ে গাড়ি আটকাচ্ছেন, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, সব পুলিশ তো আর খারাপ নয়। হাতের যেমন পাঁচটা আঙুল সমান নয় তেমন কিছু পুলিশ নোংরামির সঙ্গে জড়িত আছেন। জেলায় দুনম্বরী যাতে কিছু না চলে আমি তার জন্যই পুলিশ সুপারকে বলেছি। তিনি নাকা চেকিংও শুরু করেছেন।

নিজের বাল্যবিবাহ রুখলো এক কিশোরী, প্রশাসনিক তৎপরতায় আজ তার মুখে চওড়া হাসি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিবাহ-ই যে মেয়েদের জীবনের শেষ পরিণতি, সেই ভুল ধারণার আবারও হলো খন্ডন। অন্ধকারকে পেরিয়ে নিজেকে যে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা প্রমাণ করলো বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত বৈদ্যনাথপুর গ্রামের একটি কিশোরী সমাপ্তি মন্ডল। সমাপ্তির বয়স মাত্র ১৭ বছর এবং সে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। জানা যায়, গত বছর ডিসেম্বর মাসে তার পরিবার তার বিয়ে ঠিক করে। ছোটবেলা থেকেই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং অভাবে বড় হওয়া সমাপ্তি এই অকাল পরিণয়ের বিষয়টিকে মেনে নিতে পারে নি। তাই সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সমাপ্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সমাপ্তি বিডিওকে জানায় যে, সে এই মুহূর্তে বিয়ে করতে চায় না। সে পড়াশোনা করে জীবনে আরও এগিয়ে যেতে চায়। কেবলমাত্র

আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই বলে সে পড়াশোনা জীবন ছেড়ে সংসার ধর্ম করতে পারবে না। পরবর্তীতে বিডিও দ্বারা খবরটি পৌঁছায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। প্রশাসনিক তৎপরতার জেরে বর্তমানে সমাপ্তির বিয়ের বিষয়টি একেবারেই ধামাচাপা পড়ে গেছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে সমাপ্তিকে একটি কম্পিউটারও উপহার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বীরভূমের জেলাশাসক শ্রী ধবল জৈন মহাশয় সমাপ্তি মন্ডলকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন তার এই সাহস ও অদম্য ইচ্ছা শক্তির জন্য। রাজ্যে যেখানে বাল্যবিবাহের হারের হিসেবে বীরভূম সবচেয়ে এগিয়ে, সেই বীরভূমে এই কিশোরীর পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছাশক্তি ও জেদ সবার কাছে এক নতুন বার্তা তুলে ধরেছে। সমাপ্তির আগামী দিনগুলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

চলন্ত ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, কালো ধোঁয়ায় ঢাকলো নবদ্বীপ স্টেশন

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মঙ্গলবার নবদ্বীপ স্টেশনে ঢোকার আগে হাওড়া মালদা টাউনমুখী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আচমকাই আগুন ধরে যায়। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন যাত্রীরা।

পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে ট্রেনটি ফের রওনা দেয় মালদার উদ্দেশ্যে। সূত্রের খবর, এদিন বিকাল আনুমানিক চারটে নাগাদ হাওড়া- মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস নবদ্বীপ স্টেশনে ঢোকার মুখেই তার সেকেন্ড কম্পার্টমেন্ট থেকে আগুনের ফুলকি বেরতে দেখেন যাত্রীরা। এরপরে আতঙ্কের জেরে ট্রেনে বসে থাকা যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় জিআরপি এবং আরপিএফ-এ। স্টেশন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাত্রীদের কে আশ্বস্ত করেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সফল হন। পরে যাত্রীদেরকে অপর একটি কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেন। যদিও এই ঘটনায় রীতিমতন ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা।

পাঠভবন ছাত্রীর হেনস্থার অভিযোগে নড়েচড়ে রাজভবন, ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বিশ্বভারতীর পাঠভবন হোস্টেলের এক চতুর্থ শ্রেণির তপসিলি জাতিভুক্ত ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগে নড়েচড়ে বসল রাজ্যপালের সচিবালয়। ছাত্রীটির পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও এসসি কমিশনের কাছে ইমেলে ও চিঠিতে অভিযোগ জানানোর পর রাজভবন থেকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রীর পরিবারের দাবি, হোস্টেলে থাকার সময় তাঁদের মেয়েকে দিনের পর দিন শারীরিকভাবে নিগ্রহ ও মানসিকভাবে অপদস্থ করা হয়েছে। অভিযোগে তাঁরা উল্লেখ করেন, অসুস্থ হয়ে পড়লেও ছাত্রীটির জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ হোস্টেল থেকে প্রায় এক কিলোমিটারের মধ্যেই বিশ্বভারতীর পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল রয়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, ছয় দিনের বেশি সময় অসুস্থ থাকার পরও তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এমনকি হাসপাতালটিতে শিশু বিশেষজ্ঞ না থাকায় বাইরে চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি বলেও দাবি করা হয়েছে। ছাত্রীটির পরিবার আরও জানায়, বোলপুরের বাসিন্দা ওই ছাত্রী নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সংরক্ষিত দুটি এসসি আসনের একটিতে গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা শুরু করে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তার শারীরিক সমস্যা বাড়তে থাকে। শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী, নিম্নমানের খাবার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণেই সে বারবার অসুস্থ হচ্ছিল। পাশাপাশি হোস্টেলে প্রশিক্ষিত ওয়ার্ডেন ও ছোটদের জন্য কাউন্সেলিংয়ের অভাবেও অতিরিক্ত মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের মেয়েকে ডে-স্কলার হিসেবে পড়ার অনুমতি অথবা শিক্ষা সত্র স্কুলে স্থানান্তরের আবেদন জানান পরিবার।

বিষয়টি লিখিতভাবে অধ্যক্ষ, উপাচার্য ও কর্মসচিবকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ মেলেনি বলে অভিযোগ। পরে সমস্ত নথি সহ চিঠি ও ইমেলে উচ্চমহলে অভিযোগ জানানো হয়। এর পরেই সদ্য রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রারকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, বিশ্বভারতীতে রাজ্যপাল হলেন প্রধান, তাঁর সচিবালয় থেকে পাঠানো নির্দেশিকা দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশি সাফল্য! উদ্ধার হলো লক্ষাধিক টাকার অবৈধ মদ

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ অবৈধভাবে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনের। অভিযান চালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার দেশি-বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ।

নদীয়ার তাহেরপুর থানার পুলিশ এই বিশেষ অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

অভিযুক্তর কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ দেশি-বিদেশী মদ। সূত্রের খবর, বেশ কয়েক মাস ধরে নদীয়ার বাদকুল্লা রেলবাজার এর কাছে চলছিল রমরমা অবৈধ মদের ব্যবসা। স্থানীয় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে একাধিকবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে পুলিশ তৎপর হলেও কিছুতেই কমছিল না এই অবৈধ মদের ব্যবসা। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাদকুল্লা রেলবাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়।এরপর স্বপন

দাস নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় লক্ষ লক্ষ টাকার দেশি-বিদেশি মদ। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি বাদকুল্লা এলাকার মানুষ।

যত দিন যাচ্ছিল ততই নেশায় আসক্ত হচ্ছিল এলাকার যুবকসমাজ, তাই অতিষ্ঠ হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারা। মাত্র কয়েকদিন আগে নদীয়ার তাহেরপুর থানার দায়িত্বভার পান ওসি জয় দাস, যদিও দাবাং অফিসার হিসাবেই পরিচিত নদিয়া জেলায় তিনি।

এবার দায়িত্ব পাওয়ার পর অবৈধ কারবারিদের কোমর ভাঙলেন তিনি। আর জয় দাসের এই কৃতিত্বে কুর্নিশ জানিয়েছে এলাকার মানুষ।

ধ্বংসের মুখে বীরভূমের সবুজ সম্পদ! বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বসন্তের শুরুতেই বীরভূমের বনাঞ্চল গুলিতে ঘুরছে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা। বসন্তের শুরুতেই বনাঞ্চল গুলিতে আগুনের প্রকোপ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি সিউড়ি রেঞ্জের তসরকাটায় এবং দুবরাজপুর রেঞ্জের যশপুরের মেটেলা জঙ্গলে আগুন লেগেছে।এই ঘনঘন অগ্নিসংযোগের ফলে যেমন গাছপালার ক্ষতি হচ্ছে তেমনি সংকটের মুখে পড়ছে একাধিক বন্যপ্রাণী সম্প্রদায়ও। কিন্তু কিভাবে এই অগ্নিসংযোগ? প্রশ্ন উঠছে অধিকাংশের মনে। বনবিভাগ কর্মীদের দাবি, শুকনো পাতায় ঘষা লেগে দাবানলের উৎপত্তি হয় ঠিকই কিন্তু, বনাঞ্চলগুলিতে এই অগ্নিসংযোগ প্রাকৃতিক কারণ নয়।এগুলি মনুষ্য সৃষ্ট। ফলে বনাঞ্চলগুলির আশেপাশের এলাকার মানুষজনদের সতর্কবার্তা দিয়েছে বনবিভাগ। তাদের দাবি, কেবল কিছু পরিকাঠামো ও যন্ত্রের ব্যবহারে বনাঞ্চলের তদারকি সম্ভব নয়।

এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের সতর্কতা। তাই বনভূমি সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের সতর্কতা না থাকলে ভবিষ্যতে বীরভূমের সবুজ বনাঞ্চল গুলি কেবল ধুধূ মরুভূমিতে পরিণত হবে।

বাঁশের সাঁকো অতীত! বিধায়কের তৎপরতায় এলাকায় তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের ব্রিজ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ পঞ্চায়েত এলাকার স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি কংক্রিটের ব্রিজের। অবশেষে সেই দাবি পূরণ করলেন বিধায়ক। পলাশীপাড়া বিধানসভার ধনঞ্জয়পুরের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে মঙ্গলবার রাধানগর খালের উপর ব্রিজ নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করলেন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার একাধিক ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার কয়েকশো মানুষ। উল্লেখ্য, বাঁশের ব্রিজ দিয়ে হাঁটা চলার ঝুঁকি কাটাতেই স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের এই দাবি, অবশেষে বিধায়কের সহযোগিতায় ব্রীজের দাবি পূরণ হওয়াতে খুশির আবহাওয়া গোটা এলাকা জুড়ে। খুব শীঘ্রই ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলেই আশাবাদী স্থানীয়রা।

হাওড়া-শিয়ালদা ট্রেন লাইনের দাবিতে কীর্ণাহার রেলস্টেশনে আন্দোলন, রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

রুম্পা দাস,নয়া জামানা,বীরভূম ঃ দীর্ঘ ১০৯ বছরের বঞ্চনা ঘোচাতে এবং সরাসরি কলকাতা যাওয়ার ট্রেনের দাবিতে বুধবার সকাল ৭টা থেকে কীর্ণাহার রেল স্টেশনে শুরু হওয়া অনশন কর্মসূচি, রেল পুলিশের চাপে মাঝপথেই প্রত্যাহার করা হলো বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার সকাল ৭টা থেকে আহমদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন-এর ডাকে কীর্ণাহার স্টেশন চত্বরে অনশন শুরু করেন সংগঠনের সদস্যরা।

সকাল থেকেই স্টেশনে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীরা। তাঁদের মূল দাবি; রামপুরহাট বা আহমদপুর থেকে লাভপুর,কীর্ণাহার,কাটোয়া,নবদ্বীপ ধাম,ব্যান্ডেল হয়ে সকালে হাওড়া বা শিয়ালদহ পর্যন্ত একটি সরাসরি ট্রেন চালু করা এবং বিকেলে ফেরার পরিষেবা চালু করা।সংগঠনের সম্পাদক সুবীর সেন, সদস্য রাহুল মণ্ডল ও জয়ন্ত মণ্ডলরা জানান, ২০২১ সাল থেকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এই দাবি জানিয়ে আসছি।প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং রেলমন্ত্রীর দপ্তরে একাধিকবার চিঠি দিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই অনশনের পথ বেছে নিলাম । তবে,দুপুর গড়াতেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সকালের দিকে রেল পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সহযোগিতার মনোভাব দেখালেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনশন তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের চাপে পড়ে দুপুর আনুমানিক ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন তাঁরা।যদিও রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, সরাসরি কলকাতা গামী ট্রেন চালু হলে এলাকার শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনিক স্তরে এই দাবির কতটা সুরাহা হয়।

ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির দাবি

রাজ্যের শস্যভান্ডার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে অনুষ্ঠিত হল ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন। বুধবার জামালপুর জোন ধান্য ব্যবসায়ীদের বার্ষিক সাধারণ সভায় বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল চাষিদের স্বার্থে ধানের সরকারি সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা হোক। সরকারের কাছে দাবি জানানো হবে বলে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সম্মেলনের মঞ্চে।

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের শস্যভান্ডার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে অনুষ্ঠিত হল ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন। বুধবার জামালপুর জোন ধান্য ব্যবসায়ীদের বার্ষিক সাধারণ সভায় বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল চাষিদের স্বার্থে ধানের সরকারি সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা হোক। সরকারের কাছে দাবি জানানো হবে বলে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সম্মেলনের মঞ্চে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌখিক প্রতিশ্রুতি স্বত্বেও পরিবহন দপ্তরের এক শ্রেণীর আধিকারিকরা ব্যাবসায়ীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ধান্য ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে এবার সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় পরিবহন দপ্তরের এক শ্রেণীর আধিকারিকদের অত্যাচারের বিষয়টি। সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিশ্বজৎ মল্লিক বলেন, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। বিশেষ করে ধান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চাষিদের সরাসরি যোগাযোগ আছে, সে জন্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তা সত্ত্বেও দপ্তরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সভায় আলোচনা হয়।অভিযোগ ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মৌখিক আশ্বাস দেবার পরেও অত্যাচার কমেনি। বিশ্বজৎ মল্লিক জানান, সামান্য ওভারলোডিং হলেও তাদের মোটা অঙ্কের জরিমানা গুনতে হয়। প্রায় ৪০ থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত ফাইন দিতে হচ্ছে। এর ফলে চরম লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। জানা গেছে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো জেলা গুলো থেকে চাষিদের কাছে ধান সংগ্রহ করতে আনতে হয় তাদের। ওইসব জেলায় সেভাবে রাইস মিল নেই। কিন্তু ধান নিয়ে এসে রাইস মিলে সরবরাহ করতে গিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই এ ব্যাপারে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয় এদিন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির উপদেষ্টা অরবিন্দ পাঁজা, জেলা সভাপতি সুকান্ত পাঁজা , বর্ধমান জেলা সম্পাদক বিশ্বজিত মল্লিক ও জোন সম্পাদক আনিসুর রহমান সহ অনান্য নেতৃবৃন্দ। জোন কমিটির উপদেষ্টা অরুণ নাড়ুর বক্তব্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক আশ্বাস সত্ত্বেও পরিবহন দপ্তরের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। বিশ্বজিত মল্লিক আরও বলেন আমরা কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি । তিনি ব্যবসায়ীদের জন্য ট্রের্ডাস ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই পরিবহন দপ্তরের অত্যাচার যাতে বন্ধ হয় সে ব্যাপারে সকল পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। প্রায় শতাধিক সদস্যদের উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান স্টেশনের পার্সেল অফিস বন্ধের সিদ্ধান্ত , পুনর্বিবেচনার দাবি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব রেলের বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল অফিস বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় বিভিন্ন মহলের মধ্যে সংকটের সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। এদিকে ওই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে সরব হল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে রেলমন্ত্রী, রেলওয়ে বোর্ড, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএমের কাছে লিখিত আবেদন জানানো হল।

পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য সচিব, জেলা শাসক ও জেলার সাংসদদের কাছেও বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করা হয়েছে। সংগঠনের দাবি, এই স্টেশন পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন। এই স্টেশনের পার্সেল পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলি সহ একাধিক জেলার ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ পতি, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষিজ পণ্য, বই,

পোশাক, যন্ত্রাংশ ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত সামগ্রী পরিবহণে এই পরিষেবা বিশেষ সহায়ক। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, স্টেশনটি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে উন্নয়ন করা হচ্ছে।

তবে আধুনিকীকরণের নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে তা সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। তাদের মতে, পার্সেল অফিস বন্ধ হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের পরিবহণ খরচ বাড়বে। পার্সেল বহনের সঙ্গে যুক্ত দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষকে হাওড়া বা আসানসোলের মতো দূরবর্তী স্টেশনের উপর নির্ভর করতে হবে। এতে সময় ও অর্থ দুইয়েরই অতিরিক্ত চাপ তৈরি হবে।স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সন্দীপন সরকার জানান ক্ষ্মঅবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা, সাময়িক স্থগিতাদেশ এবং সম্পূর্ণ বন্ধের পরিবর্তে আধুনিকীকরণ বা পুনর্গঠনের দাবী জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এহেন সিদ্ধান্তের পিছনে প্রশাসনিক ও কার্যগত কারণগুলি স্পষ্টভাবে জনসমক্ষে জানানোর দাবি করা হয়েছে।

মুকুল ব্যানার্জীর স্মরণ সভায় সামাজিক কর্মসূচি

নয়া জামানা , আসানসোল ঃ বুধবার জামুড়িয়া বিধানসভার কেন্দা ফুটবল ময়দানে মুকুল ব্যানার্জি স্মৃতি রক্ষা কমিটির পরিচালনায় মুকুল ব্যানার্জির আবক্ষ মূর্তির নিকট প্রতিবছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হলো স্বর্গীয় প্রদীপ ব্যানার্জি (মুকুল দা)-র স্মরণসভা অনুষ্ঠান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হরেরাম সিং, জামুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সিদ্ধার্ত রানা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা তথা স্বর্গীয় প্রদীপ ব্যানার্জির সহধর্মিনী পুতুল ব্যানার্জি, যুবনেতা প্রেম পাল সিং, জামুরিয়া ব্লক সহ-সভাপতি দীনেশ চক্রবর্তী, সন্দীপ ব্যানার্জি , উপপ্রধান দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ গোপ সহ আরও অনেকে ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বর্গীয় প্রদীপ ব্যানার্জি (মুকুল দা) ছিলেন একজন একনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী।

যিনি জামুরিয়া ব্লক ২ এর সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। যার হাত ধরে বর্তমান প্রজন্মের জামুরিয়ার বহু রাজনৈতিক নেতা রাজনীতির পথে নেমেছে। বরিষ্ঠ নেতা মুকুল বাবু ২০২০ সালের শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রাণ হারান। প্রদীপ ব্যানার্জি ওরপে মুকুল বাবুর মৃত্যুতে শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়ে শিল্পাঞ্চল। তৃণমূলের একনিষ্ঠ নেতৃত্বকে হারিয়ে সেই সময় দল দিশাহীন হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন।সেই থেকেই প্রতিবছর মুকুল ব্যানার্জি স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দা ফুটবল ময়দানে তার আবক্ষ মূর্তির সামনে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয় যার ব্যতিক্রম নয় এবছরও। এদিনের স্মরণ সভায় উপস্থিত বিধায়ক হরেরাম সিং থেকে শুরু করে আরো অন্যান্যরা মুকুল বাবুর সাথে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনের কথা তুলে ধরেন। আবার অনেকে সেই সময়ে সিপিএম শাসনে কিভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল মুকুল ব্যানার্জি কে এমনকি তার দলবলকে সে বিষয়গুলি ও তুলে ধরেন। অন্যদিকে তাঁর সহধর্মিনী পুতুল ব্যানার্জিও কাতর সুরে স্বামীর স্মৃতিচারণা করেন। এদিন প্রথমেই প্রদীপ ব্যানার্জি ওরফে মুকুল রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান এবং অনুষ্ঠান শেষে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘটে।

চোখ রাঙিয়ে ভোট হবে না, দলীয় নেতা-কর্মীদের বার্তা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লার

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তার নিজের বিধানসভা এলাকায় আরও একবার সকলকে সতর্ক হবার বার্তা দিলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। কারও প্রতি হেনস্থা এবং নানা রকমের হুমকি বন্ধের জন্য তিনি সকলকে সর্তক করেছেন। যদিও এ ব্যাপারে তিনি কারও নাম মুখে আনেননি। তবে দীর্ঘ সময় ধরে তার সঙ্গে মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ হোসেনের যে মত বিরোধ রয়েছে সে কথা দলীয় নেতা কর্মীদের অজানা নয়। তাই কাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী তথা বিধায়ক ওই সর্তক বার্তা দিলেন তা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। মন্ত্রী এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বাজারে দলের একটি সভায় যোগ দেন। মূলত এসআইআর নিয়ে হয়রানি, বাংলার মনিষীদের বার বার অপমান, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয় ওই সভা মঞ্চ থেকে। মন্ত্রীর সঙ্গে সভায় ছিলেন ওই এলাকার জেলা পরিষদের দুই সদস্য আজিজুল হক, তন্ময় বন্দোপাধ্যায়। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আতিকুর রহমান এবং লালন শেখ। সেই সভাতেই মন্ত্রী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। পাশাপাশি ভোটের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নাম না করে দলের একশ্রেণীর নেতৃত্বকে কড়া সর্তক বার্তা দিলেন। বলেন, তৃনমূল দলের নির্দেশ মেনে চলুন। ওই প্রসঙ্গেই বলেছেন, হুমকি বন্ধ করুন। পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারী নেতাদের উদ্যেশ্যে তার বক্তব্য, এই দল আপনাকে সম্মান দিয়েছে, চেয়ার দিয়েছে। তাই অযথা মানুষকে হেনস্থা করবেন না। কর্মীদের নিয়ে প্রতি বুথ এলাকায় কাজ করার কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী তার ভাষণে বলেন মন্তেশ্বর বিধানসভায় স্বাধীনতা প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ ৭৯ বছর পর প্রথম কেবিনেট মন্ত্রী প্রার্থী হয়েছে। তিনি আরো বলে মানুষকে মর্যাদা দিতে শিখুন ,চোখ রাঙিয়ে ভোট হবে না, ভালোবাসা দিয়ে ভোট করতে হবে। ভোট হবে নিরপেক্ষ ভোট হবে মানুষের ভালোবাসায়। এই বক্তব্য দিয়ে নিজের দলের কর্মীদের সজাগ করলেন। কিন্তু মন্ত্রীর কথার পর স্থানীয় এলাকায় দলের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ থেকেই গেল বলে দাবি সকলের।

রেললাইনে যমদূত ! কালনাগেটে অভিনব সচেতনতা কর্মসূচি

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ বন্ধ রেলগেট অমান্য করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার রুখতে অভিনব সচেতনতা কর্মসূচি নিল পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন। বুধবার বর্ধমান,হাওড়া লাইনের কালনাগেট রেলক্রসিং এলাকায় যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে দেখা যায় রেল কর্মীদের। এদিন বন্ধ গেটের মধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তি লাইন পার হওয়ার চেষ্টা করলে হঠাৎই যমরাজ সেজে হাজির হন এক রেলকর্মী। সঙ্গে ছিলেন চিত্রগুপ্তের বেশে আর এক কর্মী, যিনি নিয়মভঙ্গকারীদের নাম-ঠিকানা নোট করার অভিনয় করেন। আমি আপনাকেই নিতে এসেছি; এমন সংলাপে চমকে যান পারাপারকারীরা। মুহূর্তেই তৈরি হয় সচেতনতার বার্তা। জানা গিয়েছে, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে প্রতি মাসেই অসতর্কভাবে রেললাইন পার হতে গিয়ে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হাওড়া রেল ডিভিশনের কালচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যমরাজের ভূমিকায় ছিলেন অপারেটিভ সিস্টেম বিভাগের কর্মী দেবদূত বিশ্বাস। তিনি জানান, রেলের নিয়ম না মানার ফলেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে, তাই মানুষকে সতর্ক করতেই এই প্রচার। রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে তাদের দাবি, কালনাগেট এলাকায় দীর্ঘক্ষণ গেট বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। পাশের রেল আন্ডারপাসটি অপরিচ্ছন্ন থাকায় ব্যবহারেও অসুবিধা হয়। তাই দ্রুত একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবিও তুলেছেন তারা। রেলের সচেতনতা কর্মসূচি সাময়িক চমক তৈরি করলেও, স্থায়ী সমাধানের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নই জরুরি এমনটাই মত স্থানীয়দের।

বীরভূমের ভীমগড়ের রতনপুর থেকে দুর্গাপুরের বিধান নগর এর বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন বৃদ্ধা মা। বাস থেকে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল গান্ধী মোড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে। দিশেহারা অবস্থায় ঘুরছিলেন তিনি। ট্রাফিক পুলিশ তাকে উদ্ধার করে খোঁজখবর করে বিধান নগরের বেসরকারি হাসপাতালে নাতনির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই ঘটনার পুলিশকে সাধুবাদ জানাই দুর্গাপুর বাসি। ছবি ও তথ্য - সীতারাম মুখার্জী

মদ্যপ চালকের হাত থেকে খুদেদের রক্ষা ওসির

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরে এক বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়াল একদল স্কুল পড়ুয়া। ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এক চালকের হাত থেকে উদ্ধার করা হয় খুদে শিক্ষার্থীদের। মানবিক ও সাহসী পদক্ষেপে নজির গড়লেন ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিশা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় উল্লাস কিডজি স্কুলে ছুটি হওয়ার পর একটি স্কুল গাড়ি পড়ুয়াদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ গাড়িটিকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় থামায়। নিত্যানন্দ মোহন্ত নামের ওই গাড়িচালকের ব্রেথ অ্যানালাইজার পরীক্ষায় ধরা পরে, তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ চালককে আটক করা হয়। কিন্তু তখনই সামনে আসে আরও বড় প্রশ্ন;গাড়িতে থাকা ছোট ছোট শিশুদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে মানবিক উদ্যোগ নেন ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী। তার তত্ত্বাবধানে পুলিশ নিজ দায়িত্বে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রতিটি পড়ুয়াকে নিরাপদে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এই তৎপরতায় সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। একই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও চালকদের দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

চিন্ময় ব্যানার্জী ও তার টিমের এই মানবিক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত শহরজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। পুলিশের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অভিভাবকরাও। এই প্রথম নয়, বর্ধমান শহরে 'দাবাং চিন্ময়' নামে পরিচিত ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বর্ধমানের ট্রাফিকিং সিস্টেমকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করার পাশাপাশি তার বিভিন্ন মানবিক বিষয় বারংবার নজরে এসেছে। কখনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে তৎপরতার সাথে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, কখনও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়ি থেকে দ্রুততার সাথে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আসা -এই ধরনের বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ দেখা গেছে তার। নিয়মভঙ্গকারীদের কাছে তিনি ত্রাস হলেও অসহায়দের কাছে তার দেবদূত রুপটি ধরা পরে।

জাতীয় সড়কে জলযন্ত্রণা ,এডিএম -এর বৈঠকে সরজমিন তদন্ত

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ জামুড়িয়ার নিংঘা এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যা মেটাতে তৎপর হল জেলা প্রশাসন।এদিন আসানসোলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক (জি) শুভাশিনী ই-র চেম্বারে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সড়কে জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ও যানজট নির্মূল করতে এদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।এদিনের বৈঠকে এডিএম (জি) ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) পিভিজি সতীশ, আসানসোলের মহকুমাশাসক (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, আসানসোল পুরনিগমের সেক্রেটারি এবং ইসিএল ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিপূর্বেও এই বিষয় নিয়ে দু'বার বৈঠক হলেও, এদিন সমস্যা সমাধানে আরও বিস্তারিত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে।প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে জমে থাকা জল মূলত ইসিএল-এর একটি পরিত্যক্ত কোলিয়ারি থেকে চুঁইয়ে আসছে। পরীক্ষার পর দেখা গেছে, এই জল পরিশ্রুত করলে তা পানীয় বা ব্যবহারের যোগ্য হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানে মূলত দুটি প্রস্তাব উঠে এসেছে,আসানসোল পুরনিগমকে ওই জল সংগ্রহ করে ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।পাইপলাইনের মাধ্যমে ওই জলকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আধিকারিক জানান, আগামী সোমবার একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টেকনিক্যাল টিম নিংঘা এলাকা পরিদর্শন করবে। ওই টিমে সব দপ্তরের আধিকারিক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। সরজমিন তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই জল নিকাশির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিডিও পরিচয়ে প্রতারণা, সর্বস্বান্ত গৃহবধূ

জামালপুরে এক অভিনব ও উদ্বেগজনক সাইবার প্রতারণার ঘটনা প্রকাশ্যে এল। যার মাধ্যমে এক গৃহবধূর কাছে টাকা হাতিয়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা ঘিরে প্রশাসনিক মহলে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, খোদ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল একদল দুষ্কৃতী।

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জামালপুরে এক অভিনব ও উদ্বেগজনক সাইবার প্রতারণার ঘটনা প্রকাশ্যে এল। যার মাধ্যমে এক গৃহবধূর কাছে টাকা হাতিয়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা ঘিরে প্রশাসনিক মহলে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, খোদ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল একদল দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় জামালপুরের পাঁচড়া এলাকার এক গৃহবধূ আর্থিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন, যা ডিজিটাল নিরাপত্তার প্রশ্নটি আবারও উস্কে দিয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা অরবিন্দ বৈরাগ্যের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযুক্তরা। সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে এবং নিজেকে বিডিও পরিচয় দিয়ে তারা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ওই মহিলার বিশ্বাস অর্জন করে। এরপর কৌশলে তার ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কিং তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়। মুহূর্তের অসতর্কতায় ওই গৃহবধূর অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই ওই পরিবারের লোকজন দেরি না করে জামালপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পুরো বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে ভিনরাজ্যের কোনো সংঘবদ্ধ সাইবার অপরাধী চক্র সক্রিয় থাকতে পারে যারা সরকারি আধিকারিকদের নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

‘ঝাড়ু কাকা’ অশোক পাল ঃ ৬৬ বছর ধরে নিজের হাতে পরিষ্কার রাখছেন গ্রামের রাস্তা

রাখি গরাই, নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ ভোর হতেই ঝাড়ু হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন তিনি। না, কোনও সরকারি কর্মী নন;তিনি গ্রামেরই একজন সাধারণ মানুষ। তবু গত ৬৬ বছর ধরে নিঃস্বার্থভাবে নিজের উদ্যোগে পরিষ্কার রাখছেন প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার রাস্তা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের লায়েকবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লায়েক বাঁধ গ্রামের বাসিন্দা অশোক পাল এখন সবার কাছে পরিচিত ‘ঝাড়ু কাকা’ নামে। বয়স প্রায় ৭৯। শরীরে বয়সের ছাপ স্পষ্ট;চোখের তলায় কালো দাগ, কুঁচকে যাওয়া চামড়া। তবুও দমে যাননি তিনি। প্রতিদিন সকালে কাঁধে হলুদ বস্তা আর হাতে ঝাড়ু নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাস্তার উপর পড়ে থাকা প্লাস্টিক, কাগজ, চায়ের কাপ;সব তুলে ভরে নেন নিজের বস্তায়। রাস্তা এখন পাকা, ভারী গাড়িও চলে। তবু কোথাও ময়লা পড়ে থাকতে দেন না তিনি। অশোকবাবুর স্ত্রী জবা পাল বলেন, অনেকবার বলেছি শরীরের কথা ভাবতে। কিন্তু ঝাড়ু ছাড়াতে পারিনি। এটাই ওঁর নেশা। স্থানীয়দের দাবি, কেউ রাস্তায় আবর্জনা ফেললে রাগে তেড়ে যান তিনি। তবে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। অশোক পাল জানান, ১২ বছর বয়স থেকে এই কাজ করছেন। আগে মনসা মন্দিরের দেখ ভাল করতেন, এখন পুরো সময়টাই দেন রাস্তা পরিষ্কারে। কোনও চাহিদা নেই, নেই কোনও পারিশ্রমিক। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম দেখার ইচ্ছেই তাঁকে চালিত করে। প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর এই উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে বলেই মত এলাকাবাসীর।

লোকালয়ে হরিণের হানা! বসন্ত সকালে বাসুডিতে চাঞ্চল্য, তৎপর বনদপ্তর

জয়ন্ত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। মানবাজার

বসন্তের নির্মল সকালে হঠাৎই লোকালয়ে ঢুকে পড়ল দুটি হরিণ। বুধবার সকালেই মানবাজার থানার বাসুডি গ্রামে এই বিরল দৃশ্য দেখে চমকে ওঠেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের রাস্তায় হরিণ ছুটে বেড়ানোর ঘটনা ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কৌতূহল ও উত্তেজনা। স্থানীয়দের বক্তব্য, সকালে গ্রামের ভিতর দিয়ে একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণ ও একটি ছোট হরিণকে দৌড়ে যেতে দেখা যায়। বাসুডি গ্রামের বাসিন্দা পরাণ চন্দ্র বাউরী জানান, তিনি বাড়ির সামনে বসে চা খাচ্ছিলেন। আচমকাই দেখেন দুটি হরিণ রাস্তা পার হচ্ছে।

প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে প্রতিবেশীদের ডেকে দেখান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই হরিণ দেখতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। গ্রামবাসীদের ভিড় বাড়তে থাকলে হরিণ দুটি রাস্তার ধারের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। তবে সেখানেই থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে গ্রামের আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে বলে জানান স্থানীয়রা। কেউ কেউ মোবাইলে ছবি তোলার চেষ্টাও করেন। তবে এতে প্রাণীগুলির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করছেন অনেকেই।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় মানবাজার রেঞ্জ বনদপ্তর-এর আধিকারিক ও বনকর্মীরা।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তারা হরিণ দুটির গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করেন। মানবাজার এক নম্বর রেঞ্জের আধিকারিক শঙ্কর বারারি জানান, হরিণগুলিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে কেউ হরিণগুলিকে উত্যক্ত না করেন বা ক্ষতি করার চেষ্টা না করেন। বনদপ্তরের অনুমান, খাবারের খোঁজে বা পথ ভুল করে হরিণ দুটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। আপাতত তাদের নিরাপত্তাই প্রধান লক্ষ্য। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে তারা আবার নিকটবর্তী জঙ্গলে ফিরে যাবে বলেই আশাবাদী বনকর্মীরা।

দেওয়ালে শুরু ভোটের মহারণ! রঙের লড়াইয়ে টানটান ওন্দা বিধানসভা

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ ভোট এখনও অনেক বাকি, কিন্তু দেওয়ালে দেওয়ালে শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক মহারণ। বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরের রঙতুলির লড়াই এখন চরমে। গ্রাম থেকে বাজার;প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ছে প্রতীক, স্লোগান, ছড়া ও কার্টুনে ভরা দেওয়াল লিখন। এলাকাবাসীর কথায়, ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে দেওয়ালেই। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নকে সামনে রেখে দেওয়াল লিখনে জোর দিচ্ছে। কবিতার ছন্দে উন্নয়নের বার্তা, আবার কোথাও বিরোধীদের কটাক্ষ; এইভাবেই নিজেদের প্রচার ছড়িয়ে দিচ্ছে তারা।

ঘাসফুল প্রতীক আঁকা রঙিন দেওয়াল নজর কাড়ছে পথচলতি মানুষের। অন্যদিকে পিছিয়ে নেই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি,র স্লোগান ও নানা প্রতিশ্রুতি জায়গা করে নিচ্ছে দেওয়ালে। তৃণমূলকে আক্রমণ, হিন্দুত্বের বার্তা এবং ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের অঙ্গীকার;সব মিলিয়ে বিজেপির দেওয়াল লিখনও সমান আক্রমণাত্মক। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওন্দা আসন তৃণমূলের হাতছাড়া হয়। তাই ২০২৬,এর ভোটে এই কেন্দ্র পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল। অন্যদিকে বিজেপি চাইছে আসনটি ধরে রাখতে। গ্রামে গ্রামে দেওয়াল দখলকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। কে জিতবে, তা বলবে সময়;তবে দেওয়ালে ভোট যুদ্ধ যে জমে উঠেছে, তা মানছেন ওন্দাবাসীরাই।

বন্দুক দেখিয়ে গরু লুটের চেষ্টা, মানবাজারে গ্রেফতার চার যুবক

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, মানবাজার ঃ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে গরু ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে চার যুবককে গ্রেফতার করল মানবাজার থানা-র পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে মানবাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে মানবাজারের পায়রাচালী পথ ধরে কাড়াধরা গ্রামের কাছে পুরুলিয়ার বলরামপুর দিক থেকে আসা একটি গরুর পালকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় অভিযুক্তরা। গরু চালকদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে গরু ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। আচমকা এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। গরু চালকরা চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করে। তবে গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে তিনজনকে ধরে ফেলা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধৃতদের থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পরে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম এস. কে. আনোয়ার, মহম্মদ আলম, সুদীপ বাউরী ও অঙ্কিত বাউরী। সকলের বাড়ি মানবাজার থানা এলাকায়। অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কিছু নিষিদ্ধ শব্দবাজি এবং একটি মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের পুরুলিয়া জেলা আদালত-এ তোলা হলে বিচারক ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। কেন এই ছিনতাইয়ের চেষ্টা, এর পেছনে অন্য কোনও চক্র জড়িত কি না;তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রক্তদানে এগিয়ে আসার ডাক! শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজে উদ্বুদ্ধকরণ শিবির

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সেই শিবিরকে সামনে রেখে বুধবার কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় একটি উদ্বুদ্ধকরণ শিবির। ছাত্রছাত্রীদের রক্তদানে উৎসাহিত করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষা ড. সুজাতা তিওয়ারি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক সুনীল কুমার মান্ডি, প্রাক্তন প্রোগ্রাম অফিসার ড. সুশান্ত দে এবং ড. ফটিক চন্দ্র অধিকারী। মোট ১৫৬ জন ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ড. সুজাতা তিওয়ারি রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, রক্তদান এক মহান মানবিক কাজ, যা অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। নিয়মিত রক্তদান সমাজের প্রতি এক বড় দায়িত্ববোধের পরিচয়। এরপর ড. ফটিক চন্দ্র অধিকারী ও ড. সুশান্ত দে রক্তদানের উপকারিতা ও সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন অধ্যাপক সুনীল কুমার মান্ডি। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভয় বা ভুল ধারণা দূরে রেখে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি সকলকে আসন্ন রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উদ্বুদ্ধকরণ শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ রক্তদান শিবিরের সাফল্যের আশা আরও বাড়িয়েছে।

কাজে বেরিয়ে আর ফেরা হল না ঃ জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলের মৃত্যু

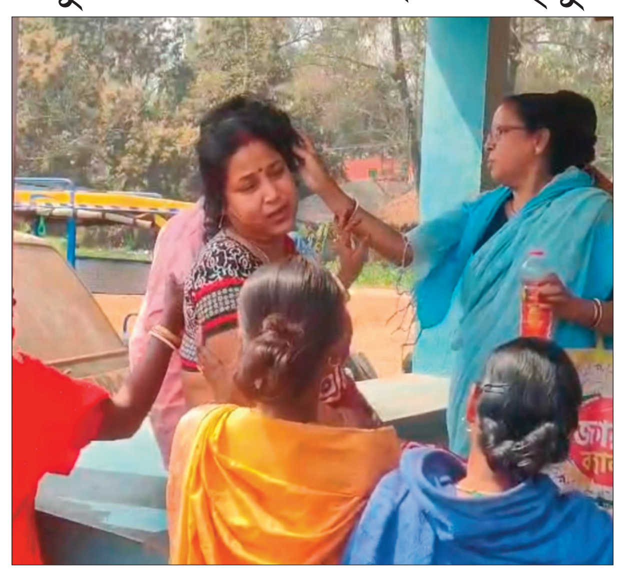

নয়া জামানা ,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ কাজে যাওয়ার পথে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বাবা ও ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার হাসিমপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে। সকালে বাড়ি থেকে জীবিকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আর ফিরতে পারলেন না তাঁরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দাঁতন থানার শরশঙ্কা এলাকার বকুলতলার বাসিন্দা হরিপদ সাউ তাঁর ছেলে গুরুপদ সাউকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে ওড়িশার সোনাকনিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একই দিকে দ্রুতগতিতে আসা একটি বেসরকারি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন বাবা ও ছেলে। স্থানীয়রা ছুটে এলেও ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছে যায় দাঁতন থানার পুলিশ। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও তার চালককে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গুরুপদ সাউ এ বছর দাঁতন ভগবার চরণ হাই স্কুল -এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। সেদিন পরীক্ষা না থাকায় বাবার সঙ্গে কাজে বেরিয়েছিল সে। কিন্তু সেই যাত্রাই হয়ে উঠল শেষ যাত্রা। এক নিমিষে ভেঙে পড়েছে একটি পরিবার। এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্বাদের উৎসবে রঙিন ক্যাম্পাস! খেজুরির বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা মাতল ফুড ফেস্টিভ্যালে

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা,খেজুরি ঃ পড়াশোনার গম্ভীর পরিবেশ হঠাৎই বদলে গেল উৎসবের আমেজে। খেজুরি আদর্শ বালিকা বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল-এ অনুষ্ঠিত হলো এক জমজমাট খাদ্য উৎসব। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৩২টি স্টল নিয়ে বসেছিল স্বাদের এক অনন্য আসর। সকাল থেকেই ছাত্রীরা সাজসজ্জা, পরিবেশন ও অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফুচকা থেকে মোমো, লুচি-তরকারি থেকে ভেজ বিরিয়ানি;প্রতিটি স্টলেই ছিল ভিড়। লুচির পায়েস, চটপটি, ছোলে মশালা, চিকেন পকোড়া, ভেজ পকোড়া, পেঁয়াজি, ডিমের পুডিং, আলুর পরোটা, ছোলার ডালের বরফি, পাপড়ি চাট, বেগুনি, মালপোয়া, ক্ষীরের পাটিসাপটা, চাউমিন;নানান রকম খাবারে মুখর হয়ে ওঠে পুরো স্কুল চত্বর। প্রতিটি স্টলেই ছাত্রীরা নিজেরাই পরিকল্পনা করে রান্না ও পরিবেশনের দায়িত্ব সামলায়। আয়োজন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মালবিকা বাসুলী ভক্তা, শাহনাজ আলম, সোনালী মানা জানা, পলি মাঝি বারিক, কল্যাণী সাউ, শোভারানী ভূঁইয়া, নমিতা জানা, সান্তনা মন্ডল, মালবিকা দাস, মহামায়া পাত্রসহ অন্যান্য শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। তাঁদের সহযোগিতায় পুরো অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই ফুড ফেস্টিভ্যাল শুধু খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাত্রীরা দলগতভাবে কাজ করা, পরিকল্পনা করা, হিসাব রাখা ও উপস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাও অর্জন করে। শিক্ষিকাদের মতে, পড়াশোনার পাশাপাশি এমন উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে। একদিনের এই স্বাদ-উৎসব বিদ্যালয়ের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ছাত্রীরা যেমন আনন্দ পেয়েছে, তেমনি শিখেছে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠও।

বাল্যবিবাহ রুখতে পথে নামল সচেতনতার গাড়ি, ১২ দিন জুড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রচার

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। একটি প্রচার গাড়ি আগামী ১২ দিন ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে মানুষকে সচেতন করবে। এই কর্মসূচি আয়োজন করেছে চ্যাপলিন ক্লাব, এবং তত্ত্বাবধানে রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি পশ্চিম মেদিনীপুর (ডিএলএসএ), পশ্চিম মেদিনীপুর। মেদিনীপুর আদালত চত্বর থেকে এই প্রচারাভিযানের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতের জেলা জজ সেলিম সাহি এবং ডিএলএসএ-র সচিব সহিদ পারভেজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার এসোসিয়েশন মেদিনীপুর-এর সেক্রেটারি অনুপ মিশ্র। এছাড়াও মেদিনীপুর লিগ্যাল এইড ডিফেন্স কাউন্সিলের আইনজীবী জ্যোতির্ময় ঘোষ, অঙ্কুর কর্মকার, অরূপ কুমার রায়, শুভম পাণ্ডে সহ একাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। ডিএলএসএ অফিসের অফিস মাস্টার কবেরী বসু, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সৌরিন নাগ এবং অন্যান্য কর্মী ও অধিকার মিত্ররাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রচার গাড়ির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল, আইনি দিক এবং মেয়েদের শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে প্রচার চালানো হবে। আয়োজকদের মতে, সমাজের সব স্তরের মানুষকে সচেতন করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সচেতনতা বাড়লেই বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা রোধ করা সম্ভব; এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

গল্পেই টেকসই সমাজের স্বপ্ন ঃ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারক বক্তৃতায় নতুন ভাবনা

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় তপন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা।

ইংরেজি সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্যা বিভাগ এবং বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের যৌথ উদ্যোগে বি. এন. শাসমল হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল উৎসাহ ও আগ্রহ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জয়জিৎ ঘোষ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার কর-এর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করে শোনান। উপস্থিত ছিলেন কলা ও বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক অরিন্দম গুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক শঙ্কর প্রসাদ সিংহ,

বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা প্রয়াত তপন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। এবারের বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল;স্টোরিস আর নোট বয়েসটস স্টোরিটেলিং , সুস্তয়নাবিলিটি এন্ড সুস্থেনেন্স ইন দ্যা পুড়সুট অফ কমিউনিটি , হোপ এন্ড জাস্টিস ।

মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লবোরাফ ইউনিভার্সিটি -র নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ও স্টোরিটেলিং একাডেমির সেক্রেটারি ডক্টর মাইকেল উইলসন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গল্প শুধু বিনোদন নয়, সমাজ গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। আখ্যান মানুষের মধ্যে আশা জাগায়, ন্যায়বিচারের বোধ তৈরি করে এবং একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শঙ্কর প্রসাদ সিংহ

। ডক্টর ফ্রেড ডালমাসোও বক্তব্য রাখেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর দেবদাস রায়। শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ভাটার টানে থমকালো ফেরি! রূপমারি ঘাটে দু'ঘণ্টা বন্ধ পারাপার, চরম ভোগান্তি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রূপমারি গৌরেশ্বর নদীর ফেরিঘাটে আজ সকালে প্রায় দু'ঘণ্টা বন্ধ ছিল পারাপার। দীর্ঘদিন ধরে জেটিঘাটের বেহাল অবস্থার জেরে ভাটার সময় ফেরি চলাচল কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ফলে নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই ফেরিঘাটই হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও অফিস, থানা এবং স্যান্ডেল বিল গ্রামীণ হাসপাতাল যাওয়ার অন্যতম ভরসা। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই ঘাট ব্যবহার করেন। স্কুল পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ, রোগী এমনকি প্রসূতি মায়েদেরও এই পথেই যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু জেটিঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় ভাটার সময় ফেরি ভিড়তে সমস্যা হয়। আজ ভাটার কারণে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ফেরি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ঘাটে আটকে পড়েন বহু যাত্রী। কেউ স্কুলে পৌঁছাতে দেরি করেন, কেউ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে না পেরে বিপাকে পড়েন। এলাকাবাসীদের দাবি, বহুবার ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। দ্রুত ঘাট সংস্কারের কাজ শুরু না হলে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকে। সাধারণ মানুষের একটাই দাবি; দ্রুত রূপমারি ফেরিঘাটের মেরামত করে স্বাভাবিক পারাপারের ব্যবস্থা করা হোক।

'রক্ষকই ভক্ষক'! ভোটার তালিকা ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব সাংসদ বাপি হালদার

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। মথুরাপুর

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুললেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি বলেন, যে সংস্থার দায়িত্ব গণতন্ত্র রক্ষা করা, আজ তারাই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দিল্লির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন আইন ও সংবিধানের সীমা অতিক্রম করছে। সাংসদের অভিযোগ, স্পেশাল রোল অবজার্ভার সি. মুরুগান নাকি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বেআইনি নির্দেশ পাঠিয়ে সার তালিকা থেকে নির্দিষ্ট কিছু নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বাপি হালদার দাবি করেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় পৃথক রোল অবজার্ভার থাকেন এবং তাঁদের জন্য আলাদা আইডি ও পাসওয়ার্ড নির্ধারিত থাকে। কিন্তু বাস্তবে সেই লগইন তথ্য জেলার বাইরে, বিশেষ করে কলকাতার একটি কেন্দ্রীয় স্থান থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করা হচ্ছে বলেও তাঁর দাবি। সাংসদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা না নিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে কাজ করছে। তবে এই সব অভিযোগের বিষয়ে ভারত নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কমিশনের বক্তব্য সামনে এলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। বাপি হালদার জানিয়েছেন, এই তথাকথিত অসাংবিধানিক ও জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ সব দেখছে, সময় এলে তারাই উপযুক্ত জবাব দেবে। এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ভোটের আগে এই ইস্যু আরও বড় আকার নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সাত সকালে আগুনে ছাই গ্যারেজ! সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আতঙ্ক, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবেড়িয়া বাজার সংলগ্ন জ্যাঙ্গালাটি এলাকায় ভোরবেলা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি চারচাকা গাড়ি ধোয়ার গ্যারেজ। ঘটনায় মাথায় হাত গ্যারেজ মালিক তরিকুল ইসলামের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছর ৩২-এর তরিকুল ইসলাম প্রতিদিনের মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে আচমকাই দেখতে পান তাঁর গ্যারেজ ঘর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্যারেজ জুড়ে। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলে মিলে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। আগুনের তীব্রতায় গ্যারেজে থাকা হাওয়া মেশিনের সিলিন্ডার হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়, ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। বিস্ফোরণের শব্দে আশেপাশের মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। আগুনের তাপে পাশের গাছপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো গ্যারেজ ঘর পুড়ে বশীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে তার আগেই স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভানোর সময় গ্যারেজ মালিক তরিকুল ইসলাম সামান্য আহত হন। পরিবারের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাড়োয়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ফলতায় ৪০৫ পড়ুয়ার রঙিন খাদ্য মেলা, উৎসবের আমেজে মাতল স্কুল চত্বর

নয়া জামানা , ফলতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এলাকার ফলতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত হল জমজমাট খাদ্য মেলা। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেয় মোট ৪০৫ জন ছাত্রছাত্রী। সকাল থেকেই স্কুল চত্বর ছিল উৎসবের রঙে রঙিন। পড়ুয়াদের হাসি, কোলাহল ও উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ। খাদ্য মেলাকে ঘিরে স্কুল প্রাঙ্গনে বসানো হয় একাধিক আকর্ষণীয় খাবারের স্টল। এদিন মিড ডে মিলের বিশেষ মেনু হিসেবে পরিবেশন করা হয় ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন ও জিলিপি। পাশাপাশি ছিল ফুচকা, পপকর্ন, মৌসুমি ফল এবং আইসক্রিমের স্টল। রঙিন সাজে সজ্জিত প্রতিটি স্টলে ভিড় জমায় ছোট্ট পড়ুয়ারা। শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, একসঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় বন্ধুত্বের সুন্দর মেলবন্ধন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিলক নস্কর জানান, শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এই ধরনের আয়োজন খুবই জরুরি। খাদ্য মেলার মাধ্যমে তারা আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষা। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তৃষা বল জানায়, প্রতি বছরই এই মেলার জন্য তারা অপেক্ষা করে। বন্ধুদের সঙ্গে নানা ধরনের খাবার খাওয়ার আনন্দই আলাদা। সে আরও জানায়, স্কুলে ইলিশ উৎসব ও জন্মদিন উদযাপনের মতো নানা কর্মসূচিও হয়। শিক্ষকদের ভালোবাসা ও যত্নেই স্কুল তাদের কাছে দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতেও এমন আনন্দঘন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আশ্বাস দিয়েছে।

তৃণমূলের ঘাঁটিতে দিলীপের 'বুথ বিজয়' বার্তা, পাথরপ্রতিমায় জোর জনসংযোগে

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে বুথস্তরে আরও মজবুত করতে মাঠে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সেই লক্ষ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী পাথরপ্রতিমা এলাকায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় তাঁর সফর ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, বুথভিত্তিক সংগঠনকে চাঙ্গা করতেই এই জনসংযোগ অভিযান। এদিন রামগঙ্গা বিজেপি পার্টি অফিসে 'বুথ বিজয় অভিযান'-এ যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ২০২৬,এর আগে আমরা প্রতিটি বুথে পৌঁছতে চাই। মানুষের সমস্যার কথা সরাসরি শুনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁর দাবি, গ্রামীণ ও উপকূলবর্তী এলাকায় এখনও রাস্তা, পানীয় জল, কর্মসংস্থান-সহ নানা মৌলিক সমস্যা রয়ে গেছে। সেগুলি চিহ্নিত করেই দল এগোতে চায়। পরে ধ্রুব বাজারে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে চা-চক্রে অংশ নেন তিনি। সেখানে তাঁর বার্তা, শুধু ভোট নয়, ভোট করাতেও প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রতিটি বুথে সারা বছর সক্রিয় থাকতে হবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি দাবি করেন, যেসব এলাকাকে এতদিন বিরোধীদের 'দুর্ভেদ্য' বলে মনে করা হতো, সেখানেও বিজেপি ধীরে ধীরে সংগঠন বাড়াচ্ছে। সফরের ফাঁকে এক স্থানীয় পরিবারের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজও সারেন দিলীপ ঘোষ। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা জনসংযোগের বার্তাকে আরও দৃঢ় করে এবং ভোটের আগে সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করে। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,এর নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গের মন্তব্য নিয়েও প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। তাঁর কথায়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মান করা উচিত। পাশাপাশি বাজারে মাছ-মাংস-ডিম বিক্রি বন্ধের জল্পনাকেও তিনি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। ভোটের আগে পাথরপ্রতিমার মতো উপকূলবর্তী এলাকায় এই তৎপরতা কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

হাসনাবাদে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র! দুই মহিলা সহ জখম তিন

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খেজুরবেড়িয়া ৯৭ নম্বর বুথ এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ঘটনায় দুই বিজেপি মহিলা কর্মী এবং এক তৃণমূল কর্মী আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আহত তৃণমূল কর্মীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিজেপির দুই মহিলা কর্মীর চিকিৎসা টাকি গ্রামীণ হাসপাতালেই চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় বিজেপির একটি দলীয় বৈঠক চলছিল। অভিযোগ, সেই বৈঠকে অংশ নেওয়া কয়েকজন মহিলার বাড়িতে তৃণমূল কর্মীরা গিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এর জেরে উত্তেজনা বাড়ে এবং দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়।

পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আহত বিজেপি মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের মারধর করা হয়েছে, জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে এবং চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করতেই এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ঘটনায় হাসনাবাদ থানায় দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক সংঘাত না কি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রায়দিঘিতে 'যুব সাথী' ও কৃষি রেজিস্ট্রেশন শিবিরে সাড়া, ২৬ তারিখ পর্যন্ত চলবে কর্মসূচি

কুতুব উদ্দিন মোল্লা, নয়া জামানা, জয়নগর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার অন্তর্গত মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকে শুরু হয়েছে 'যুব সাথী' ও কৃষি ফর্ম রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচি। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে ব্লক জুড়ে একাধিক শিবিরের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ ও তথ্য নথিভুক্ত করার কাজ চলছে। এই বিশেষ কর্মসূচি চলবে আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুব সমাজকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় নথি হালনাগাদ করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

শিবিরগুলিতে নির্দিষ্ট কাউন্টার খোলা হয়েছে, যেখানে কর্মীরা উপস্থিত থেকে আবেদনকারীদের ফর্ম পূরণ, কাগজপত্র যাচাই এবং তথ্য আপলোডের কাজে সহায়তা করছেন। ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমেছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের আইডব্লিউএম সোশ্যাল মিডিয়া সহ-সভাপতি সাদ্দাম হোসেন লস্কর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার ভিত্তিতেই এই কর্মসূচি রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারের লক্ষ্য একটাই;

যেন কোনো যোগ্য ব্যক্তি সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। যুবক ও কৃষকদের উন্নয়নে এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।' ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই বহু মানুষ শিবিরে এসে নাম নথিভুক্ত করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরও বেশি সংখ্যক উপভোক্তা এই সুবিধা নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মসূচির দিনগুলিতে ব্লক প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক ও কর্মী উপস্থিত থেকে তদারকি করছেন।

গঙ্গাসাগর থেকে কুম্ভের খোঁজ! নিখোঁজ দুই ভাইকে ফিরিয়ে দিল হ্যাম রেডিওর তৎপরতা

গঙ্গাসাগর মেলায় পূণ্যস্নান করতে এসে নিখোঁজ হয়ে পড়েছিলেন মধ্য প্রদেশের সিংরৌলি জেলার বারাদার গ্রামের বাসিন্দা দুই ভাই;রামপিয়ারি ও সোহাগলাল। জিরাবন থানা এলাকার এই দুই ব্যক্তি গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাগরে পূজো দিতে এসেছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় ভিড়ের চাপে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। দল ফিরে গেলেও দুই ভাইয়ের খোঁজ না মেলায় পরিবারে চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়।

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ গঙ্গাসাগর মেলায় পূণ্যস্নান করতে এসে নিখোঁজ হয়ে পড়েছিলেন মধ্য প্রদেশের সিংরৌলি জেলার বারাদার গ্রামের বাসিন্দা দুই ভাই;রামপিয়ারি ও সোহাগলাল। জিরাবন থানা এলাকার এই দুই ব্যক্তি গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাগরে পূজো দিতে এসেছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় ভিড়ের চাপে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। দল ফিরে গেলেও দুই ভাইয়ের খোঁজ না মেলায় পরিবারে চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। বিষয়টি জানানো হয় নবান্ন কন্ট্রোল রুম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে। প্রশাসনের তৎপরতায় শুরু হয় অনুসন্ধান। গত ২৭ জানুয়ারি সোহাগলালকে অচৈতন্য অবস্থায় কাকদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিচয় জানা না থাকায় তাঁকে অজ্ঞাত হিসেবেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। পরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তাঁর ছেলে রোহিত এসে বাবাকে নিয়ে যান। জানা যায়, দাদাকে খুঁজতে গিয়েই ছোট ভাই রামপিয়ারি আলাদা হয়ে পড়েন। দাদার সন্ধানে রামপিয়ারি পৌঁছে যান বারাণসীতে, কারণ সোহাগলাল কুম্ভ মেলায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর ক্লান্ত হয়ে এক রেলস্টেশনে ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর টাকা ও মোবাইল চুরি যায়। অসহায় অবস্থায় তিনি সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলেন।

এই সময় উদ্যোগ নেয় ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব। দেশজুড়ে যোগাযোগ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত বারাণসী থেকে রামপিয়ারির খোঁজ মেলে। ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস জানান, নিরন্তর প্রচেষ্টায় দুই ভাইকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে তাঁরা গর্বিত। পরিবারের আবেগঘন প্রতিক্রিয়া; বাংলার মানুষ খুব ভালো।

আবার সাগর মেলায় আসব, এবার আর হারানোর ভয় নেই।

মিনাখাঁয় মিটিং চলাকালীন হামলার অভিযোগ! বিজেপি-তৃণমূল তরজা, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানার বামনপুকুর এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক চলাকালীন হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এলাকায়। বিজেপির দাবি, মঙ্গলবার বিকেলে বামনপুকুরে তাদের দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের একটি সাংগঠনিক বৈঠক চলছিল।

সেই সময় আচমকাই তৃণমূল কর্মীরা সেখানে এসে হামলা চালায়। অভিযোগ, দলীয় কর্মীদের মারধর করা হয় এবং কার্যালয়ের সামনে রাখা কয়েকটি মোটরবাইক ভাঙচুর করা হয়।

হঠাৎ এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত মিনাখাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, এই ঘটনা বিজেপির সাজানো নাটক। তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তুলতেই বিজেপি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি আগাম সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে বলেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনায় দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছে।

এলাকায় যাতে নতুন করে অশান্তি না ছড়ায়, সেদিকে নজর রাখছে পুলিশ। তদন্তের পরই পুরো ঘটনার আসল সত্য সামনে আসবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

হরেকরকম

নয়া জামানা

১৮ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

অবসর সময়ে ফোনে রিল স্ক্রলিং ? কিভাবে কাটাবেন এই অভ্যাস ?

নয়া জামানা ঃ নেই কাজ তো খই ভাজ- বিখ্যাত এই বাংলা প্রবাদটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কম বেশি সবাই এই প্রবাদটির সঠিক অর্থটাও জানেন । দৈনন্দিন জীবনে প্রবাদটি আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময় কাটছে না ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন; আপনি জানেন আপনাকে দুপুর দুটোর মধ্যে ওষুধ নিতে হবে। কিন্তু দুপুর দুটো কখন বাজবে তা নিয়ে বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

আপনি জানেন যে আপনি দেখলেই সময় পাল্টে যাবে না সময় নিজের মতনই কাটবে কিন্তু, তাও এটা আপনার অভ্যাস বা বদঅভ্যাস। এই একই রকম প্রক্রিয়া দেখা যায় আপনার সাথে আপনার ফোনের। বর্তমানে অবসরের সময় কাটানোর সবচেয়ে প্রধান উপায় হল মোবাইল ফোন ঘাটা।

মোবাইলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবে রিল স্ক্রল করতে করতে সময় কখন কেটে যায় তা সত্যিই বোঝা মুশকিল, কিন্তু এটি যে আপনার শরীরের ক্ষেত্রে কতটা বিপদজনক সেটাও জেনে রাখা উচিত। এই অভ্যাসটা কিভাবে কাটাবেন তা নিয়েই চিন্তিত তো আপনি? আলোচনা করা যাক কিছু সহজ উপায়।ফোনে ডুবে থাকার অভ্যাস কাটানোর জন্য কিছু টিপস

১. সীমা নির্ধারণ করুন* ফোন ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন এবং সেই সময়ের পরে ফোন বন্ধ রাখুন।
২. ফোনকে দূরে রাখুন ফোনকে আপনার থেকে দূরে রাখুন, বিশেষ করে যখন আপনি কাজ করছেন বা পড়াশোনা করছেন।
৩. অন্যান্য কাজ করুন ফোনের বদলে অন্যান্য কাজ করুন, যেমন বই পড়া, ব্যায়াম করা, বা বন্ধুদের সাথে কথা বলা।
৪. ফোনের অ্যাপস মুছে ফেলুন ফোনের অ্যাপসগুলি মুছে ফেলুন যা আপনাকে বেশি সময় ধরে ফোনে রাখে।
৫. ফোনের স্ক্রিন টাইম ট্র্যাক করুন ফোনের স্ক্রিন টাইম ট্র্যাক করুন এবং দেখুন আপনি কতটা সময় ফোনে ব্যয় করছেন।
৬. ফোনের ব্যবহারের জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করুন ফোনের ব্যবহারের জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করুন এবং সেই অনুযায়ী ফোন ব্যবহার করুন।
৭. ফোনের বদলে বই পড়ুন ফোনের বদলে বই পড়ুন, এটি আপনার মনকে শান্ত রাখবে এবং ফোনের অভ্যাস কমাবে।
৮. বন্ধুদের সাথে সময় কাটান বন্ধুদের সাথে সময় কাটান এবং তাদের সাথে কথা বলুন, এটি আপনার মনকে ফোন থেকে দূরে রাখবে।
৯. ফোনের জন্য একটি বিশেষ জায়গা তৈরি করুন ফোনের জন্য একটি বিশেষ জায়গা তৈরি করুন যেখানে আপনি ফোন রাখবেন এবং ব্যবহার করবেন।
১০. ফোনের অভ্যাস কাটানোর জন্য সাহায্য নিন ফোনের অভ্যাস কাটানোর জন্য সাহায্য নিন, যেমন একটি ফোন অ্যাডিকশন সাপোর্ট গ্রুপে যোগ দেওয়া।

এই টিপসগুলি অনুসরণ করে আপনি ফোনে ডুবে থাকার অভ্যাস কাটাতে পারেন। এছাড়াও গান শোনা, আঁকা-আঁকি, বই পড়া ইত্যাদি এই অভ্যাসগুলি আবার নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনুন।

ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে নিয়মিত পান করুন এই ঘরোয়া পানীয় গুলি

নয়া জামানা ঃ উজ্জ্বল ত্বক চায়না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। স্ত্রী- পুরুষ নির্বিশেষে সবাই এই উজ্জ্বল ত্বক পাওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা দামী প্রসাধনীর পিছনে ব্যয় করেন। তবে আমাদের ঘরের মধ্যেই রয়েছে ত্বককে সতেজ ও সুন্দর করে তোলার একাধিক পানীয়।ঘরোয়া কিছু পানীয় যা ত্বককে উজ্জ্বল ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে

প্রথমেই বলা যায় পর্যাপ্ত জল পান করার কথা। জল শরীর থেকে টক্সিন বের করে এবং শরীরকে হাইড্রেট রাখে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করলে শরীর সতেজ উজ্জ্বল ও মসৃণ থাকে। এছাড়াও অন্যান্য পানীয়গুলি হলো

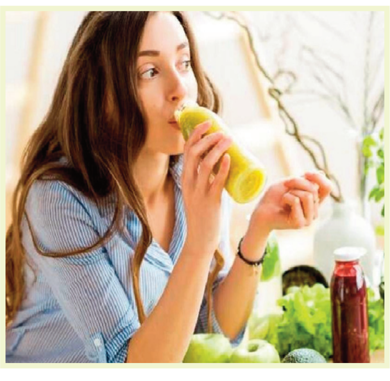

১. লেম্বু পানি লেম্বু পানিতে ভিটামিন সি আছে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বককে সতেজ রাখে।
২. আলু বুশ পানি আলু বুশ পানিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে যা ত্বকের ক্ষতি রোধ করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল রাখে।
৩. কাঁঠাল বীজের পানি কাঁঠাল বীজের পানিতে ভিটামিন ই আছে যা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং ত্বককে সতেজ রাখে।
৪. গাজরের রস গাজরের রসে ভিটামিন এ আছে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বককে সতেজ রাখে।
৫. পুদিনার পানি পুদিনার পানিতে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান আছে যা ত্বকের লোদনা এবং জ্বালা কমায়।
৬. নারকেল পানি নারকেল পানিতে ইলেক্ট্রোলাইট আছে যা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং ত্বককে সতেজ রাখে।
৭. টমেটোর রস টমেটোর রসে লাইকোপিন আছে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বককে সতেজ রাখে।

এই পানীয়গুলি নিয়মিত পান করলে ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ থাকবে। এছাড়াও এগুলি শরীরের ক্লান্তি দূর করে এবং সারাদিন শরীরকে চনমনে রাখতে সাহায্য করে।

নজরে INSTA

ঈশিতা

ঋতিক্কা

নূসরাত

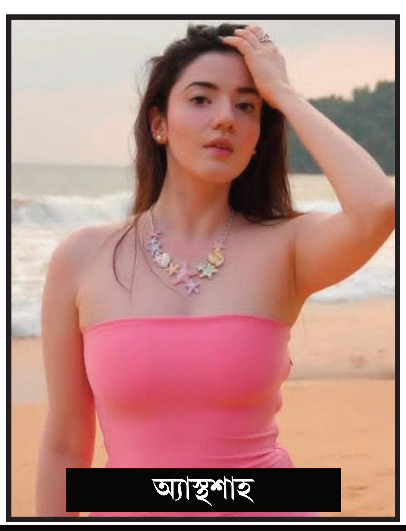

অ্যাস্থশাহ

কৃষ্ণা

খিচুড়ি ! বাঙালির এক আবেগ

নয়া জামানা ঃ উৎসবের দিন হোক বা রোজগার খাওয়া-দাওয়া খিচুড়ি খুব সহজেই এইসব বিভাগ বিভাজন পেরিয়ে যেতে পারে। খিচুড়ি কে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সংস্কৃতির একটি যোগসূত্র হিসেবে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃতি চালে ডালের মিশ্রণে তৈরি এই খ াবারটিকে তাদের দৈনন্দিন খাবার টেবিলে আপন করে নিয়েছে।এক ফোড়নে চাল ডাল দিয়ে খিচুড়ির রেসিপি

উপকরণ
- ১ কাপ চাল
- ১/২ কাপ ডাল (মুগ ডাল বা মশুর ডাল)
- ১ টেবিল চামচ ঘি
- ১ টি পেঁয়াজ, কাটা
- ১ টি টমেটো, কাটা
- ১ টি আলু, কাটা (ঐচ্ছিক)
- ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়া
- ১/২ চা চামচ মরিচ গুঁড়া
- ১/২ চা চামচ জিরা গুঁড়া
- লম্বা গোলমরিচ, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা ধনে পাতা, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা পুদিনা পাতা, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা আদা বাটা, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা রসুন বাটা, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা শুকনা মরিচ, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা তেজপাতা, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা দারচিনি, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা এলাচ, কাটা (ঐচ্ছিক)
- লম্বা লবণ, স্বাদ অনুযায়ী
- ৩ কাপ পানি

প্রণালী
১. চাল এবং ডাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।
২. একটি পাত্রে ঘি গরম করুন।
৩. পেঁয়াজ, টমেটো, আলু (যদি ব্যবহার করেন) যোগ করুন এবং নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।
৪. হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া যোগ করুন এবং ১ মিনিট ভাজুন।
৫. চাল এবং ডাল যোগ করুন এবং ২ মিনিট ভাজুন।
৬. পানি যোগ করুন এবং ফুটিয়ে নিন।
৭. লবণ যোগ করুন এবং মিশিয়ে নিন।
৮. ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ২০-২৫ মিনিট রান্না করুন বা চাল এবং ডাল নরম হওয়া পর্যন্ত।
৯. গরম গরম পরিবেশন করুন।

টিপস
- চাল এবং ডাল ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
- পেঁয়াজ এবং টমেটো নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।
- হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া যোগ করার পরে ১ মিনিট ভাজুন।
- চাল এবং ডাল নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।
- গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছকভাঙা জাদুতে ব্রাইডাল বিস্ময়

নয়া জামানা ঃ ফ্যাশন ও ব্রাইডাল জগতের এক অনন্য আয়োজন সম্প্রতি নজর কেড়েছে শহরে। ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম পরিচিত মডেল তথা 'বধূঘর'-এর কর্ণধার রেশমি সিং এবং খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার অর্পিতা ব্যানার্জী ,র যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী হাই-কনসেপ্ট ব্রাইডাল শুট। বাংলা, তামিল ও মুসলিম কনের ঐতিহ্যকে এক মঞ্চে এনে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে এই আয়োজনে। প্রতিটি ফ্রেমে ছিল সৃজনশীলতার ছোঁয়া ও এক রহস্যময় জাদুর আবহ, যা প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে কনের রূপকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে এই ছক-ভাঙা শুট ইতিমধ্যেই ফ্যাশন মহলে সাড়া ফেলেছে। মডেলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিম্পা নাথ, সুস্মিতা রায়, ঋত্বিকা রায়,কিরণ সরাফ , মেধা দত্ত, পাওলি পাল ও প্রীতি সিং। প্রসাধনি শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সানিয়া খাতুন, মনিকা রাই, স্বাতী ব্যানার্জী,সাহিলি সাহা ও সন্ধ্যা হালদার। পোশাক প্রদান করেন মহানন্দা মাঝি। এক বিশেষ কনসেপ্ট শুটে ঋত্বিকা রায়,কে দেখা গেল এক ভৌতিক আবহে। হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি, বহুদিন পর সে ফিরে আসে তার পুরনো বাড়িতে। চারদিকে নীরবতা, হাওয়ার শব্দ আর পেছনে রহস্যময় সুর বাজতে থাকে। মোমের কাঁপা আলোয় ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে স্মৃতি আর অদৃশ্য উপস্থিতির ইঙ্গিত। যেন অতীতের ছায়া তাকে ঘিরে নতুন এক রহস্যের গল্প বুনে চলে। এই সৃজনশীল আয়োজন প্রমাণ করল, ব্রাইডাল ফ্যাশনেও ভাবনা, গল্প ও শিল্পের অসীম সম্ভাবনা রয়েছে।

নয়া জামানা

মার্চেই বাংলার পাঁচ আসনে রাজ্যসভা ভোট

আগামী ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি-সহ দেশের ১০টি রাজ্যের মোট ৩৭টি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বুধবার সকালে নির্বাচন কমিশন এই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আগামী ২ এপ্রিল বাংলার পাঁচ সাংসদের মেয়াদ শেষ হতে চলায় এই শূন্যপদ পূরণে ভোটগ্রহণ হবে।

ভোটের দিনই বিকেল ৫টায় শুরু হবে গণনা। কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৫ মার্চ। জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি যাচাই করা হবে ৬ মার্চ। ইচ্ছুক প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন ৯ মার্চ পর্যন্ত। তবে কোনো আসনে একক প্রার্থী থাকলে ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ বিদায়ী সাংসদের তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের সুব্রত বক্সী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকেত গোখলে এবং দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া মৌসম বেনজির নূর। তাঁদের সঙ্গেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের। বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক সংখ্যার পাটিগণিত অনুযায়ী, এই পাঁচ আসনের মধ্যে চারটিতে তৃণমূলের জয় একপ্রকার নিশ্চিত। বাকি একটি আসনে জয়ী হওয়ার কথা বিজেপির।

অবশ্য প্রার্থীর সংখ্যা পাঁচের বেশি হলে ভোটাভুটির ময়দান চনমনে হয়ে উঠবে। বাংলা ছাড়াও মহারাষ্ট্রের ৭টি, তামিলনাড়ুর ৬টি, বিহারের ৫টি এবং ওড়িশার ৪টি আসনে ভোট হবে। তালিকায় রয়েছে অসম, ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও তেলঙ্গানাও। সব মিলিয়ে আগামী মাসেই সংসদের উচ্চকক্ষের লড়াইয়ে সরগরম হতে চলেছে জাতীয় রাজনীতি। নির্বাচনের প্রস্তুতিতে এখন থেকেই কোমর বাঁধছে রাজনৈতিক দলগুলি।

আগামী ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি-সহ দেশের ১০টি রাজ্যের মোট ৩৭টি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বুধবার সকালে নির্বাচন কমিশন এই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আগামী ২ এপ্রিল বাংলার পাঁচ সাংসদের মেয়াদ শেষ হতে চলায় এই শূন্যপদ পূরণে ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের দিনই বিকেল ৫টায় শুরু হবে গণনা। কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৫ মার্চ। জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি যাচাই করা হবে ৬ মার্চ। ইচ্ছুক প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন ৯ মার্চ পর্যন্ত। তবে কোনো আসনে একক প্রার্থী থাকলে ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে না।

চিনা রোবটকে নিজেদের বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের!

এই সম্মেলনকে রাহুলের কটাক্ষ, নড়েচড়ে বসল কেন্দ্র

দেশের প্রথম এআই সম্মেলনে মোদি সরকারের নাক কাটার জোগাড়! চিনা রোবটকে নিজেদের আবিষ্কার বলে চালাতে গিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম ডুবিয়েছে নয়ডার গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে 'অপমান' উপহার দেওয়ার পরও নির্বিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দোষ দিচ্ছে তাঁদের প্রচার বিভাগের প্রধানকে। গালগোটিয়াসের এই বিতর্কের পর গোটা এআই সম্মেলনকেই কটাক্ষ করছে বিরোধীরা। তবে বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছে কেন্দ্র। জানিয়েছে, নিজেদের তৈরি নয়, এমন কিছু দেখানো যাবে না সম্মেলনে। রাহুল গান্ধী সোশাল মিডিয়ায় বলছেন, তএই এআই সম্মেলনটা আসলে প্রচারে আসার ব্যর্থ চেষ্টা। ভারতের প্রতিভা ও তথ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার বদলে এই সম্মেলনে ভারতের

তথ্য বিক্রি হচ্ছে। আর চিনা পণ্যকে ভারতের বলে দাবি করা হচ্ছে।দ একা রাহুল নন, কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলি থেকেও পোস্ট করে কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করা হয়। বিতর্কের সূত্রপাত 'ওরিয়ন' নামক নজরদারি রোবো কুকুর নিয়েই সম্মেলনে গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা আসার পরে! একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে, যেখানে নেহা সিং নাম্নী এক অধ্যাপক দাবি করছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠাবন ৩৫০ কোটি টাকা খরচ করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণায়। তারই ফলশ্রুতি ওই যন্ত্র-সারমেয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘুরে বেরিয়ে নিজে নিজেই নজরদারি চালাতে পারবে। এতেই হাসির রোল ওঠে। কেননা যে রোবো কুকুর নিয়ে এমন দাবি, তা আসলে চিনা যন্ত্রকুকুর। 'ইউনিট্রি জিও২' নামের ওই রোবটটি একটি বাণিজ্যিক পণ্য। দাম ২৮০০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় মোটামুটি ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। সেই কুকুরকেই নিজেদের তৈরি বলে চালানোর চেষ্টাতে বিপত্তি বাঁধে। চিনা সংবাদমাধ্যম ফাঁস করে দেয় গালগোটিয়াসের কীর্তি। বিতর্কের মুখে গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বিতাড়িত করা হয়। ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন মন্ত্রকের সচিব এস কৃষ্ণন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তনিজেদের তৈরি নয়, এমন কিছু দেখানো যাবে না সম্মেলনে। এই সম্মেলনে যা প্রদর্শিত হবে সেটা নিয়ে কোনওরকম বিতর্ক কাম্য নয়। ভুয়ো তথ্য ছড়ানোটা মোটেই বরদাস্ত করা হবে না।দ পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাফাই হিসাবে বলে, তাঁদের প্রচার বিভাগের নেহা সিং ওই রোবট সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতেন না। এমনকী সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর মুখ খোলার অধিকারও নেই। অতি উৎসাহে ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেছেন তিনি।

পাঞ্জাবে ফের এক আপ নেতাকে গুলি করে খুন!

আবার সেই তরণ তারণ। ভরা বিয়েবাড়িতে আরও এক আম আদমি পার্টির নেতাকে গুলি করে খুন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। এখনও পর্যন্ত আততায়ীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম হরবিন্দর সিং। তিনি এলাকায় পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। সম্প্রতি তিনি একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই হামলা চালায় দুই দুষ্কৃতী। পরপর হরবিন্দরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তারা। এরপরই সেখান থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। গুলির আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন হরবিন্দর। গুলিবিদ্ধ হন আপ নেতার তুতো ভাইও। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হরবিন্দরকে উদ্ধার করে হাসাপাতলে ভর্তি করানো হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কে বা কারা এই হামলা চালালো তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত মাসে তরণ তারণ এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ভলতোহা এলাকায় পঞ্চায়েতের প্রধান তথা আপ নেতা জরনৈল সিং। সেখানেই হামলা চালায় দুই দুষ্কৃতী। জনসমক্ষে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় তারা। গুলিবিদ্ধ আপনেতা লুটিয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। পরে এনকাউন্টারে খতম করা হয় অভিযুক্ত গ্যাংস্টারকে।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরবে?

মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

গত কয়েকবছর ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। মঙ্গলবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তজম্মু ও কাশ্মীর খুবই স্পর্শকাতর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত করেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে এই বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দ অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়টিতে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছে। তিনি বলেন, তআমরা আশা করেছিলাম এতদিনে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু তা আমরা দেখতে পেলাম না। তবে আমরা আশা ছাড়িনি। কেন্দ্রের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা নিয়মিত যোগাযোগে রয়েছি।দ উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা খর্ব করার পাশাপাশি উপত্যকার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে নিয়ে দু'টি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। কাশ্মীরকে যেভাবে পূর্ণ রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল, সেটা নিয়েও বিস্তর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে।

ট্রাম্পের চোখরাঙানি ফেল! আগের মতোই রাশিয়া থেকে তেল কিনছে ভারত

ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে পড়ে রুশ তেল কেনা মোটেই কমাচ্ছে না ভারত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায় নতুন কিছুই নেই। তবে রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ভারত অবস্থান বদল করেছে সেটা বিশ্বাস করার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য, বুধবার সকালেই খবর ছড়ায়, গত জানুয়ারির তুলনায় এবছরের জানুয়ারিতে রাশিয়ার থেকে ৪০.৫ শতাংশ তেল কম কিনেছে ভারত। চলতি মাসের গোড়ার দিকে বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণায় ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, রুশ তেল না কেনা এবং পাঁচ বছরে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকার মার্কিন পণ্য কেনার শর্তে বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছে ভারত ও আমেরিকা। পাশাপাশি মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও দাবি করেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত। তারপর থেকেই একাধিকবার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি বাণিজ্যচুক্তির চাপে পড়ে সত্যিই রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে দেবে ভারত? এই প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বা না কোনওটাই বলেনি নয়াদিল্লি। এহেন পরিস্থিতিতে বুধবার প্রকাশ্যে আসে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক রিপোর্ট। সেখানে দাবি করা হয়, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যেখানে ৪.৮১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছিল রাশিয়া থেকে, সেখানে এবারের জানুয়ারিতে মাত্র ২.৮৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্যই আমদানি করেছে ভারত। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, রুশ তেল কেনা বন্ধ করাতেই এই অবনতি। আসলে রাশিয়ার থেকে মোট যা পণ্য আমদানি করে ভারত, তার ৮০ শতাংশই রুশ তেল। ফলে তা কেনা কমালেই সামগ্রিক ছবিটাও বদলে যাবে সেইমতো। কিন্তু বুধবার বিকেলেই রাশিয়ার তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, রুশ তেল কেনার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসেনি। জাখারোভার কথায়, তভারত রুশ তেল আমদানি করায় দুই দেশই লাভবান হয়, বিশ্বের তেলের বাজারে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। ভারত যে রুশ তেল কেনা বন্ধ করেছে এমনটা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা বিদেশসচিবের কথায় নতুন কিছু নেই কারণ তাঁরা স্বাধীন দেশের অধিকার ছিনিয়ে নিতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাহলে কি আমেরিকার চাপ সামলেও রুশ তেল কেনা অব্যাহত রাখছে ভারত? জবাব অধরাই।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত অজিতের বিমানের ব্ল্যাক বক্স!

সুনেত্রা সিবিআই তদন্ত চাইতেই বলল কেন্দ্র

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত অজিত পওয়ারের মৃত্যু রহস্যে নয়া মোড়। স্বামীর মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে মঙ্গলবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার। এরপরই অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হল, আগুনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিমানের ব্ল্যাক বক্স। সেখান থেকে তথ্য উদ্ধার করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ২৮ জানুয়ারি মুম্বই থেকে বারামতী যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা কবলে পড়েছিল অজিত পওয়ারের বিমান। এর পরদিনই সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় বিমানের ব্ল্যাক বক্স। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করে এএআইবি।

সম্প্রতি এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে দুটি ফ্লাইট রেকর্ডার ছিল একটি ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার ও অন্যটি ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। দুর্ঘটনার পর ভয়ংকর আগুন ও অতিরিক্ত তাপে দুটি যন্ত্রই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই যন্ত্রটি যেহেতু মার্কিন সংস্থার তৈরি তাই সেখানকার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তবে এল ৩ কমিউনিকেশনস-এর তৈরি ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার থেকে বেশ কিছু তথ্য ডাউনলোড করা সম্ভব হয়েছে এএআইবি ল্যাবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হয়, মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার অজিতের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। সুনেত্রা-সহ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র নেতারা মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। এই দুর্ঘটনা নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন তুলেছিলেন অজিত পাওয়ারের ভাগ্নে এবং এনসিপি (এসপি) বিধায়ক রোহিত পাওয়ার। তদন্তের ধীর গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এবার এই মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবি উঠতেই সামনে এল ব্ল্যাক বক্স সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য। উল্লেখ্য, অজিতের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা হল, ২৮ জানুয়ারি সকাল ৮টা নাগাদ রওনা দিয়েছিল বিমানটি। যাত্রার প্রথম দিকে সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল। ১০ মিনিটের মধ্যেই বিমানটি প্রায় ছ'কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে যায় এবং তার গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১০৩৬ কিলোমিটার। উড়ানের ২৪ মিনিট পর কিছু সময়ের জন্য বিমানটি নজরদারি সঙ্কেত পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। কয়েক মিনিট পরে আবার সেই সঙ্কেত ফিরে এলেও সকাল ৮টা ৪৩ মিনিটে বিমানটি পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওই সময়েই ঘটে দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বিমানের উচ্চতা নেমে এসেছিল প্রায় ১০১৬ মিটারে এবং গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৩৭ কিলোমিটার, যা অবতরণের সময় স্বাভাবিক বলে ধরা হয়।

শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ কি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া?

অশ্বিনী বৈষ্ণবের মন্তব্যে জল্পনা

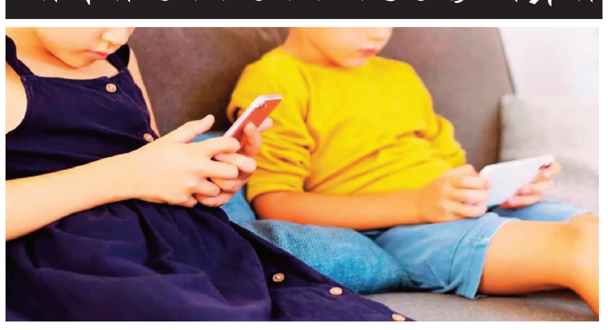

অস্ট্রেলিয়ার পথে কি এ বার ভারতও? শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে কি নির্দিষ্ট বয়সের গণ্ডি টেনে দিতে চাইছে কেন্দ্র? কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাম্প্রতিক মন্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে। সরাসরি নিষেধাজ্ঞার কথা না বললেও মন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বয়সভিত্তিক বিধিনিষেধ নিয়ে প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। ডিপফেক রুখতে এবং শিশুদের সুরক্ষায় আরও কঠোর আইনি কাঠামো তৈরির পথে হাঁটছে সরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, নেটফ্লিক্স, ইউটিউব, মেটা বা এক্স; নাম যাই হোক না কেন, ভারতের সংবিধান ও আইনি কাঠামো মেনে চলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। বর্তমান ইন্টারনেটের দুনিয়ায় বিশেষত ডিপফেক এবং সমাজমাধ্যমের কুপ্রভাব থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে শক্তিশালী নিয়মকানুন প্রয়োজন। অশ্বিনী বলেন, ' বয়সভিত্তিক বিধিনিষেধ এবং ডিপফেক মোকাবিলা করার জন্য সমাজমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে, যাতে উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা যায়।' প্রযুক্তির অপব্যবহার যে হারে বাড়ছে, তাতে সংসদীয় কমিটিও বিষয়টি নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় রাজনৈতিক ঐকমত্যের ওপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, ' আমি মনে করি ডিপফেকের উপর আমাদের আরও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এটি ক্রমবর্ধমান একটি সমস্যা। অবশ্যই শিশুদের এবং আমাদের সমাজকে এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। এখন পর্যন্ত যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, তার বাইরে আর কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। ' বিশ্বের একাধিক দেশ ইতিমধ্যেই এই পথে হেঁটেছে। উদাহরণ হিসেবে গত ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার নেওয়া পদক্ষেপের কথা উঠে এসেছে। সেখানে ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স-এর মতো প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করে প্রায় ১০ লক্ষ অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে। ফ্রান্সও একই দিশায় এগোচ্ছে। ভারতও এবার সেই গ্লোবাল ট্রেন্ড অনুসরণ করে শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছে।

খুনের চেষ্টা হচ্ছে ইমরানকে!

খুন করার চেষ্টা হচ্ছে ইমরান খানকে ! আর সেই চেষ্টা করছেন মহসিন নকভি ও আসিম মুনির। এরকমই বিস্ফোরক অভিযোগ পাকিস্তানের বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বোনেদের। সম্প্রতি ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ডঃ উজমা খান ও আলিমা খান অভিযোগের আঙুল তুলছেন দু'জনের দিকে। মহসিন নকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আসিম মুনির সেদেশের সেনা সর্বাধিনায়ক। একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ২০২৩ সালে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করেছিল শাহবাজ সরকার। বর্তমানে ৭৩ বছর বয়সি ইমরান বন্দি রয়েছেন আদিয়ালা জেলে। গত কয়েকদিন ধরেই

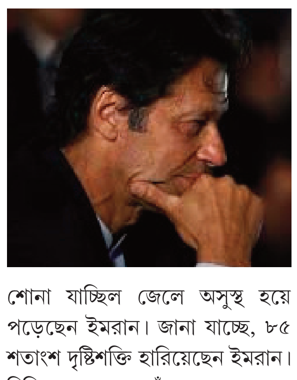

শোনা যাচ্ছিল জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইমরান। জানা যাচ্ছে, ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন ইমরান। চিকিৎসার জন্য তাঁকে জেল থেকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে স্ত্রী বুসরা বিবির সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নকভি ও মুনির মিলে 'কাপ্তান'কে খুনের চক্রান্ত করছেন বলে অভিযোগ বোনেদের। সম্প্রতি ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাঁরা। ইমরানকে উদ্ধৃতি করে উজমা জানিয়েছেন, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা আমাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করছে। আলিমার সংযোজন, তওরা আমাদেরও হুমকি দিচ্ছে। ওরা রক্তের স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু ইমরান খান বা আমাদের যদি কিছু হয়, তাহলে কথা দিচ্ছি, আমরাও কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, ইমরানকে ব্যক্তিগত ডাক্তার দেখানোর অনুমতি দেয়নি শাহবাজ সরকার।

উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া ইরানের দোরগোড়ায় মার্কিন যুদ্ধবিমান

ফের রণংদেহি মেজাজে আমেরিকা। রণতরী মোতায়েনের পর এবার পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যুদ্ধবিমানের গর্জন বাড়িয়ে সরাসরি ইরানকে কড়া বার্তা দিল ওয়াশিংটন। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশে ওই অঞ্চলে এফ-১৬, এফ-২২ এবং এফ-৩৫-এর মতো অত্যাধুনিক প্রায় ৫০টি যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ইরানি সীমান্তের কাছে মার্কিন বায়ুসেনার সক্রিয়তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। সংবাদমাধ্যম 'অ্যাক্সিওস' এক মার্কিন আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। পেন্টাগন জানিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও উন্নতমানের যুদ্ধবিমান পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাগর থেকে আকাশ সর্বত্রই এখন মার্কিন দাপট। দক্ষিণ চিন সাগর থেকে যাত্রা শুরু করা পরমাণু শক্তিচালিত যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন এবং তিনটি আর্লে বার্ক-শ্রেণির ডেস্ট্রয়ার বর্তমানে ইরান উপকূলের অদূরে ঘাঁটি গেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা উপকূল থেকে

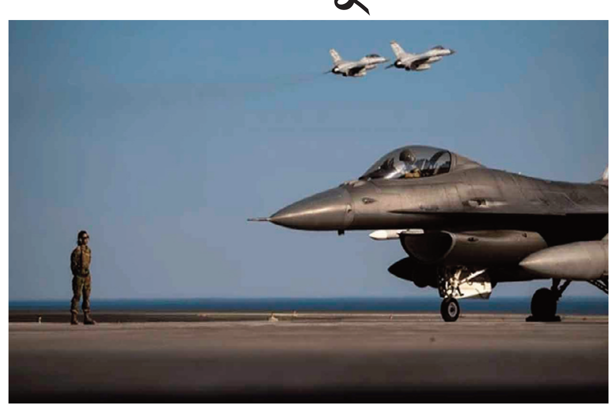

আসা ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড। এই বিশাল নৌবহরের উপস্থিতিতে গোটা অঞ্চল কার্যত বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, তেহরানও হাত গুটিয়ে বসে নেই। মার্কিন রণতরীর নাকের ডগায় হরমুজ প্রণালীতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে পাল্টা হুঙ্কার দিয়েছে ইরান। যদিও তেহরানের দাবি, এটি ছিল নিছকই 'পরীক্ষামূলক' মহড়া। তবে আমেরিকার মতে, এই পদক্ষেপ চরম 'প্ররোচনামূলক'। সামরিক এই উত্তেজনার মধ্যেই থমকে রয়েছে বহুচর্চিত পারমাণবিক চুক্তি। দ্বিতীয় দফার আলোচনা শেষে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সাফ জানিয়েছেন, ইরান তাঁদের মূল দাবিগুলি মানতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ওয়াশিংটনের দেওয়া শর্ত নিয়ে দু'পক্ষের টানাপড়েন অব্যাহত। আমেরিকা তেহরানকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আরও দু'সপ্তাহ সময় দিলেও এখনই রফাসূত্রের কোনো ইঙ্গিত নেই।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আলোচনার পরিবেশ তৈরি হলেও অদূর ভবিষ্যতে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় এখন চরম অনিশ্চয়তা। একদিকে কূটনীতির টেবিলে দরাদরি চলছে, অন্যদিকে আকাশ ও সমুদ্রে চলছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মরিয়া লড়াই।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপের সুপার এইটে ভারত, লড়ে বিদায় নিল নেদারল্যান্ডস

ম্যাচটা ছিল নিয়মরক্ষার। কিন্তু ক্রিকেটদুনিয়ার অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ নেদারল্যান্ডস সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিল ভারতের সঙ্গে। সুপার এইটের আগে হাসতে হাসতে ম্যাচ জেতা হল না সূর্যকুমার যাদবদের। এদিনের জয়ের ব্যবধান পাকিস্তান ম্যাচের থেকেও অনেক কম। তবে টি-২০ বিশ্বকাপে অপরাজিত থাকার তকমা এখনও সেঁটে রয়েছে ভারতে নামের পাশে। ২০২৪ বিশ্বকাপে একটাও ম্যাচ হারেনি মেন ইন ব্লু। চলতি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বেও ছুটেছে ভারতের অশ্বমেধের ঘোড়া। বুধবার সন্ধেয় ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচ শুরুর আগেই সুপার এইটের আট দল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। স্রেফ নিয়মরক্ষার ম্যাচ। কিন্তু ছিটকে গেলেও বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গেল ডাচ ব্রিগেড। এদিন সূর্যর টস ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক। অভিষেক শর্মার খারাপ ফর্ম অব্যাহত। এদিনও তিনি ফিরলেন শূন্য রানে। প্রথম তিন ম্যাচে ঝড় তোলা ঈশান কিষানও এদিন ব্যর্থ। দুই ওপেনারকে প্যাভিলিয়নে ফেরান ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডাচ বোলার আরিয়ান দত্ত। তিলক বর্মা, সূর্যদের ইনিংসও এদিন আহামরি কিছু ছিল না। বরং ১৪তম ওভারে মাত্র ১১০ রানে চার উইকেট খুইয়ে বেশ চাপেই ছিল ভারত। দলের রক্ষাকর্তা হয়ে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হাজির হলেন শিবম দুবে। ৩১ বলে ৬৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে প্রাণ ফিরল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপে। ঝড় তোলার চেষ্টা করলেন হার্দিক পাণ্ডিয়াও (৩০)। কিন্তু 'দুর্বল' দলের বিরুদ্ধে ২০০ রানের টার্গেট খাড়া করতে পারেনি ভারত। জয়ের জন্য ১৯৪ রানের লক্ষ্য ছিল ডাচদের সামনে। খানিকটা ধীরে চলো নীতিতে ইনিংস শুরু করেন মাইকেল লেভিট এবং ম্যাক্স ও'ডিড। কিন্তু একাই উইকেটে টিকে থেকে ইনিংস গড়ার মতো কেউ ছিল না ডাচ ব্রিগেডে। মূলত বরুণ চক্রবর্তীর ঘূর্ণির কাছেই পরাস্ত হল নেদারল্যান্ডস। তিন ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে তিন উইকেট তুলে নেন তিনি। ওয়াশিংটন সুন্দর দাগ কাটতে পারেননি। অভিষেক শর্মার পার্টটাইম স্পিনেও আজ ভরসা মেলেনি। ভারতের ফিল্ডিং নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। অন্যদিকে, শেষ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করে হারের ব্যবধান অনেকখানি কমিয়ে ফেলল ডাচরা। বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেলেও বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে এই লড়াই বড় প্রাপ্তি হয়ে থাকবে স্কট এডওয়ার্ডসদের কাছে। মাত্র ১৭ রানে হেরে এবারের মতো বিশ্বকাপ শেষ করল নেদারল্যান্ডস।

তারেকের শপথের পরদিনই ঢাকায় পাকিস্তানের 'বন্ধু', কী উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এলেন বিশ্বজয়ী ফুটবলার?

আচমকাই বাংলাদেশ সফরে জার্মানির বিশ্বজয়ী ফুটবলার মেসুট ওজিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তারিপ এর্দোগানের পুত্র বিলাল। সূত্রের খবর, এই সফর নিয়ে সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা হয়নি। একপ্রকার চুপিসারেই তাঁরা চলে এসেছেন বাংলাদেশে। নতুন সরকার গঠনের পরদিনই তুরস্ক প্রেসিডেন্টের পুত্র কেন বাংলাদেশে পা রাখলেন, সেই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছয় তুরস্ক প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিমান। সেখান থেকে ওজিলরা যান 'টিকা'র দপ্তরে। এই টিকা হল তুরস্কের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা। তাদের অধীনে বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে বাংলাদেশে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদ নির্বাচনে জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির জেতার পর ক্যাম্পাসে একটি মেডিক্যাল সেন্টার তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। এই সেন্টারটি তৈরি হয়েছে 'টিকা'র আর্থিক সহায়তায়। জানা গিয়েছে, ওই সেন্টার উদ্বোধনেই এসেছিলেন ওজিলরা। সঙ্গে ছিলেন টিকার চেয়ারম্যান আরন আবদুল্লা। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে জার্মানির জার্সিতে বিশ্বকাপ জিতলেও ওজিল আসলে তুর্কি বংশোদ্ভূত। ফুটবল থেকে অবসরের পর তিনি ফিরে যান তুরস্কে। গতবছর তিনি যোগ দেন এর্দোগানের দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিতে। বর্তমানে তিনি দলের বোর্ড সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। বুধবার তাঁকে দেখতে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেডিক্যাল সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পুরো সময়টাই তিনি উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে ওজিল প্রচারের আলো শুষে নিলেও কূটনীতিকদের মনে উঁকি দিচ্ছে অন্য প্রশ্ন। তুরস্ক বরাবরই পাকিস্তানের 'বন্ধু'। অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পাকিস্তানকে উদার হস্তে সাহায্য করেছিল তারা। তুরস্কের এই 'টিকা' সংগঠনের বিরুদ্ধেও রয়েছে ভূরি ভূরি অভিযোগ। আর্থিক সহায়তার আড়ালে উগ্র ইসলামপন্থী নাশকতায় মদতের অভিযোগ রয়েছে। তারেক রহমানের সরকারের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বার্তা দিয়েছে ভারত। কিন্তু তারেকের শপথের পরদিনই ঢাকায় পা রাখল নয়াদিল্লির 'শত্রু' দেশের প্রতিনিধিরা, সেটা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তেই পারে। পাকিস্তানের 'বন্ধু'র সাথে ঢাকা আগামী দিনে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে কিনা, থাকছে প্রশ্ন।

যৌনতায় ' মত্ত শীতকালীন অলিম্পিকের প্রতিযোগিরা,৩ দিনেই হাপিস ১০হাজার কন্ডোম!

ইতালির মিলান ও কর্তিনা শহরে চলছে ২৫তম শীতকালীন অলিম্পিক। এই আসরে খেলোয়াড়দের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল ১০ হাজার কন্ডোম। কিন্তু এত কন্ডোম মাত্র ৩ দিনেই শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য সান, এনবিসি নিউজ সহ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে কনডমের বেশ চাহিদা থাকলেও সাধারণত শীতকালীন অলিম্পিক খুব একটা থাকে না। কিন্তু এবার শীতকালীন অলিম্পিকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে পড়ায় কন্ডোমের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছিল। এ কারণেই সংকট দেখা দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেউ কেউ কন্ডোম সংকটের এই সুযোগে ফায়দা লুটছেন। অনলাইনে একেকটি কন্ডোমের দাম চাওয়া হচ্ছে প্রায় ১২৫ মার্কিন ডলার। ১৯৮৮ সালে সিওল অলিম্পিকের পর থেকে নিরাপদ যৌন সম্পর্ক ও যৌনবাহিত রোগ, বিশেষ করে এডস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিনামূল্যে কন্ডোম বিতরণ অলিম্পিকের একটি নিয়মিত প্রথা। যা বিশ্বজুড়ে আলোচিত বিষয়ও বটে। ২০২৪ সালে প্যারিসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সাড়ে ১০ হাজারে বেশি অ্যাথলেটের জন্য ৩ লাখ কন্ডোম সরবরাহ করা হয়েছিল। তবে এবারের শীতকালীন গেমসে প্রাথমিক মজুত ছিল তুলনামূলকভাবে কম। অলিম্পিক ভিলেজে কন্ডোমের সংকট দেখা দেওয়ায় এডস সহ বিভিন্ন যৌন রোগের ঝুঁকি বেড়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, শিগগিরই আরও কন্ডোম সরবরাহ করা হবে। তবে এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক খেলোয়াড় বলেছেন, '৩ দিনের মধ্যে সব কন্ডোম শেষ হয়ে গেছে। তারা (আয়োজকরা) বলেছে, নতুন চালান আসবে। কিন্তু কবে আসবে কে জানে!' এবারের শীতকালীন অলিম্পিক শেষ হবে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি। ১৪টি সোনা, ১৪টি রুপা ও ১১টি ব্রোঞ্জ (মোট ৩৯টি) নিয়ে এই মুহূর্তে পদক তালিকার শীর্ষে আছে নরওয়ে।

টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় অস্ট্রেলিয়া, সুপার-৮' মুজারাবানিরা

জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি ঘিরে চলছিল অনেক হিসাব-নিকাশ। এই লড়াইয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছিল তিন দলের সুপার এইটে খেলার ভাগ্য। কিন্তু খেলা তো দূরের কথা, টসই হতে দিল না বৃষ্টি।

জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচটি ঘিরে চলছিল অনেক হিসাব-নিকাশ। এই লড়াইয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছিল তিন দলের সুপার এইটে খেলার ভাগ্য। কিন্তু খেলা তো দূরের কথা, টসই হতে দিল না বৃষ্টি। তাতে বিশ্বকাপের পরের ধাপে জায়গা করে নিল জিম্বাবুয়ে, আশা শেষ হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ডের। পাল্লেকেলেতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'বি' গ্রুপের ম্যাচে আইরিশদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল জিম্বাবুয়ের। কিন্তু বাঁধ সাধল প্রকৃতি। দফায় দফায় বৃষ্টির হানায় শেষ পর্যন্ত হলো না মাঠের লড়াই। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। তাতে তিন ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে উঠল জিম্বাবুয়ে। একই মাঠে সোমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আগেই সুপার এইটে খেলা নিশ্চিত করে ফেলে শ্রীলঙ্কা। তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষে আছে আসরের সহ-আয়োজকরা। ওমানকে হারিয়ে এবারের বিশ্বকাপ শুরু করেছিল জিম্বাবুয়ে। পরের ম্যাচে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে স্মরণীয় জয় তুলে নেয় সিকান্দার রাজার দল। পরের ধাপে যেতে আইরিশদের বিপক্ষে এক পয়েন্ট প্রয়োজন ছিল তাদের। বৃষ্টির দাপটে হলোও তাই। আর সুপার এইটে খেলার আশা কিছুটা বাঁচিয়ে রাখতে জিম্বাবুয়েকে হারানোর বিকল্প ছিল না আয়ারল্যান্ডের।

কিন্তু সেই সুযোগই পেল না তারা। চার ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে আপাতত তৃতীয় স্থানে আছে আইরিশরা। তিন ম্যাচে কেবল একটি জেতা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট দুই। শেষ ম্যাচ তারা খেলবে ওমানের বিপক্ষে। আগামী শুক্রবার। বাছাইপর্ব উতরাতে না পেরে গত বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। এবার বাছাইয়ে অপরাজিত ছিল তারা। মূল মঞ্চেও দারুণ ছন্দে আছে দলটি। শেষ ম্যাচে আগামী বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে আফ্রিকার দলটি।

ইমরানের পাশে দাঁড়িয়ে ১৪ প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের চিঠি পাক প্রধানমন্ত্রীকে

পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সেই উদ্বেগ এখন সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে গেছে ক্রিকেট বিশ্বে। বিশ্বের ১৪ জন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অধিনায়ক এবার খোলা চিঠি লিখেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে। তাদের অনুরোধ;ইমরানকে যেন 'ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা ও সুচিকিৎসা' দেওয়া হয়। চিঠিতে অধিনায়করা লিখেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ইমরানের চোখের সমস্যার খবর তাদেরকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। পরিবারের দাবি, কারাগারে চিকিৎসায় অবহেলার কারণে তার একটি চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। এই খবর পাকিস্তানের ভেতরে যেমন উদ্বেগ ছড়িয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা দ্য এজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিঠির খসড়া করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল। এতে স্বাক্ষর করেছেন ইয়ান চ্যাপেল, সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব, ক্লাইভ লয়েড, অ্যালান বর্ডার, মাইকেল আথারটন, নাসের হুসেইন, মাইকেল ব্রিয়ারলি, ডেভিড গাওয়ার, স্টিভ ওয়া, জন রাইট, কিম হিউজ ও বেলিন্ডা ক্লার্ক। চিঠিতে ক্রিকেটার হিসেবে ইমরান খানের অবদান তুলে ধরেছেন প্রাক্তন অধিনায়করা। লিখেছেন, 'খেলার প্রতি ইমরানের অবদান বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। অধিনায়ক হিসেবে তিনি ১৯৯২ সালে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। সেই জয় ছিল দক্ষতা, নেতৃত্ব, ধৈর্য ও ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার অনন্য উদাহরণ, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের অনেকেই তার বিপক্ষে খেলেছি, তার সঙ্গে মাঠ ভাগ করেছি, আবার কেউ কেউ তার অলরাউন্ড নৈপুণ্য, ব্যক্তিত্ব আর প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতায় মুগ্ধ হয়ে বড় হয়েছি। তিনি খেলাটির সেরা অলরাউন্ডার ও অধিনায়কদের একজন। খেলোয়াড়, দর্শক ও প্রশাসকদের কাছ থেকে সমান শ্রদ্ধা পেয়েছেন। গত সপ্তাহে পাকিস্তানের ৩ কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস ও শোয়েব আখতারও ইমরানের যথাযথ চিকিৎসার দাবি তুলেছিলেন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অজয় জাদেজা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদেরও তার সমর্থনে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০১৮-২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইমরান খান। পরে একাধিক মামলায় তাকে কারাদন্ড দেওয়া হয়। ইমরান ও তার সমর্থকদের দাবি, এসব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। চিঠিতে প্রাক্তন অধিনায়করা লিখেছেন, ' ক্রিকেটের বাইরে ইমরান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। কঠিন সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক মতভেদ যা-ই থাকুক, তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ পদে বসেছিলেন, এটা সম্মানের বিষয়।' অধিনায়করা পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন, ইমরান যেন তার পছন্দের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে দ্রুত ও নিয়মিত চিকিৎসা পান। কারাবন্দী হিসেবে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। আর আইনি প্রক্রিয়ায় যেন বিলম্ব বা বাধা সৃষ্টি না করা হয়। এখন দেখার অপেক্ষা, ১৪ আন্তর্জাতিক অধিনায়কের এই চিঠি শাহবাজ শরীফের মন বদলাতে পারে কি না।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সেই উদ্বেগ এখন সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে গেছে ক্রিকেট বিশ্বে। বিশ্বের ১৪ জন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অধিনায়ক এবার খোলা চিঠি লিখেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে। তাদের অনুরোধ;ইমরানকে যেন 'ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা ও সুচিকিৎসা' দেওয়া হয়। চিঠিতে অধিনায়করা লিখেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ইমরানের চোখের সমস্যার খবর তাদেরকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। পরিবারের দাবি, কারাগারে চিকিৎসায় অবহেলার কারণে তার একটি চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। এই খবর পাকিস্তানের ভেতরে যেমন উদ্বেগ ছড়িয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

শামির ৮ উইকেটের পরেও রঞ্জি সেমিফাইনালে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকেও হার বাংলার

রঞ্জি সেমিফাইনালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়েও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হেরে গেল বাংলা। শেষ দিন জয়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের দরকার ৮৩ রান। ফাইনালে উঠতে বাংলাকে তুলে নিতে হবে ৮ উইকেট। এই অবস্থায় মাত্র দুই উইকেট আরো হারিয়েই ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর। প্রথম ইনিংসে বাংলার ৩২৮ রানের জবাবে ৩০২ রানে শেষ হয় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম ইনিংস। আকিব নবি করেন ৪২। তিনটি মেডেন-সহ ২২.১ ওভারে ৯০ রান দিয়ে ৮ উইকেট নেন মহম্মদ শামি। ২ উইকেট তুলে নেন মুকেশ কুমার। প্রথম ইনিংসে বাংলা ২৬ রানের লিড আদায় করে নিয়েছিল।যদিও এরপরই ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় বাংলা। মাত্র ২৫.১ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস। শাহবাজ আহমেদ সর্বাধিক ২৪ রান করেন। আকিব নবি ও সুনীল কুমার চারটি করে উইকেট নেন। জয়ের জন্যে ১২৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ১৩ ওভারে ২ উইকেটে ৪৩। শুভম সিং পুন্ডির ২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন। আকাশ দীপ ফিরিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের দুই ওপেনারকে। তবে পরবর্তীতে বনসাজ শর্মার অপরাজিত ৪৩ এবং আব্দুল সামাদের অপরাজিত ৩০ রানে ভর করে ম্যাচ জিতে যায় জম্মু কাশ্মীর।

হোটেলে বার্গার খেয়ে অসুস্থ কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার

চেন্নাইয়ের এম.এ. চিদাম্বরাম স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড-কানাডা ম্যাচে টসের সময় হাজির ড্যারিল মিচেল। অনেকেই হয়তো তখন ভেবেছিলেন, অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের পরিবর্তে ভুলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেয়নি তো নিউজিল্যান্ড! কিন্তু বাস্তবতা হলো মিচেলকে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বানিয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে কিউইরা। কেন? ম্যাচের আগের রাতে চেন্নাইয়ের হোটেলে বার্গার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অধিনায়ক স্যান্টনার। খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণেই আজ তিনি খেলতে পারেননি। টসের পর নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মিচেল বলেন, 'গত রাতে সে একটা বার্গার খেয়েছে, যেটা স্বাস্থ্যকর ছিল না। আশা করি সে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। স্যান্টনারের জায়গায় কোল ম্যাককনকি খেলছে। আর ফার্গুসনের জায়গায় জেমিসন এসেছে।' সন্তান জন্মদানের সময় স্ত্রীর পাশে থাকবেন বলে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছেন ফার্গুসন।

ফলে আজ কানাডার বিপক্ষে খেলতে পারেননি এই ফাস্ট বোলার। তবে স্যান্টনার ও ফার্গুসনের অভাব একটুও বোধ করেনি দল। গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্রর অপরাজিত ফিফটিতে কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে পৌঁছে গেছে নিউজিল্যান্ড।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বিধ্বংসী ইনিংসের পুরস্কার! আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৭ ধাপ উঠলেন ঈশান

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রাজার মতো প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর ব্যাট থেকে আগুন ঝরছে। অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল! কত বিশেষণই না জুড়েছিল তাঁর নামের সঙ্গে। পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁর ৪০ বলে ৭৭ রানের ইনিংসের কথা এখনও সবার মুখে মুখে। এবার দুরন্ত ফর্মে থাকার পুরস্কার পেলেন হাতেনাতে। আইসিসি'র ক্রমতালিকায় প্রথম দশে জায়গা করে নিলেন টিম ইন্ডিয়ার এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। সম্প্রতি আইসিসি যে র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে প্রথম ১৭ ধাপ উঠে প্রথম দশে উঠে এসেছেন ঈশান কিষান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৩২। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দু'টি হাফসেঞ্চুরি পেয়েছেন তিনি। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে আউট হতে হয় তাঁকে। থাই প্যাড এবং কনুইয়ে লেগে বল উইকেট ভেঙে দেয়। ৭ বলে ১৮ রানের ইনিংস খেলে সাজঘরে ফিরতে হয় তাঁকে। গোল্ডেন ডাক দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা অভিষেক শর্মা ৮৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। ৮০৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। তিন ধাপ উপরে উঠে তৃতীয় স্থানে শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশাঙ্কা। ক্যান্ডিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনবদ্য সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তিনি। এটা তারই পুরস্কার। চতুর্থ, সপ্তম এবং অষ্টম স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব এবং ঈশান কিষান। এর বাইরেও আরও এক ক্রিকেটারের উত্থান হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার রায়ান রিকেলটন ২২ ধাপ উঠে চলে এসেছেন একাদশ স্থানে। ছ'ধাপ উঠে ১৫ নম্বরে এইডেন মার্করাম। অন্যদিকে, বোলারদের তালিকায় শীর্ষে রইলেন টিম ইন্ডিয়ার রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী।

নয়া জামানা

পবিত্র রোজার সময় বিশ্বের কোথায় কত ঘণ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ১৮ বা ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস।এ মাসে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবেন। ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা রোজা রাখতে হয়। ১ হাজার ৪০০ বছরের বেশি আগে এই রমজান মাসেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.),এর ওপর পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।রোজা পালনের ক্ষেত্রে দিনের বেলায় পানাহার, ধূমপান ও শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো 'তাকওয়া' বা খোদাভীরুতা অর্জন করা।

প্রতিবছর রমজানের তারিখ পরিবর্তিত হয় কেন

প্রতিবছর রমজান মাস আগের বছরের তুলনায় ১০ থেকে ১২ দিন আগে শুরু হয়। এর কারণ ইসলামি ক্যালেন্ডার চন্দ্রনির্ভর হিজরি বর্ষপঞ্জির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে মাসগুলো ২৯ বা ৩০ দিনের হয়ে থাকে।উত্তর গোলার্ধে বসবাসকারী বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের জন্য এ বছর রোজার সময় কিছুটা কম হবে। ২০৩১ সাল পর্যন্ত এ সময় কমতে থাকবে। কারণ, তখন রমজান মাস বছরের সবচেয়ে ছোট দিনের কাছাকাছি চলে আসবে।অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য রোজার সময় গত বছরের তুলনায় দীর্ঘতর হবে।সৌরবর্ষের তুলনায় চান্দ্রবর্ষ ১১ দিন কম হওয়ায় ২০৩০ সালে পবিত্র রমজান মাস দুইবার পালিত হবে। প্রথমটি শুরু হবে ৫ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি ২৬ ডিসেম্বর।বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দিনের আলোর স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়।যেহেতু উত্তর গোলার্ধে এখন শীতকাল। তাই, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য রোজার সময় সবচেয়ে কম হবে। প্রথম দিকে রোজা রাখতে হবে প্রায় ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা, যা মাসজুড়ে ধীরে ধীরে বাড়বে।চিলি, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে দীর্ঘ সময় রোজা রাখতে হবে। প্রথম দিন তাদের রোজা রাখতে হবে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা, তবে মাসজুড়ে এ সময় ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

বিশ্বের বিভিন্ন শহরের রোজার সূচি

বাংলাদেশের ঢাকায় প্রথম রোজায় সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১৩ মিনিট। এদিন ইফতার হবে সন্ধ্যা ৫টা ৫৬ মিনিটে। অর্থাৎ প্রথম দিন সব মিলিয়ে ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট রোজা রাখতে হবে। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ৪টা ৪৭ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে। সে হিসেবে শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৩ মিনিট।ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৩৭ মিনিট। এদিন ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। সে হিসেবে প্রথম দিনে রোজার ব্যাপ্তি হবে ১২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট।

রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৭ মিনিট। ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩৩ মিনিটে। অর্থাৎ শেষ দিনে টানা ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট রোজা পালন করতে হবে।পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৬ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৫০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ১৯ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিট।মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৬টা ১৭ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৭টা ২৮ মিনিটে। প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট।

রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৬টা ১০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১৭ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬টা ২৩ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিন রোজা রাখ তে হবে ১৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৬ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় হবে ১৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট।থাইল্যান্ডের ব্যাংককে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৮ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটে। প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ২৯ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৬ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।কাতারের দোহায় প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪৭ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে। সেই হিসাবে প্রথম দিন রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৪টা ২১ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনেও রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৩২ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। সেই হিসেবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ০৬ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় হবে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৫ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটে। প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৫০ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ৪৩ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৫৪ মিনিটে। প্রথম দিন রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ১১ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪৭ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটে। শেষ দিনে রোজার সময় হবে ১৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।ইতালির রোমে প্রথম রমজানে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৫টা ২৮ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫টা ৪৭ মিনিটে। সে হিসাবে প্রথম দিনে রোজা রাখতে হবে ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। রমজানের শেষ দিনে সাহ্ রির শেষ সময় ভোর ৪টা ৪১ মিনিট এবং ইফতার হবে সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে; অর্থাৎ শেষ দিনে রোজার সময় দাঁড়াবে ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

বিভিন্ন ভাষায় রমজানের শুভেচ্ছা

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন।

সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত শুভেচ্ছা হলো আরবি শব্দ 'রমজান কারিম'। এর অর্থ 'রমজান কল্যাণময়' হোক।এ ছাড়া ইংরেজি, বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে 'রমজান মোবারক' বলে বরকতময় মাসকে শুভকামনা জানানো হয়। ফারসি ভাষায় বলা হয় 'মাহে রমজান মোবারক'।তুর্কি ভাষায় শুভেচ্ছা জানাতে বলা হয় 'রমাজান আয়িনিজ মুবারক ওলসুন'। মালয় ভাষায় সচরাচর 'সেলামাত বেরপুয়াসা' এবং সোমালি ভাষায় 'সুন ওয়ানাগসান' বলে রমজানের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

অন্যদিকে স্প্যানিশ,ভাষীরা একে অপরকে 'ফেলিজ রামাদান' বলে সম্ভাষণ জানান। ভাষার ভিন্নতা থাকলেও প্রতিটি শুভেচ্ছার মূল উদ্দেশ্য হলো এই পবিত্র মাসে একে অপরের সুখ, সমৃদ্ধি ও আল্লাহর রহমত কামনা করা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।